# ওথেলো

(নাটক)

ফাল্গুন— ১২৫৫

## দৃশ্য কাব্য

### প্রথম অঙ্ক

#### প্রথম দৃশ্য

পুরন্দর রাজ-উদ্যান

(Scene I. An Orchard, Near the Palace, *Lucy*.)

রাজা সত্রাজীতের প্রবেশ

( একাকী ভ্রমণ )

সত্রা।—শান্তি!

নগরের কোলাহল মাঝে নির্জীব, নীরব, অচেতন।

শান্তি,
তার প্রসন্নতা, পবিত্রতা সহ, লুকাইয়ে থাকে
তপস্বীর নির্জ্জন কুটীরে।
কঠিন কঠোর সংসারের লোকারণ্য মাঝে
শান্তির সে পবিত্রতা মিশাইয়া যায়,
সুদূরের শূন্যময় অসীমের সনে।
দূরাগত বীণারব যেন, ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিশীথ সুষুপ্ত হৃদি
লুকাইয়া যায়,
শেষে বিস্মৃতির অতল গভীরে।
কাঁশর ঝাঁঝর রব অশ্রুত যথায়,
বীণার সে স্বপ্নময় আবেশ নিক্কণ
কতক্ষণ তিষ্ঠে বল স্মৃতির সম্মুখে ?
পবিত্রতা সংসারীর নয় ;
সত্যে ধর্ম্মে মজ্জিয়া যে জন,
স্বার্থকে ডুবায়ে দেয় নিস্বার্থের অপঙ্কিল জলে,
পবিত্রতা তারই হৃদয়ে
সদর্পে স্থাপন করে আত্ম-সিংহাসন ;
কিন্তু রাজ্য মাঝে ?  রাজার হৃদয়ে ?
পবিত্রতা সাজে না কখন।
সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, সংসারের নয়।

জীর্ণ ছিন্ন পুরাণের পুরাণো কাহিনীময় সুখ শান্তি যত,
নীরবে পড়িয়া থাকে নগর বাহিরে,
নির্ব্বোধ, অকর্ম্মা আর স্বার্থহীন মানবের হৃদয় চাহিয়া।
সন্তোষ?
ব্রাহ্মণের কীটদষ্ট পুঁথির মাঝারে,
বালকের অর্থশূন্য হাসিমাখা অধর পল্লবে
মিশাইয়ে থাকে, ভাবময় কবিতা মতন;
কিন্তু, রাজার হৃদয়ে সন্তোষ?
মরুভূমে সরসী যেমন।
অনন্ত কর্ত্তব্য যার মাথার উপর,
অনন্ত জীবন্ত প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা,
তার মুখে, হাঁসির একটি ক্ষীণ রেখাও সাজে না কখন।

(ধীরপদে মন্ত্রপাল সুবুদ্ধির প্রবেশ)

মন্ত্র।—মহারাজ!

রাজা।—এখানেও মহারাজ?
সারাদিন, সারা রাত মহারাজ আমি,
একি মন্ত্রি অত্যাচার নয়?
রাজসভা, রাজদণ্ড, রাজছত্র, রাজা নাম,
চিরদিন ফিরিবে কি ছায়ার মতন
অভাগা চিন্তায় জরা তোমাদের রাজার সহিত?

মন্ত্র।—মহারাজ! ক্ষম অপরাধ, বিশেষ সংবাদ,
তাই গোপনে সাক্ষাৎ হেতু এসেছি গোপনে।

রাজা।—কি সংবাদ?
রাজ্যের কুশল চিন্তা?—প্রজার কল্যাণ? এই ত?
শোন মন্ত্রি,
একা আমি লোকারণ্য মাঝে।
প্রজা সাধারণ, একাকে করিতে চায় বহুর অধীন;
কিন্তু তাও কি হয়?
অযোগ্যে সে যোগ্যতা কোথায়?
রাজকাজ সাধি সারাদিন, নির্জ্জন উদ্যানে আসি,
প্রাক্তনের অস্পষ্ট অদৃষ্ট লিপি করিতেছি পাঠ,
হেথা আর কেন অনর্থক রাজ্য রাজ্য, সুখ সুখ,
প্রজা প্রজা করি, বাধাও বিভ্রাট?
যাও, ফিরে, বিশ্রাম করগে পার যদি;
অথবা;—
সারা রাত পরের ভাবনা ভাবি জাগিয়া কাটাও
নিস্ফল চিন্তার সাথে, বিকারের রোগীর মতন।

মন্ত্র।—মহারাজ!

রাজা।—আঃ—আর কেন?

মন্ত্র।—মহারাজ! কি ক'রে ঘুমাব ঘরে?

যে ভার দিয়াছ তুমি রাজা,
সে ভার যে বড়ই কঠিন—বড়ই বিষম, বড়ই বিপদময় !
রাত নাই, দিন নাই,
নিয়ত হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন ;
হৃদয় হ'য়েছে রাজা চিন্তা-পিশাচীর অক্ষয়-ভাণ্ডার ।
রাজ কার্য্য, রাজ্য রক্ষা, শৈশবের ধূলা খেলা নয়,
খড়্গে খড়্গে, বর্ম্মে বর্ম্মে, দুর্ভেদ্য কবচে,
ভীষণ—ভীষণতর ঘাত প্রতিঘাত।
নারীর অঞ্চল, আত্মরক্ষা, মান রক্ষা, জীবনের সারধন নয়,
ভীরুতা, আত্ম-নিগ্রহের অজীর্ণ নিলয়।
যুবতীর প্রেম, অবসাদে তৃপ্তির ভাণ্ডার বটে রাজা,
প্রেম-স্রোতস্বতী তৃষিতের তৃপ্তির কারণ,
কিন্তু নিয়ত নারীর সেবা, জীবনের হেয়তম জঘন্য পতন ।
তার কাছে প্রেমের কল্লোল,
শিরায় শিরায়, জড়তা অবসন্নতার জ্বালাময় গোলাপী হিল্লোল।
পুরন্দর রাজবংশে দীপ্যমান প্রভাকর তুমি,
কেন এ মলিন মুখ, কেন হেন মর্ম্মোচ্ছ্বাস ?
কি কারণে, হৃদয়ের নিবন্ত পাবক হ'তে
উষ্ণবায়ু মুহুর্মুহু হইয়া বাহির,
সুখময়ী যামিনীরে দিতেছে বেদনা ?

উষ্ণশ্বাসে ফুলকুল, ব্যাকুল, মলিন,
আকুল তোমারে হেরি রাজা।

রাজা—আহা হা! কেন এত বাক্য ঘটা?
তোমরা বুঝি চাও,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে আমি রাজ্যের স্বপন দেখি মাতৃকোলে শুয়ে?
তোমরা বুঝি চাও,
ভ্রমেও রাজ্যের বোঝা যেন নাহি ফেলি
বিস্মৃতির অতল সলিলে?
তোমরা বুঝি চাও,
সুখ, শান্তি, সন্তোষ, বিশ্রাম,
এ সবার বিনিময়ে,
জগতের দুঃখরাশি ভাণ্ডার পূরিয়া রাখি হৃদয় মাঝারে?
তা নয়, তা নয় মন্ত্রপাল!
দাও মোরে করিতে বিশ্রাম;
যে সংবাদ হয়, সভাতলে করিও প্রস্তাব,
যুক্তি মতে করা যাবে যে হয় বিহিত।

(গমনোদ্যোগ)

মন্ত্র।—শুন নরনাথ! যেও না যেও না,
শত্রুদূত দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
চেয়ে দেখ প্রভু! চেয়ে দেখ প্রিয়তম!

এই কেশ হয়ে গেছে সাদা,
তোমারই মঙ্গল চিন্তনে।
হৃদয় ভরিয়ে প্রভু এনেছি রাজ্যের হিত
এনেছি কল্পনা,
যুক্তি বলে মুক্তি পথ করিতে বিস্তার ;
দয়া ক'রে শোন রাজা, দাস, ভৃত্য, মন্ত্রির মন্ত্রণা !

(নেপথ্যে)—মন্ত্রপাল, সহে না বিলম্ব আর।

মন্ত্র।—ঐ শোন রাজা !

উদ্যান দুয়ারে, দাঁড়ায়ে মন্দরদূত !
কত মতে বুঝানু তাহায়,
কত মতে রজনী যাপন তরে করিনু বিনয়,
কিন্তু হায়! নিষ্ফল—বিফল অনুরোধ।
মন্দরের ঘোরতর দাম্ভিক-প্রধান জমিদার,
ধরিবারে চায় চাঁদ ক্ষীণতর ঊর্ণানাভ ফাঁদে।
কর্দ্দমনিবাসী ভেক,
আবেশে ডুবিতে চায় সুধার সাগরে।
হয় যুদ্ধ, নয় সিংহাসন,
অথবা দাম্ভিক জমীদার
করিবারে চায়—
অসম্ভব জাগ্রৎ স্বপন সম জামাতা শ্বশুর,

এই সম্বন্ধ স্থাপন।
এ তিনের একের সম্মতি
রাত্রি মধ্যে চায় শুনিবারে।
সদম্ভে দাঁড়ায়ে দূত উদ্যান দুয়ারে,
প্রতীক্ষা করিছে তব সম্মতি উত্তর।
হেন অপমান,
বিষম বাজিছে রাজা
বৃদ্ধের এ শোকতাপচিন্তাজরা জারিত হৃদয়ে।

রাজা।—এ সংসার আশার অধীন।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হতে মহানের মহান যে জন,
সেও এই আশার নিগড়ে বাঁধা,
লতা বাঁধা মাতঙ্গ যেমন।
কিন্তু জান মন্ত্রি!
আশা স্রোতে—
কল্পনার কুটীল হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে
অসম্ভবে সম্ভব করিতে চায় যারা,
নির্ব্বিবাদে পুরস্কার পায় তারা সংসারের কাছে
হাসি টিটিকারী. আর উপেক্ষা লাঞ্ছনা।
আচ্ছা মন্ত্রি! ডাক দূতে,
শোনা যাক কতক্ষণ,

নিষ্ফল অসার শূন্য বাতুলের প্রলাপ চিৎকার।

(মন্ত্রপালের প্রস্থান)

রাজা।—(স্বগত) শান্তি নাই প্রজার পালনে,
শান্তি নাই রমণীর প্রেমে,
শান্তি নাই উদাস নিশাভ্রমণে নির্জ্জন উদ্যানে।
ছিল, কিন্তু—সব শূন্যময়।
শূন্যে গড়া মূর্ত্তির নিকটে, হয় ত জীবনে
কতবার নোয়ায়েছি
আপনার গর্ব্বভরা ভূষণ মুকুট!

খড়্গধারীকে লইয়া মন্ত্রপালের প্রবেশ।

রাজা।—এ কে, খড়্গধারী? এস এস, আছত কুশলে?
স্ত্রী পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন সহ
সুখে আছ মন্দর নিবাসে?
কত দিন—মনে করে দেখ খড়্গ
সেই কত দিন—কত দিন দেখিনি তোমারে।
যার কাছে ছিল সমাদর; সে নাই,
কার কাছে তবে বল,
জুড়াবে প্রাণের ব্যথা ঘুচাবে যাতনা?
তাই বুঝি দুঃখ তাপময় এই পুরন্দর ছাড়ি
সুখের নিলয় সেই মন্দরে করিছ বাস মনের সন্তোষে?

(মন্ত্রির প্রতি) কেন মন্ত্রি ! কেন এ সন্তাপ, মতিভ্রম ?
চিনিতে পারনা তুমি কে কার আপন পর,
শত্রু মিত্র, আত্মীয় স্বজন ?
(খড়্গোর প্রতি) যাও খড়্গা, অন্তঃপুরে যাও ;
যার স্নেহদয়াপাশে বাঁধা ছিলে বাল্যকালে,
তার সম আর একজনে, পাইবে দেখিতে সেই ঘরে,
পাবে সমাদর। রজনী যে বিশ্রামের কাল,
বিশ্রাম করগে যাও রাজ অন্তঃপুরে,
কল্য প্রাতে পাইবে উত্তর।

খড়্গা।—মহারাজ !
মন্দররাজের দূতরূপে এসেছি এখানে।
দূত ভাবে ভাবি নরনাথ,
বিহিত আদেশ দান করুন এখনি।

[illegible]জা।—এখনি ?
ভাল, বল দেখি খড়্গা সিং
তোমার রাজার কেন এ বাসনা ?
পাবকে স্থাপিলে দেহ পুড়ে যায় তখনি তখনি,
মানে কি পাবক
নির্ব্বোধ সুবোধ, শিশু বৃদ্ধ, যুবা নারী ব'লে ?
কেন এ বাসনা তার ?

সেচ্ছায় কে কবে করে আত্ম প্রাণ দান
বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্ত মাঝে,
যার সাথে ফলরূপে মৃত্যু আছে গাঁথা ?

খড়্গ।—দাস আমি, প্রভু তিনি মোর ;
কি ক'রে বুঝাব তাঁরে বুদ্ধিহীন দূত মাত্র আমি,
শত মন্ত্রী থাকে যাঁর মন্ত্রণার তরে ?
এই তাঁর লিপি।

(লিপিদান)

রাজা।—পড় মন্ত্রি !

মন্ত্র।—(পত্র গ্রহণ ও উন্মোচনপূর্ব্বক পাঠ)।

# মন্দর রাজধানী।

পুরন্দর-রাজ !

অসি চর্ম্ম বীরের ভূষণ।

বীরধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের সত্য পরিচয়।

তাই বলি রাজা !

নারীরাজ্য পুরন্দর ক্ষত্রবীর্য্য বলে করিব উদ্ধার।

মন্দভাগ্য পুরন্দরবাসী,

মন্দরবাসীর চরণ সেবিয়া,

শতগুণ সুখভাগ্য লভিবে নিশ্চয়।

আরও শুন ;

যুদ্ধে যদি অসমর্থ হও তুমি রাজা,

নারীর অঞ্চল ছাড়ি মুক্ত বায়ু মাঝে নামিয়া আসিতে

কম্পিত চরণ যদি লয়ে যায় শয্যা পানে

রমণীর অকম্পিত হৃদয় মাঝারে ;

কাজ নাই ভীরুর ত্রাসময় যুদ্ধ আয়োজনে।

রাজসিংহাসন ছাড়ি রাণীর অঞ্চল-দুর্গে করগে বসতী,
থাক সুখে নীরব-শান্তিরে লয়ে হৃদয়ের মাঝে ;
স্বয়ং করিব আমি পুরন্দর-বাসিগণে,
সুখভাগ্য ঐশ্বর্য্য প্রদান ;
তুমিও সে সুখভাগ্যে হবেনা বঞ্চিত।
রাজকোষ যোগাবে তোমায় ভীরু,
নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়, খুঁটি নুটী, বিলাস লালসা।
পুরন্দর অন্তঃপুরে দীপ্যমান বিভৎসা যুবতী যারা
রূপে গুণে উপদেবী সম,
তারাই হইবে তব আত্মরক্ষা তরে দুর্ভেদ্য কবচ।
তারাই হানিবে হেসে কুটীল নয়নবান, বিপক্ষের বুকে ;
যে অভ্যাসে চিরদিন অভ্যস্থ তাহারা।
আর এক কথা ;
এ দুটিতে যদি তুমি অপমান জ্ঞান কর রাজা,
কন্যারত্ন আনি,
রাজ চক্রবর্ত্তী বীর মন্দর রাজ্যের,

পবিত্র চরণে কর দান ;
ভয়ের কম্পন হবে আনন্দের উল্লাস নর্ত্তন।
শ্বশুরের রাজ্য পুরন্দর,
সযত্নে আপন জ্ঞানে যথাশাস্ত্র করিব পালন।
অসহ বাহিনী মোর নিষ্কোসিত অসি লয়ে,
উত্তরের অপেক্ষায় অতি কষ্টে যাপিতেছে দিন,
অতএব রাজা, পত্র পাঠ যাহা ইচ্ছা হয় উত্তর প্রদানে,
রাখিও তোমার,
নির্জীব উপাধী "রাজা" নামের সম্মান।
যশঃ, কুল, মান আর আপন জীবন লয়ে
আশ্রয় করেছ রাজা ভীরুতার গহন গহ্বর
ভাবিব নিশ্চয়,
উত্তর না পাইলে সময়ে।

রাজ শ্রীযুক্ত জীতাজীৎ সিংহ
মন্দররাজ।

মন্ত্রী।—দেখ মহারাজ!
দেখ রাজা, দাম্ভিকের কুটীল জঘন্য হেয় নীতির বিধান;
দেখ রাজা, দুরাশা সাগরে মগ্ন,
চির মজ্জমান এই পাপাত্মার, আশা, ভাষা, ভদ্র ব্যবহার।
আর কি কহিব, রাজা তুমি,
রাজদণ্ড তোমার অধীন,
ন্যায়, ধর্ম্ম, রাজ্যের সম্মান গণি,
কর রাজা যথা নীতি উত্তর প্রদান।

রাজা।—খড়্গ! একি পত্র তোমার রাজার?
পুরন্দরবাসী অসুখী?—ঐশ্বর্য্যহীন?
মন্দরের চরণ সেবিয়ে পুরন্দর,
লভিবে তাদের দীনহীন মুষ্টিমেয় দরিদ্র আহার?
এত শ্লেষ, এত অহঙ্কার? কেন? কিসের কারণে?
তবে কন্যার বিবাহ?
সে প্রস্তাবে স্বতন্ত্র ভূমিকা,
স্বতন্ত্র তাহার আয়োজন।

## সেনাপতি বিশ্বজীতের প্রবেশ।

সেনা।—আদেশের অপেক্ষা সহেনি মহারাজ,
তাই অসময়ে, শ্রীচরণ দর্শন মানসে

উদ্যানে গোপনে এ সাক্ষাৎ।
মহারাজ !
মন্দরের কাপুরুষ ক্ষুদ্র জমীদার
নিতে নাকি চায় আমাদের রাজ সিংহাসন ?
যাও খড়্গা !
বলগে তোমার সেই বাতুল প্রলাপভাষী নির্ব্বোধ প্রভুরে,
পুরন্দরবাসী ঘৃণা পায়,
বাম পদে স্পর্শিতে তোমার সেই
দুরাশা-সাগরশায়ী তুচ্ছ জল-কীটে !
যাও দূত !
বলগে তোমার সেই রাজানামধারী
নরাধম দুরাচার ক্ষত্রিয় অধমে,
পুরন্দর নাহি ডরে তারে।
ক্ষুদ্রতম মশক দংশন চেয়ে শত গুণে নগণ্য ভাবিয়ে
উপেক্ষার হাসি হেসে প্রস্তুত নিয়ত তারা,
দেখিতে তাহার সেই বালকের ছেলেখেলা
ধুলা খেলা ঠাট।

খড়্গা।—মহারাজ !
এই কি উত্তর ?

রাজা।—স্থির হও বিশ্বজীত !

(থড়োর প্রতি) শোন খড়্গ,
তোমাদের রাজার এ অন্যায় আশার পরিণাম,
বুঝাইয়ে বোলো বেশ করে ;
কেন সে অবোধ ছেলে, ছেলেখেলা খেলিতে খেলিতে
অস্ত্র খেলায় করে অভিলাষ ?
এ অস্ত্র লেখা,
এ লেখার লেখনই অসি ;
এ সকল বর্ণমালা আঁকা থাকে জীবনের গায়ে,
আঁক পড়ে বংশধর শিরে,
পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি, অকীর্ত্তির কাহিনী কলাপ।
তাই বলি, বুঝাইয়া বলো ;
তাতে যদি অসম্মতি হয়, বলিও রাজায়,
যথা ইচ্ছা—যথা ব্যবহারে
বাড়াতে যতনে তার দুরাশা তরুরে,
বৃথা চেষ্টা, বৃথা যত্ন, আশা-বারি দানে।

খড়্গ।—তবে মহারাজ, বিদায়।

রাজা।—না খড়্গ, প্রিয়তম তুমি ;
অতিথি এসেছ তুমি আমাদের দরিদ্র কুটীরে,
বিশ্রাম করগে আজি, কাল যেও মন্দর নগরে।

(খড়োর প্রণাম ও প্রস্থান)।

(সেনাপতির প্রতি) যাও বৎস !
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যাও আপন শিবিরে।
ভুলে যাও পাগলের অসার কল্পনা ;
কাজ নাই মিছামিছি চিন্তারে জাগায়ে।
কাজ নাই যুদ্ধ আয়োজনে।
যুদ্ধের পিপাসা লয়ে দুর্মদ সেনানী যত
যুদ্ধের প্রতীক্ষা মাঝে অতিকষ্টে আশারে ডুবায়ে
আশা পথে আছে অনুদিন ;
কাজ নাই, তাহাদের পিপাসা সম্মুখে
যুদ্ধ-মরু করিয়া স্থাপন !
যে সব সেনানী মোর স্ত্রীপুত্র লইয়া
সুখের সুখশয়নে সুনিদ্রায় যাপিছে যামিনী,
কাজ নাই তাহাদের জাগায়ে অকালে।

বিশ্ব।—মহারাজ !
যথার্থ উত্তর দানে তুষিলে দাসেরে।
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কি আর জানাব প্রভু
ক্ষুদ্র শক্তি আমি ;
তবে যদি হয় কভু সুদিন সংযোগ,
তব আশীর্ব্বাদে
প্রাণ দিয়ে কৃতজ্ঞতা দেখাব রাজন।

মন্ত্র ।—নরনাথ !
স্বার্থক জীবন মোর আজি।
স্বার্থক তোমার সেবা করি,
অপার আনন্দ আজ দাসের হৃদয়ে ;
যাই তবে।
নিশ্চিন্তের সময় এ নয়।

(সেনাপতি ও মন্ত্রপালের প্রস্থান)

রাজা ।—(পরিহাসচ্ছলে নেপথ্যে চাহিয়া)
যাও চিন্তাশীল,
তোমার ঐ হাড়জ্বলা মনজ্বলা
চিন্তা আর রাজ্য লয়ে উদ্যান বাহিরে।
রজনীর গভীরতা সনে
চিন্তা আর রাজ্য নিয়ে
চোলে যাও অসীমের সীমান্ত উদ্দেশে।

(Open Place near Castle. *Lucy.*)

পুরন্দর সেনাপতির শিবির সম্মুখস্থ ক্ষেত্রে।

ঢেঁড়ুরাম আপন মনে ভগ্ন তরবারি পরিষ্করণে নিযুক্ত

( রণবীরের প্রবেশ )

রণ।—ঢেঁড়ুরাম! একি খেলা?
এত বেলা, নিদ্রা নাই তন্দ্রা নাই;
দিবানিদ্রা অভ্যাস আলস্যে দিয়ে বিসর্জ্জন
একি ব্রত অসময়ে?

ঢেঁড়ু।—(নিরুত্তর ও তরবারি ঘর্ষণ)

রণ।—কথা নাই মুখে,
এত মনোযোগ, এত অধ্যবসায় কেন ঢেঁড়ুরাম?

ঢেঁড়ু।—(নিরুত্তর ও তথাকরণ)

রণ।—ও ঢেঁড়ুরাম, কালা বোবা হলে কত দিন?
পটকার চটক আওয়াজে

কর্ণের পটহ্ গেছে ফেঁসে,
তাই বুঝি আওয়াজ বাজেনা তব কর্ণের ভিতরে ?
ঢেঁড়ু।—আঃ, ভাল জ্বালান্‌টাই জ্বালালে বাবা !
এলে, বাস্, চুপচাপ ঘরে যাও, নিদ্রা দাও,
যুদ্ধের স্বপন দেখ ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
এখানে কেন বাপু ?
রণ।—না হে তা নয়।
বলি তরবারে সান, মনের এত টান,
কাকে সটান কত্তে চাও ঢেঁড়ুরাম ?
ঢেঁড়ু।—উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষ তুমি !
নগর দুয়ারে শত্রু হিহি হিহি নাচিছে হাসিছে ;
তোমরা হেথা খাপবদ্ধ ভোঁতা অসি কোমরে ঝুলায়ে,
ঝণ্ ঝণ্ শব্দ ক'রে
নেচে হেসে মনের উল্লাসে, জিজ্ঞাসা করিছ
"ঢেঁড়ুরাম, কেন অসিতে দাও সান।"
আমি যদি পাই রাজ্যভার, ডাল রুটী দেই বন্ধ করে।
রণ।—তা এ বাঁট ভাঙা ধার পড়া জীর্ণ তরবারি লয়ে
তুমি বুঝি একাকী দেখাবে পথ
বিপক্ষের অশ্ব, গজ, রথরথী যমের মন্দিরে যেতে
আগে আগে গিয়ে ?

ঢেঁড়ু।—সে ভার তোমারে দিয়ে পুরন্দর রাজ
রেখেছেন সুখে ভাতে
শিবিরে শোভনতম সুসজ্জিত গৃহে।
শোন পূর্ব্ব কথা, রহস্য এ নয়!
এই যে অসি, এ অসি সোজা অসি নয়।
রাবণের সনে যবে রামচন্দ্র করেন সমর,
(সে ত্রেতা যুগের কথা!)
এই অসি বলে লঙ্কার রাবণ,
কচু কাটা করেছিল লাখ লাখ বানর বানরী।
মায়াময় অসি,
ছেড়ে দিলে ঘুরে ঘুরে বোঁ বোঁ রবে ডেকে
কচাকচ্ কেটে দিত
বিপক্ষের গলা, মাথা, হাত, পা, নাক, কাণ যত।
রাবণের মৃত্যু হলে, পড়ে ছিল এই অসি,
সাগরের মরুময় বালুকার মাঝে।

রণ।—তুমি বুঝি তাই সাগর ডিঙায়ে
এনেছিলে এই অসি যতনে কুড়ায়ে?

ঢেঁড়ু।—না না, সে আমি কেন? তোমার পিতামহ।
শোন না—
তার পর কুরুক্ষেত্রে রণ, কর্ণবীর স্বপ্নে পান এই তরবারি।

জান ত ?

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা,

ঠেসাঠেসি ঘেঁসা ঘেঁসি মেশামিশি করি

এখনো ধরে না এই জগতের জলে স্থলে অনিলে আকাশে

দাঁড়ালে ত্রিভঙ্গ হয়ে।

পৃথিবী তখন এর চেয়ে ঢের বড় ছিল !

কালধর্ম্ম যুগধর্ম্ম বশে,

জগতের বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ সব ছোট হয়ে যায়।

কর্ণবীর এই অসি লয়ে, করেন অর্জ্জুন জয়।

তত সেনা, গজ, রথী, অসির তাড়নে

যমের দক্ষিণ দ্বারে রৈ রৈ ধ্বনি !

রণ।—তার পর তুমি বীরবর—

এই অসি লয়ে—লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী—

ঢেঁড়ু।—রহস্যের সময় এ নয়।

পুরন্দর রাজ আমাচেয়ে গোবর গণেশ।

তা না হ'লে, এমন হাস্‌কুটে সেনাপতি রাখেন শিবিরে রাজা

ধনাগার অস্ত্রাগার উপহার দিয়ে ?

শোন রণবীর, মিথ্যা কথা নয়।

কর্ণবীর হতে মম পিতামহ

অঙ্গুলী গণনা করি একাদশ পুরুষ অন্তর।

আমার এ অসি বিধির বিধানে পৈতৃক সম্পদ।

রণ।—যথার্থ গণনা ঢেঁড়ুরাম।

জ্যোতিষের বৃষোৎসর্গ, গণিতের ষাঁড়।

তুমি লালা, কর্ণবীর ক্ষত্রিয় সন্তান,

এক বংশ, এক কুলে জন্ম দুজনার।

ঢেঁড়ু।—আঁ—তা,—তাই ত

তা গণনায় হতে পারে ভুল (মাথা চুলকান)

রণ।—যাক, বাজে কথা যাক।

ঢেঁড়ুরাম, সেনাপতি কোথায়?

ঢেঁড়ু।—আর কোথায়, দরবারে।

দরবার ত নয়,

আলসের আয়েস্-থানা।

পাত্র মিত্র সভাসদ যত, ঘৃত দুগ্ধে সম্পূর্ণ উদর,

রাজ দরবারে গিয়ে ভোঁস ভোঁস ফোঁস ফোঁস নাসিকাগর্জ্জন,

ঘামে ত্রিখণ্ডি, নিদ্রার আবেশে চক্ষুলাল, বিস্রস্ত বসন;

এইরূপে শেষ করি দরবারের কাজ

হাঁপিয়ে সন্ধ্যার কালে ঘরে ফিরে আসে

দরবারের ছোট বড় বচন-পসারী।

রণ।—ঢেঁড়ুরাম! একটু তামাক দিতে পার?

ঢেঁড়ু।—আর তামাক!

নির্ব্বোধ রসদদার হ্যাকা বোকা দুষ্ট শিরোমণি,
তামাকের সনে লঙ্কা বীজ দিয়াছে মিশায়ে ;
একটান টেনে মরি কেশে ;
প্রাণ হাঁস ফাঁস, শ্বাস কাশ ধরেছিল তেড়ে
নাড়ি ভুঁড়ি হাঁচির তাড়নে উলট পালট একদম।

রণ।—তবে যদি একটু ঠাণ্ডাজল দাও দয়া করে,
হে বীরের প্রধান কর্ণ বংশধর!

ঢেঁড়ু।—ঘোল পানা জল খেয়ে
কেন পেট ভরাবে মাটিতে ?
পেটে পলি প'লে,—
নিত্যভুক্ত ফলমূলে নিবিড় জঙ্গল হবে উদর ভিতরে,
ঐ যে সেনাপতি—

## সেনাপতি বিশ্বজীতের প্রবেশ।

বিশ্ব। একি সখে! কাজ কর্ম্ম নাই কিছু হাতে—
তাই বুঝি বীরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি করিছ শ্রবণ ?

ঢেঁড়ু।—তা হলে ত বাঁচ্‌তাম।
বীরের যে কথা, তাত বীরে শুনে আগ্রহে সোৎসুকে ;
এ কেবল ঠাট্টা, তামাসা, রহস্য বিদ্রূপ।

বিশ্ব।—এস সখে,—

আচ্ছা, কাজ নাই,
এইখানেই বসি।

(চেঁড়ুর আসন দান ও প্রস্থান।)

বিশ্ব।—শুনেছ সকল?
মন্দরের গর্ভ-ভ্রূণ নিতে চায় সিংহাসন্‌
নিতে চায় সমরের পরীক্ষা বিক্রম
নিতে চায় রাজার কুমারী—
শুনেছ ত?

রণ।—(হাস্য)

বিশ্ব।—হাসি নয়!
প্রগল্‌ভ যে জন, শাস্তি তার সত্য পুরস্কার।
জানে না পামর,
অজেয় সেনা-সাগরে ভেসে যাবে
(মন্দরের জমীদার) তৃণের মতন,
ভেসে যাবে গর্ব্বভরা রাজ সিংহাসন,
চূর্ণ হবে দর্প অহঙ্কার?

রণ।—রাজার কি মত?

বিশ্ব।—এতে আর মতামত কি?
বিদ্রোহীর সমুচিত শাস্তির বিধানে
রাজ্যের মঙ্গল, প্রজার কল্যাণ,

রাজ্যার মঙ্গল, যার সহ আছে বাঁধা কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
আলো আর ছায়ার মতন।
যুদ্ধনীতি-বিশারদ রাজ্যের মঙ্গলদর্শী ধীর মন্ত্রপাল,
যুদ্ধই কর্ত্তব্য বলি দিয়াছেন মত।
শোন ভাই!
ধূর্ত্ততা কপটাচার মন্দরপতির সাধা বিদ্যা।
যাও ভাই, আয়োজন থাকে যেন।
ইঙ্গিত মাত্রেতে যেন পদাতিক, অশ্বারোহী,
গজারোহী, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ যত,
মুহূর্ত্তেতে পারে সবে সজ্জিত হইতে।
একবার তূর্য্যনাদে
সকলে সবলে যেন সমরতরঙ্গে পারে আনন্দে ভাসিতে;
মন্দরের জমীদার বন্দি হয়ে আসে যেন রাজ কারাগারে,
শৃঙ্খলিত পদে, নীচ চোর পাতকী মতন।
মুহূর্ত্তের পরে, জয়নাদ উঠে যেন,
পুরন্দর রাজ্য মাঝে,
গৃহে গৃহে পথে পথে নগর বাহিরে,
বাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে সুখে। চল যাই।

প্রস্থান।

পুরন্দরের রাজ অন্তঃপুর।

(Drawing Room in Palace. *Lucy.*)

## মহিষী জয়াবতী।

জয়া।—(স্বগত) কাজ নাই সমরের সাধে।

কাজ নাই নিরীহ নির্ব্বোধ সৈন্যদের হৃদয়শোণিত স্রোতে

ভাসায়ে ধরারে।

কাজ নাই দীনহীন প্রজার মস্তকে

দরিদ্রতা, অরাজক, অশান্তি স্থাপনে।

কিবা লাভ তাতে ?

একের কারণে,

দশজনে কেন সহে ধনে প্রাণে শঙ্কা, ক্ষতি, ভয় ?

দাসী জটীলার প্রবেশ।

জটী।—আমিও ত তাই বলি ;

একের কারণে,
দশজনে কেন সহে ধনে প্রাণে শঙ্কা, ক্ষতি, ভয়?
বুঝে কাজ কর রাণী, উতলার সময় এ নয়।
সব কাজে বুঝে নিও,
আপনার ষোল আনা, কড়ায় গণ্ডায়।
বুড়ো মানুষ,
দেখে শুনে সংসারের রীত,
চক্ষের সুদূর দৃষ্টি দান দিছি ক্ষোভে,
কুঁজড়ো কর্কটে যত নিন্দুকের সজাগ নয়নে।
দশের ভাবনা ভেবে ভেবে,
চুল সব হয়ে গেছে সাদা,
ঢের জানি, ঢের বুঝি, গর্ব্ব কথা নয়।
তাই বলি মা,
মেয়ে দাও রাজার কুমারে,
সুখে থাক, রাজার সংসারে মেয়ে রাণীর আদরে।
দূর? তাতে ক্ষতি কি;
হামেশা সাক্ষাৎ তরে
নিতি নিতি যাব আমি মন্দরের সুখৈশ্বর্য্য মাঝে।
জয়া।—হাঁ, সত্য কথা।
ইন্দিরার যোগ্যবর মন্দরকুমার,

রূপে গুণে ভুবনমোহন।
রাজার কুমারী,
শাজা-বরে করি সম্প্রদান,
সম্পদ আনিব ফিরে বিপদ ঘুচায়ে ;
কেন এ বিপদ বোঝা বহি সাধে সাধে ?
কেন ? কার তরে ?
কেন মিছে রাজকোষে পূরাব ইচ্ছায়,
দুষ্ট শঠ সৈন্যদের
চিরন্তন ক্ষুধাময় রাক্ষস উদর ?
যাও তুমি, বল মহারাজে,
চরণ দর্শন তরে আশা পথে আছি ব’সে
অন্দরের সম্মুখ দুয়ারে।

**জটীলার প্রস্থান।**

রাণী।—ঠিক কথা।
আপনার ষোল আনা বুঝে চাই কড়ায় গণ্ডায়।
যুদ্ধ ফল অনিশ্চিত।
কেন, তবে কিসের আশায়
আপনার রাজ্যধন লয়ে,
বিপদের পায়ে করি আত্ম-সমর্পণ ?

## রাজার প্রবেশ।

রাজা।—কেন প্রিয়ে,
কেন এই অসময়ে দ্রুত আবাহন ?
কেন তব বদন-নলীন,
বিমলিন হেরি প্রিয়ে, কিসের কারণে ?
নাসাপথে কেন ঘনশ্বাস ?
বিশ্ব বুঝি যাবে উড়ে নাসা-প্রভঞ্জনে !
কাহারে ভাসাবে বল ধনপ্রাণ সুখৈশ্বর্য্য সহ,
তোমার ঐ রোষতপ্ত নয়ন সলিলে ?
কেন এ চামুণ্ডামূর্ত্তি,
কেন ভীমা রণচণ্ডি দানবদলনী ?
ক্ষম প্রাণেশ্বরী, বুক পেতে দি,
দাঁড়াও তেমনি কোরে ;
পড়ে থাকি পদতলে নীলকণ্ঠ হয়ে।

রাণী।—রাখ রাজা কৌতুক কাকলী,
শোন মন দিয়ে।
পরের আপাত মিষ্ট শিষ্ট ব্যবহারে
ভাসাওনা কুলমান সহায় সম্পদে।
রাণী আমি পুরন্দর-রাজ-সিংহাসনে,
তুল্য রূপে অধিকার তোমার আমার ;

তবে কেন রাজা,
কেন এ উপেক্ষা নারী ব'লে ?
চারিদিকে হাহাকার, সমরের ঘোর আয়োজন,
কেন ? কার উপদেশে ?
ভেবে দেখ রাজা,
শান্তির সুখদ ক্রোড়ে সুখে নিদ্রাগত মোর
পুরন্দর, প্রজা সাধারণ ;
কেন এ সুখের ঘুম সাধের স্বপন,
ভাঙাবে অকালে রাজা,
সমরের অগ্নি জেলে প্রতি ঘরে ঘরে ?
প্রজা তারা, তাদের কি দোষ ?
আপনার সুখশান্তি চেয়ে,
প্রজার ঐশ্বর্য্য সুখ অক্ষুণ্ণ রাখিতে,
ধর্ম্মের নিকটে রাজা বাঁধা পড়ে আছ,
জান না কি তুমি ?

রাজা।—মহিষি !

অপরাধ, অপমান, অশান্তি, সন্তাপ,
চিরদিন গাঁথা আছে নির্ব্বোধের নির্ব্বুদ্ধিতা সনে ;
কিন্তু কি করিব রাণী ;
পাত্র মিত্র, প্রজা সাধারণ,

নগরের শিশুযুবা আবৃদ্ধ বণিতা,
সকলে এ অপমানে প্রাণ দিতে চায়
সমর-তরঙ্গ মাঝে আপন ইচ্ছায়, অবহেলে ;
সে তরঙ্গে গতিরোধ,
একান্তই অসম্ভব রাণী !
যদি যাই রাজা নামে, রাজার আদেশ বাঁধে
বাঁধিতে ফিরাতে সেই অজেয় স্রোতেরে ;
ভেসে যাব রাণী
রাজ সিংহাসন, ধন মান, তোমার সহিতে—
তৃণ চেয়ে লঘু—তৃণ চেয়ে হেয় হয়ে
প্রজাদের অবজ্ঞা প্রবাহে।
প্রজা-শক্তি, রাজশক্তি চেয়ে
বড়ই মহান—বড়ই ভীষণ ;
পরিণাম তার, আরও বিভীষণ !
জান কি মহিষী,
জলাভাবে আকুল সাগর,
মোরা সবে তৃষাতুর কূলেতে দাঁড়াবে ?
রাণী।—কেন রাজা অবৈধ প্রবোধ ?
আমারে ভুলাবে বুঝি তর্কযুক্তি দিয়ে ?
বিড়ম্বনা !

ভেবে দেখ রাজা,
কিবা লাভ সমরের বৃথা আয়োজনে ?
কেন রাজা রাজকোষ স্থাপিবে ইচ্ছায়,
দারুণ অভাব আর সুনিশ্চিৎ দুর্ভিক্ষের কঠিন উরষে ?
শুন উপদেশ ;
মন্দরকুমারে রাজা সাদরে করিয়া কন্যাদান,
ধন প্রাণ রাখ নিরাপদে।
অপাত্রে ত কন্যাদান নয়, কেন এত ভয় ?
কেন এ আত্ম-নিগ্রহ সহ সাধে সাধে ?

## সেনাপতি বিশ্বজীতের প্রবেশ।

সেনা।—চরমুখে শুনেছি বারতা,
যুদ্ধ সাজে সাজিছে দুর্ম্মতি।
অনুমতি কর প্রভু দাসে,
আমিও সাজিব যুদ্ধ সাজে ?
রাণী।—শোন বীর !
সেনাপতি কাজ, সুধু যুদ্ধের নেতৃত্ব করা নয় ;
রাজা আর রাজ্যের মঙ্গল তরে
যে করে সমরে আত্ম-দেহ বিসর্জ্জন,
তারে বলি যোগ্য সেনাপতি।

যাতে রাজার বিরাগ, প্রজাদের ক্ষতি,
সে রণে বাসনা করে, নীচ মূর্খ বর্ব্বরের দল।

সেনা।—একি কথা মাতা!

রাজকন্যা, রাজমাতা, রাজরাণী তুমি;
রাজধর্ম্ম অবিদিত কি আছে তোমারে?
দুয়ারে দাঁড়ায়ে শত্রু অট্টহাসি হেসে
বলিবে যখন হায়, "কাপুরুষ পুরন্দর-রাজ,
কাপুরুষ সেনাপতি, কাপুরুষ পুরন্দরবাসী;"
কি ক'রে শুনিবে মাতা মনের সন্তোষে,
শত্রুর এ মর্ম্মভেদী অসহ-কাহিনী?
হেসে হেসে যারে দিছি যুদ্ধনীতি পাঠ,
মন্দরের সেই রাজা যবে
তার শত গুণ উপেক্ষার হাসি হেসে
দুর্নীতি করিবে প্রদর্শন;
কি কোরে এ অপমান নতশীরে সহিব জননী?
চির দিন মাথা যার হেঁট,
আমাদের কাছে সদা সৈন্য ভিক্ষা করি,
রেখেছে যে আপনার বিষয় বিভব;
গর্ব্বের উন্নত মাথা হেলায় দুলায়ে
সেই নরাধম যবে কহিবে কৌতুকে,

"পুরন্দর করিয়াছি জয়,"
কি বোলে এ অহঙ্কার ঘৃণার ভর্ৎসনা,
আপনি শুনিবে মাতা শুনাবে দাসেরে ?
রাজধর্ম্মে অ আ আজও জানেনা যে জন,
দরবারে বসিয়ে যবে সেই নরাধম,
অপাঙ্গে কটাক্ষ, অধরেতে কালকূট হাসি,
গর্ব্বভারে আন্দোলিত শির কাঁপায়ে কাঁপায়ে
বিচার করিতে যাবে তোমার এই পদাশ্রিত জনে ;
কি ক'রে সহিব, কি ক'রে থাকিব মাতা,
নতশিরে নিস্তব্ধ নিরবে ?
পুরন্দর-রাজরাণী—
কি আর কহিব মাতা, জানাব তোমারে।

রাণী।—সেনাপতি! অধৈর্য্যের সময় এ নয়।
ভেবে দেখ, কি কাজ সমরে ?
রাজা সে, আইবড় মেয়ে ঘরে ;
বিবাহ প্রস্তাবে, সকলেরই তুল্য অধিকার ;
তাতে অপমান জ্ঞান, সমর ঘোষণা, এ কি ?
(রাজার প্রতি) রাজার কি মত ?

রাজা। -কি কহিব রাণী,
অকূল বারিধীবক্ষে কর্ণহীন গুণহীন তরণী যেমন

প্রভঞ্জন যায় বেড়ায় ঘুরিয়া,
জীবন-তরণী মম আজি
তার শত গুণ উশৃঙ্খল ঝটিকা আঘাতে
প্রতিহত, বিকম্পিত, ডুবু ডুবু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
নাহি জ্ঞানগুণ, বিহীন বিবেক-কর্ণধার,
কোথা ভেসে যাব রাণী না পাই ভাবিয়া;
হয় ত সমর-স্রোতে ভেসে যাব চির দিন তরে
স্রোতে ভাষা তৃণের মতন,
অকুল সীমান্তহীন অনন্তের পানে;
না হয় এ কোলাহলময়ী রাজপুরি,
হবে শেষে গহন কানন;
ফেরুদল ফিরি ফিরি দিনে রেতে করিয়া চীৎকার,
ঘোষণা করিবে, এই অভাগার ঘোর পরিণাম।

রাণী।—কেন রাজা এতই অধীর?
আমিই করিব সেই গহন কানন—
দীপাবলী আলোকিত নাট্যশালা সম;
আমিই ঢালিব তব নিরাশার আঁধার হৃদয়ে—
সুখময়ী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কিরণ।
(সেনাপতির প্রতি) যাও সেনাপতি,
কি কাজ আঁকিয়া বল অশান্তির নিরানন্দ ছবি,

শান্তিময় সুখময় প্রজার হৃদয়ে ?
এস নাথ, অন্তঃপুরে যাই,
কর্ত্তব্য বিচার ক র বিরলে দুজনে।

(রাজা ও রাণীর প্রস্থান।)

সেনা।—হা ধিক! হা পুরন্দরবাসি! অভাগা নৃপতি!
ভেসে যাও দুর্ভাগ্যের অনন্ত হিল্লোলে।
হা যশঃ! হা ভাগ্য! সুখ্যাতি সম্মান!
ডুবে যাও সবে,
অপমান, ভীরুতার, জঘন্য—জঘন্যতম পঙ্কিল সলিলে!
রাজ্য, সেনা, ধনরত্ন, আত্মীয়স্বজন!
যথা ইচ্ছা চলে যাও,—
মিশে যাও নৈরাশ্যের বিরাট উদরে!
গাম্ভীর্য্য, বীরত্ব, সৌর্য্য, বীরের ভূষণ,
পড়ে থাক্ অবহেলে,
অসার গর্ব্বের, হেয়তম চরণের তলে!—
বিদলিত হোক্ কীর্ত্তিরাশি,
অকীর্ত্তির কঙ্করিত পাষাণ-চরণে!
(ক্ষণপরে) পুরন্দর! বড় সাধ ছিল,—
উন্নত মস্তক তব করিব উন্নত;
উজ্জ্বল করিব মুখ;

বাঁধি আনি দিব দুষ্টে তোমার চরণ তলে ;
কিন্তু হায়, আশা মম আশাতেই লীন্,
জলের তরঙ্গ যথা জলেই বিলীন।
কি দুর্ভাগ্য ! কি যন্ত্রণা ! ঘোর পরিতাপ !
রণোন্মত্ত সৈন্য মোর
ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে দাঁড়াইয়ে,
কি ব'লে ফিরাব. কি ব'লে পাঠাব সে সবায
অনভ্যস্থ অপ্রার্থিত শান্তির আঁধারময় শীতল কুটিরে ?
হা নিয়তি ! শত ধীক্ তোরে।

প্রস্থান।
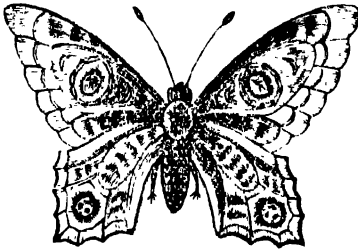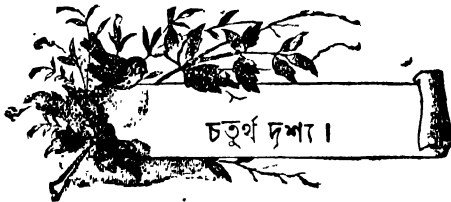
পুরন্দর—পর্ব্বতসন্নিধ্য কেলী-কানন।

( —Lord's Park. *Lucy.* )

তরুবালা, অরুবালা, কুঞ্জবালা ও নগবালা, ইন্দিরার সখীচতুষ্টয়।

গীত।

মিশ্রখাম্বাবতী - ঝাঁপতাল।

বংশীধ্বনে যমুনা চলে মাতয়ি তরঙ্গে।
চলত শবদ পাদ রাসরস রঙ্গে॥
ভ্রমর গাহত গুণ, সৌরিত সুরঙ্গে,
গহনবন মোহত, কেতকী সুগন্ধে।
চাঁদিমা যামিনী সুঁখে কোয়েলিয়া ফুকারে,
বাশত পূরণ কুঁদে জগত আঁধারে।—
সোঁরয়ি পিয়াকো বোল আওয়াত বসন্তে,
মাধব আওয়াত নেহি ইহ মান ভঙ্গে॥

তরু।—কৈ সখী,

অরু।— বিফল সকলি,

কুঞ্জ।— কোথাও ত না পেনু সন্ধান।

নগ।—চল যাই শীলাতলে.

তরু।— অতি প্রিয় স্থান বটে,

কুঞ্জ।— তথায় অবশ্য হবে আশার পূরণ।

নগ।—ভাল বল্ দেখি,

কি কারণে সখি মোর দিন দিন এতই মলিন,

কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমা যেমন

দিনে দিনে ক্ষীণ শীর্ণ বিবর্ণ মলিন

কাল অমাবশ্যা ভয়ে ?

তরু।—বিষাদের অমাবশ্যা !

নগ।—কেন ? কিসের কারণে ?

কুঞ্জ।— কার তরে ?

তরু।—সেনাপতি। কি জানি ভাই,

কোন্ গুণে ভুলালে সে রাজার কুমারী !

অরু।—আ মরি !

রূপে কাল পেঁচা, গুণে জড়দ্গব্।

চিন্তার আঁধারে ঢাকা অধরের হাসি,

মিত্রতা সখ্যতা, অসিচর্ম্ম সনে।

যুদ্ধক্ষেত্র আয়েসের স্থান,
দামামার কঠোর আরাব
প্রেয়সীর নূপুর নিক্কণ!
রসিকতা,
বিপক্ষের দেহ হ'তে মাথার বিচ্ছেদ।
কাব্য কথা—ধর—মার—কাট্!
ছিছি ভাই, এই কি প্রেমের পরিণাম?

নগ।—ঐ ত সর্ব্বনাশের গোড়া!
ছেলে বেলা হ'তেই রোগের সৃষ্টি।
এত গল্প, এত উপকথা, বোল্‌তে গেলে রাগ,
কেবল যুদ্ধের কথা, যুদ্ধের গল্প, যুদ্ধের সজ্জা,
তাতেই প্রাণের অনুরাগ।

তরু।—কিন্তু তাও বলি,
সেনাপতি ইন্দিরায় মাহেন্দ্র-মিলন।

অরু।—ওলো, চুপ চুপ। সখী আস্‌ছেন।

(ইন্দিরার প্রবেশ।)

তরু।—কেন সখী!
কেন এ মলিন মুখ মেঘে ঢাকা চাঁদের মতন?
সদা হাস্যময়ী তুমি আনন্দের ছবি,
কেন এ বিষাদময়ী সেজেছ সজনী?

ইন্দি।—হায় সখী,
এ পোড়া কপালে কখন কি ঘটে,
তাই ভেবে আকুল ব্যাকুল মোর প্রাণ ;
হাঁলো সখি! রাজার ঔরসে জন্ম মোর
তাই বুঝি হেন মনস্তাপ ?
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী,
আমা চেয়ে শতগুণে সেও যে স্বাধীন!
পাপিনী সাপিনী যারা
দিন রাত বাঁধা থাকে শাসনের সুদৃঢ় বন্ধনে,
তার চেয়ে শতগুণ কঠোরবন্ধনে, বাধা পোড়ে আছি আমি
তোমাদের রাজ-অন্তপুরে।

নগ।—কেন এ সন্তাপ সখী সহ সাধে সাধে ?
অভাব কি আছে বল রাজার ভাণ্ডারে ?

ইন্দি।—তারাদল শর্ব্বরীভূষণ,
কিন্তু সখী 'বন নিশানাথ,
শর্ব্বরীর কে করে আদর ?
শর্ব্বরীর চির সাধ নিতি নিতি হউক পূর্ণিমা,
ভাসুক কিরণে এই পাপের ধরণী ;
কিন্তু সখী অভাগীর মন্দ কর্ম্ম ফলে
ঢেকে দেয় চারু চাঁদ দুরাশার মেঘে, চিরতরে ;

ডুবে যায় শশধর বুঝি
ভবিতব্যতার ঘোর পশ্চিম আকাশে!
নগ।—বৃথা চিন্তা টেনে আনে
দুরাশা দুর্দৈব্য আর অশান্তি সন্তাপ।
ফুলে ভুল বাসনার মরুভূমি মাঝে
ফুটে উঠে আশার স্নুচারু পিংহসিন;
তারই পাশে কল্পনা-কাননে
ক্ষীর সম নীরপূর্ণ সুন্দর-সরসী।
কিন্তু হায়! সেই জলে তৃষ্ণা নাহি যায়,
প্রাণ সদা করে হায় হায়,
বয়ে যায় হাহাকার শূন্যতার ঝড়!
কুঞ্জ।—এই ত কথা।
বৃথা চিন্তা, কুকল্পনা ত্যাগ-কর সখী,
মুছে ফেল, ভাবনার রেখা তব হৃদয় হইতে।
ইন্দি।—কেবা সখী সাধে সাধে
জীবন উৎসর্গ করে কুচিন্তার পিশাচ-উদরে?
কে বসায় অশান্তিরে হৃদয় মাঝারে, সাধে সাধে?
কিন্তু সখী মন নহে আমার অধীন।

রামকিরি—বিলম্বিত ত্রিতালী।

কেঁদনা কেঁদনা আকুল সজনী।
আসিবে তুষিবে নাথ জুড়াবে পরাণী।
বিরহ আতপ তাপে হয়েছ ব্যাকুল,
বরষি প্রেমের ধারা করি'ব শীতল ;—
পরের তরে অমন করে ভেবনা ভেবনা,
ধরি করে আঁখি নীরে ভাসাওনা ধরণী।

কুঞ্জ।—ঐ দেখ প্রাণ সখী, প্রদোষ-অম্বরে
সমুদিত শুকতারা ;
ঐ শোন পেচকের কর্কশ গর্জ্জন,
যামিনীর শেষ যাম করিছে ঘোষণা।

ইন্দি।—হা ধিক প্রদোষ তোরে
শত ধিক তোরে শুকতারা।
জগতের সুখ শান্তি লুকায়ে রাখিস্ তোরা
তোদের ঐ হাসি মাখা গম্ভীর প্রকৃতি মাঝে বিরলে নীরবে।
বিলা তোরা ঘরে ঘরে সুখের ভাণ্ডার,
হাসিতে ভরিয়া যাক্ জগৎ সংসার,
কীট আমি, কি ক্ষতি আমার ?

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।
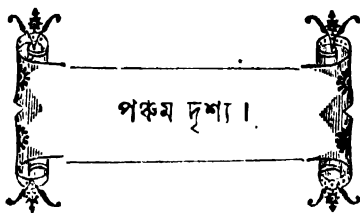
পুরন্দর—রাণীর শয়ন-প্রকোষ্ঠ।

(Bed chamber. Silla and Thresa. *Lucy.*)

জয়াবতী ও জটিলা।

জটী।—এই ত মা!
এত জান, আর ওটি জান না ?
সংসারের রীতিই ওই।
যাকে ভালবাস, যাকে ভাব আপন আপন,
সেই শত্রু, সেই করে শত্রু আচরণ।
আজকাল যে দিন কাল,
তাতে ইচ্ছা করে, চলে যাই অমানব দেশে।

রাণী।—কথাটা কি ?

জটী।—যে প্রকার সংসারের গতি,
তাতে বোবা হয়ে থাকা ভাল।
সত্য বলা আজিকার দিনে
কুৎসা, গ্লানী, পরচর্চ্চা।
কিন্তু শুনেছ কি কভু,
পরনিন্দা, পরগ্লানী জটিলার মুখে ?
সত্য কথা বলি, শোন মন দিয়ে।
ডাংপিঠে ছুঁড়িগুলো দিন রাত স্থুড়্ বুড়্ করে।
ফিস্ ফিস্ কথা, মুখ চাওয়া চাওয়ী,
ছোট বড় স্থুরে নানা ছাঁদে কথা,
ইঙ্গিত ইসারা, চোক টেপাটিপি ;
আমি ভাবি, কোন গল্প কথা।
অত কে জানে মা ?
তার পর কাল সন্ধ্যাকালে, আবার জটলা।
আবার সেই চুপি চুপি কথা।
আড়ি পেতে শুনিনু সকল।
ওমা ! সে কি গল্প ?  সর্ব্বনেশে কথা !
ওমা, ভাবতেও গা—কাঁটা দেয় দেখ,
রাজার কুমারী নাকি বিনামূলে বিকায়েছে
তোমার নফর, সেই সেনাপতি পায়ে !

ছুঁড়িগুলোই যত নষ্টের গোড়া।
তারাই বাধা'য়ে দিয়ে এই গণ্ডগোল
(মজা মারা অভ্যাস তাদের কিনা)
আনন্দে দেখিছে মজা দাঁড়া'য়ে তফাতে।
এখনো সময় আছে রাণী ;
চাও যদি আপন কল্যাণ,
কন্যা দাও নন্দকুমারে।

রাণী।—এ সংবাদ জানি আমি।
সর্ব্বনাশ ঘটাবে যে ডাকিনী নাগিনী,
জানি আমি বহুদিন আগে।
চেড়ীগুলো এই পাঠ পড়া'য়েছে বুঝি, বিরলে গোপনে ?
আচ্ছা, দেখি, পারি কি না পারি,
ভাঙিতে রসের নাট কুলটার ঠাট।
কি করিব রাজা নহে বশ,
মনের আগুণ তাই পাশ দিয়ে ঢাকা ;
কিন্তু কত দিন এ আগুণ রাখিব গোপনে ?
জালিব আগুণ—
রাজপুরী করিব শ্মশান,
পোড়াব সপুরে রাজা, রাজ্য, সেনাপতি
আদরের রাজকন্যা সহ।

আনিয়ে মন্দর-রাজে কন্যা দিব তারে,
লয়ে যাবে জন্মের মতন ;
ছাই পোড়ে যাবে এই নীচ প্রেমে, জঘন্য আশায়।
পোড়ে রবে সেনাপতি,
চর্ম্ম-ঢাকা অস্থির কঙ্কাল নিয়ে
শূন্যদিক্ শিবিরের মাঝে।
এখনি পাঠাব পত্র মন্দরনগরে।
যাও তুমি, ডাক পুরোহিতে।

(দ্রুতপদে জটীলার প্রস্থান।)

রাণী।—দেখি, কিসে হয় আশার পূরণ।
রাজ্য, ধন, সম্পদ বিভব, সকলি আমার ;
তাতে অংশদান? কে পারে?
রাজার জামাতা রবে ঘরে,
কোট দিনে বসিবে সে রাজ-সিংহাসনে ;
দৌহিত্র হইবে রাজা,
তাও কি সহিতে পারে রমণীর সুকোমল প্রাণে?
দেখি, পারি কিনা পারি।

প্রস্থান।
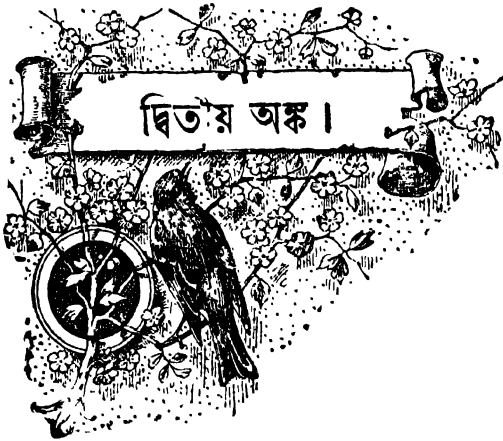
## প্রথম দৃশ্য।

মন্দর—বিলাস-কক্ষ।

(Sila—Private Chamber. *Lucy.*)

মন্দররাজ জীতাজীৎ ও বয়স্য হাস্যার্ণব।

জীত। সখে!

হাস্য। সখে!

জীত। বিষম বিরহানলে দগ্ধ হলো মন,
ভস্ম হলো হৃদয়ের অন্তস্থল মম,
দিনে দিনে অসহ্ যাতনা।

হাস্য। ততোধিক অসহ যাতনা ক্ষুধানলে!

মহারাজ!
এই দাবানল, প্রেমানল, মানানল, ক্রোধানল;
সব নল তল যায়
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত এই ক্ষুধানল কাছে।
বৈতরণী বয়ে যায় শিরায় শিরায়,
সে বহ্নির প্রবল প্রবাহে।
হা ক্ষুধা! অসীম ক্ষমতাশালী তুমি।
মানুষ পাগল হয়, জলে ঝাঁপ দেয়,
দেশ ছেড়ে মারে ছুট তোমার শাসনে!
বাপ! তোমার কি দাপ!

জীত। কেন সথে ক্ষুধার তাড়না? কেন হেন শ্লেষ?

হাস্য। শ্লেষ নয় মহারাজ, দুটো ক্লেশের কথা।

তোমার প্রসাদে মহারাজ,
খাদ্যভোজ্যে পরিপূর্ণ দরিদ্রকুটির মম আছে চিরদিন;
তবে ক্ষুধা আর খাদ্যে ঘটে,
সাময়িক বিচ্ছেদবিরহ, এই দুরন্ত শঙ্কট।
গজেন্দ্র-গামিনী গৃহ-লক্ষ্মী-গরবিণী,
গহনা-গঞ্জনা-গীতি গান কাণে কাণে,
সেই গানে ঘুম-ঘোর পথে পথে কাটে;
ভয় আসে শয্যা-নাম ক্ষণিক স্মরণে।

ক্ষুধার এ কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
তাই সাধু ভাষায় ক্ষুধার নাম বুভুক্ষা;
সাদা কথায় আমরা ক্ষুধা বলেই জানি, মানি, চিনি।
জান মহারাজ!
ঐ যে ক্ষুধা ও একটা হেঁয়ালী।
সাকার নয়, ধ্যানে আসে না,
স্মরণেই বুদ্ধি ধৃতি লোপ,
কেবল বর্ণ মালার গুটি দুই আঁকা বাঁকা আঁকান আখর;
কিন্তু তাতেই যে তেজ,
আমি বলি প্রেম চেয়ে শতগুণে বড়।

গীত। জান না সখা,
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায় প্রেমের আবেশে।
পূর্ণ হয় মনপ্রাণ নবীন প্রসাদে।

হাস্য। বল কি?
তবে কেন মিছামিছি ভূত খাটা খেটে,
উদর-গহ্বর পূরি ছাইভস্ম দিয়ে?
কেন করি উপবাস গণ্ডায় গণ্ডায়?
ভাল সখা, সুধাই তোমারে,
ক্ষুধার এ মহৌষধী এতদিন বুঝি
লুকাইয়া ছিল সুখে,

বৈদ্যের পুঁটুলী মাঝে নিভৃতে নীরবে ?
সংসারের প্রতি মোর সার উপদেশ,
ছুঁড়ি বুড়ী আইবুড়ো যে যথায় আছে,
সবাই করুক প্রেম যার তার সাথে,
নবীন প্রসাদ পাক্ দুই বেলা সুখে, পেট ভরে।

জীত। অয়ে চির শুষ্ক-প্রাণ বয়স্য আমার ;
পীরিতি যে সুখের আলয় !

হাস্য। সখা ! এত বড় ডাগর ভ্রম তোমার ?
পীরিতের দুঃখময় সুখ, হা হুতাশ,
দণ্ডে দণ্ডে হাসিকান্না, প্রাণ যায়, যায় ;
বেশ জেন সখা,
এরা প্রেমের খোয়াব আর নেশার খোঁয়ারী।
ধমণীর প্রতি গ্রন্থি বাসনার দড়ি,
দৃঢ় হয় বাসনার মিলন আশায়,
ছিঁড়ে যায় তখনি তখনি পুনরায়
বিরহের ভবিষ্য-কল্পনা
আর দুরাশার কঠিন কঠোর হাঁচ্‌কা টানে !
যাতে হাস্‌তে গেলে চকে আসে জল,
বিরহ-বিচ্ছেদ যার ভাণ্ডার-রতন,
তাও কি কখনো ভাই

হ'তে পারে সুখের কারণ?
ভেবে দেখ দেখি সখা সেই বাল্যকাল,
সেই শিক্ষা, উচ্চ আশা, সুচিন্তা কল্পনা,
সব ভেসে গেছে দেখ
পীরিতের শান্তিহীন দুঃখ পারাবারে।
কিছু নাই, সব গেছে তোমার যা ছিল,
পড়ে আছে সুধু বর্ণমালাময় নাম,
যেন অতীতের স্মৃতির খোলস্;
পড়ে আছে রাজা নাম অতি অনাশ্রয়ে
স্বর্গগত মহাত্মার পরিত্যক্ত উপাধী যেমন।
আপনার প্রাণ ভাই হাত ছাড়া কোরে,
শেষে সান্নিপাত তাপে পোড়া, হায় হায় করা;
সে সব, আল্সের আয়েস্খানা মাঝে,
রংদার চস্মা নাকে এঁটে,
খেয়ালের শূন্যময় স্বপন দর্শন।
ছেড়ে দাও মহারাজ দৈত্যো-হাসি রাশি,
সরল পবিত্র হাসি হাস প্রাণাধিক।

জীত। কেমনে ধৈরজ ধরি বল প্রিয়সখা,
প্রাণ আমি দিয়াছি তাহায়।
অদর্শনে এত হাহাকার, এত মনঃপীড়া;

দর্শনে কি হয় ভাই, না পাই ভাবিয়া।

হাস্য। দর্শনে হজম!

পীরিতের ঘোর হজ্‌মী গুণে,

বড় বড় লোকলজ্জা, বাড়ী ঘুড়ীগাড়ী,

তাড়া তাড়া নোট আর তোড়া তোড়া টাকা

এক-দমে জীর্ণ হয় রাক্ষসীর রাক্ষস উদরে;

তুমি ত একটা মানুষ, হজম!

জীত। প্রেমের তাদৃশ পরিণাম, দেবের দুর্লভ।

প্রেমিকার প্রেমপূর্ণ হৃদয়-সরসী মাঝে

চিরতরে সুখে ডুবে যাওয়া,

সে সংযোগ তোমার আমার ভাগ্যে নয়!

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশামিশি

দুজনে একত্রে সুখে এক হয়ে যাওয়া,

সেই আত্মলোপ, সে আবেশ দেব-বাঞ্ছনীয়।

হাস্য। কি জানি রাজা, প্রেমিকের কথা

দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি স্বভাব-নিরস!

দুই জনে এক হয়ে যাওয়া, ভাই, সে বড় যন্ত্রণা!

দুইজনে থাকি, সে রাঁধে, আমি খাই;

দুইজনে এক হয়ে একা আনা, একা রাঁধা, একা খাওয়া,

সে কি ভাই পোশায়, না সাজে?

দুয়ে দুয়ে এক হয়ে মিলে মিশে গিয়ে
দুজনের ক্ষুধারাশি একাকী বহন,
কি সর্ব্বনাশ! তাও কি পারা যায়?
আমি ত উঁ হুঁ।
আর ঐ মিশামিশি কথাটা,
ওটা বড় শক্ত কথা মহারাজ!
একবার সান্নিপাত জ্বরে মারা যাই!
( এ সব বাল্যকালের কথা )
আত্মীয় স্বজন আর প্রতিবেশী মুখে
রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনেছিনু কাণে,
আমি নাকি মিশে গেছি বিছানার সাথে!
সে কি সামান্য যাতনা!
অচেতন বিছানায় মিশে সেই জ্বালা,
এত সচেতন, সচঞ্চলা রাজার কুমারী,
শত উপসর্গ লয়ে ভ্রমেণ শতত এঁরা
গরীবের বুকের উপর দিয়ে সদলে সবলে।
তাই বলি মহারাজ,
দূর কর হৃদয়ের জঞ্জাল ঝঞ্ঝাট,
সুখে খাও, নিদ্রা যাও আপন আরামে।
সে সব শয্যার কাঁটা মশকের বাসা,

ইচ্ছায় আনিবে কেন নিমন্ত্রণ দিয়ে,
আপনার সুখনিদ্রা ভাঙাতে অকালে ?
দিন রাত কটাস্ কামড়, চটাস্ চাপড়,
ঘ্যান ঘ্যান, পোঁ পোঁ, আরে ছিঃ !
সে কি সহ্য হয় ?

রাজ-দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ !
পুরন্দর হতে এসেছে ব্রাহ্মণ,
সাক্ষাৎ আশায় আছে দাঁড়ায়ে দুয়ারে।

জীত। সখে !

হাস্য। অ্যাঁ—।

জীত। কি বল ? সুপ্রভাত আজি।
ভ্রম বুঝে পুরন্দর-রাজ
অ্যাঁ কি বল ? দিয়াছেন নিমন্ত্রণ।
হাহা হা, ঠিক তাই,—সত্য অনুমান।
যাও দূত, আন ত্বরা ব্রাহ্মণে হেথায়, সমাদরে।

( দূতের প্রস্থান )

কি বল সখে ! সত্য অনুমান কি না ?

হাস্য। কে জানে কিসের তরে
দূতের অকাল আগমন।

জীত। আঃ কি আপদ! সর্ব্বদাই তোমার অকাল।

হাস্য। আজ্ঞে, উষ্ণ হবেন না,
পাঁজীর পেজোমী ওটা, এ পাজীর নয়।

জীত। দূর কর পাঁজী পুঁথী জ্যোতিষ পুরাণ,
ফেলে দাও বিস্মৃতি আঁধারে।

হাস্য। আদেশের অপেক্ষা নাহিক মহারাজ।
জ্যোতিষ গণিত ধর্ম্ম দর্শণ পুরাণ,
তাড়া খেয়ে লুকায়েছে
ছোট ছোট তক্তা যোড়া খুঙ্গির ভিতরে,
আঁকা আছে জীর্ণ ছিন্ন তুলোট কাগজে।

( দূতের সহিত জল-তরঙ্গ শর্ম্মার প্রবেশ )

জল। ( উর্দ্ধ বাহু হইয়া ) জয়স্তু গন্দরঃরাজো যেসাং-পক্ষে শ্রীমতা হাস্যার্ণব ভট্টাচার্য্যস্যঃ।

হাস্য। জয়স্তু জয়স্তু পুরন্দর রাজ যেসাং পক্ষে মহাশয়ের নামটা?

জল। মন্নাম মহামহোপাধ্যায় শ্রীল্ শ্রীযুক্ত জলতরঙ্গ দেবশর্ম্মনাম্ ভট্টাচার্য্যেতি।

হাস্য। অতএব জয়স্তু জয়স্তু পুরন্দররাজ যেসাং পক্ষে আপনি যে সমস্ত বোল্লেন, তত্তাবতই।

জীত। মহাশয়! পুরন্দররাজের কুশল?

জল। ভবচ্ছ্রকাশ সন্দেশাৎ মুম্মাদাদির, কি বলেন মহাশয়?

হাস্য। অত্রানন্দ পরং।

জীত। অবশ্য নিমন্ত্রণ লিপি আছে?

জল। আজ্ঞা হাঁ রাজন! রাজরাজেশ্বরীর নিমন্ত্রণ লিপি সহকারে আনা হয়েছে, গ্রহণ করুন।

(পত্রদান ও জীতাজীতের পত্র পাঠ)

জীত। মুঞ্জরিত মুকুলিত আশার ব্রততী মম,
এতদিন পরে। ভাল ব্রাহ্মণ!
রাজার কুমারী তবে ভুবনমোহিনী?

জল। আঃ মহারাজ!
লোক-ললামভূতা—লোক-ললামভূতা।
কিবা কাক-কোকিলকৃষ্ণকজ্জলিতকৃষ্ণতার
কটাক্ষ-কুটিল বিবর্ণিত,
কিবা গৃধিনীগঞ্জিত গতিগজেন্দ্রগমনা,
কিবা সুচারু-চাঁচর-চারু-চিক্কণ-চিবুক!
কিবা রসাল সাঁসাল সরু সুন্দর নাসিকা,
আ মরি মরি, কিবা রূপ!

জীত। আহা হা, আ মরি মরি, কিবা রূপ।

জল। কিবা কঠিনকমঠঠাটঠোঠের বাহার,
কিবা তম্বুরা নিতম্ব স্তম্ভে স্তম্ভিত চরণ;

জীত। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! শোন সখে রূপের বর্ণনা।

হাস্য। আহা কিবা রূপ!
কিবা বর্ণনার পরিপাটি ভাষার গাঁথুনী,
যেন পোয়াতীর ছেলে-থাগী
অবতীর্ণ গৃহমাঝে সাঁড়াগাছ হতে।

জীত। রহস্যের সময় এ নয়।
যাও দূত!
অতিথি সৎকার কর পরম যতনে।
শুনহ আদেশ,
আনন্দের বাঁশী আজি বাজিয়া উঠুক হেথা
মন্দিরের ঘরে ঘরে আনন্দে কৌতুকে।
নবৎ বাজুক সারা নিশি।
সুখের বাসর আজি,
সুখে সুখে মিশে যাক আনন্দের মাঝে।
লেখা থাক আজি কার দিন,
ন-ভূত ন-ভবিষ্যৎ আনন্দ-তালিকা শিরে
স্বর্ণময় অক্ষয় অক্ষরে।

(সকলের প্রস্থান)
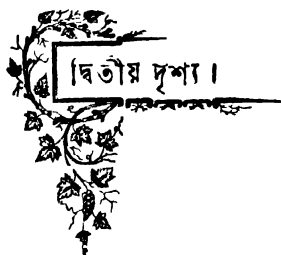
পুরন্দর—রণবীরের গৃহ-প্রাঙ্গন।

(Pilo—ground floor. *Lucy.*)

## রণবীরের প্রবেশ।

রণ। পদ্মিনি! গৃহে আছ?

তরু। (গৃহ মধ্য হইতে) কে-গা সন্ধ্যাবেলা পদ্মিনীর কাণে ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ করে?

রণ। আমি অধীন, শ্রীভ্রমর-রাজ।

তরু। (বাহিরে আসিয়া) তা এত রাত্রে এখানে ভ্রমর-রাজ কেন? রাত্রি কাল, একা থাকি, এখানে আর ভ্রমর টুমরের স্থান হবে না।

রণ। আহা, উষ্ণ হও কেন? আমি এই দিক্‌টাতেই এসেছিলেম, তাই বলি এতদূর এলেম যদি, ত দু ঝাঁটা খেয়ে যাই, তা পথ ভুলেও ত এক পথের লোক আর এক পথে এসে পড়ে!

তরু। ভুল আজ কাল হয়েছে তোমাদের পদে পদে।

আজ এক সপ্তাহ পরে রাত দুপরে এসে পদ্মিনী পদ্মিনী, কেন গা, পদ্মিনীকে তোমার দরকার? শিবিরে বুঝি সৈন্যের অভাব হয়েছে, তাই পদ্মিনীদের ঘাড়ে বন্দুক দিয়ে মন্দর জয়ে পাঠাবে?

রণ। হাঁ হাঁ, ওটাও একটা যুদ্ধবিভাগের নীতি বটে। বিশেষ তোমরা যে তা-বড় তা-বড় বীরের মুণ্ডু পেছুনে ঘুরা-বার ক্ষমতা রাখ, সেটাও পরীক্ষিত। এ নিয়মটা সৈন্য বিভাগে প্রচলিত থাকা আবশ্যক। থাক্, এখন কাজের কথা কি বল দেখি? এত জোর তলপ, ব্যাপার?

তরু। ব্যাপার অতি সামান্য। সাতটা লম্বা লম্বা দিন মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেল, ছায়াটির পর্য্যন্ত দেখা নাই। তাই ভাবলেম স্বামী ত বটে, ভাল মন্দ হলো কি না একটা সংবাদ নেওয়া ভাল।

রণ। তা ত বটেই, ভাল মন্দ একটা হয়ে গেলে তোমার নরম হাড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে বটে, কিন্তু সহসা তোমার সে সৌভাগ্য হয় বলে ত বোধ হয় না! আমাকে আবার এখনি ফিরে যেতে হবে, কাণ্ডটা শুনি।

তরু। শুন্‌বে আর কি? তোমাদের শ্রবণশক্তি বিধাতা কেড়ে নিয়েছেন, তা আর কোর্ব্বে কি বল। এদিকে যে সর্ব্বনাশ! রাণী যে গোপনে মন্দররাজকে

নিমন্ত্রণ দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি যে আসবেনই আসবেন, তাতে সন্দেহ নাই। তা হলে উপায়? ইন্দিরা যে তা হলে আত্মঘাতিনী হবেন, তার উপায়?

রণ। তাই ত, এখন উপায়? তা সে রাজাটা যদি আসেই, আমরা লড়াই কোরে তাড়িয়ে দিব।

তরু। হুঁ, সুযুক্তি বটে। যুদ্ধের তোমরা কে? রাজার অনুমতি না হলে কোন সৈন্য তোমাদের সহায় হবে? যুক্তি শোন, সেনাপতিকে এ সংবাদ আগে জানান চাই। তিনি যেন আ[illegible] ইন্দিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রণ। তবে ত [illegible]কে এখনি যেতে হয়?

তরু। এখনি।

রণ। তবে আসি। আহার আদি, তা বরং আর এক দিন এসে কোরে যাব।

তরু। তা বরং [illegible] এক বেলার নিমন্ত্রণ রইল। এখন তুমি বিদায় হও।

রণ। তবে আ[illegible]

তরু। তথাস্তু [illegible]

## তৃতীয় দৃশ্য ।

পুরন্দর—কামিনী-কুঞ্জ ।

( In garden, *Shen.* )

ইন্দিরা ও তরুবালা ।

ইন্দি ।—কি হইবে সখী ?

কে করিবে পরিত্রাণ, কে করিবে দয়া,

সান্ত্বনা যে আকাশ-কুসুম !

দেখেছ কি সখী এই রাজ-অন্তঃপুরে

একটী করুণ-আঁখি ফিরে চেয়ে দেখে,

দুঃখিনীর বিষণ্ণ-মলিন-মুখ পানে ?

একটী কাতর-প্রাণ করে কি সান্ত্বনা ?

আমার ব্যথায় ব্যথা পায়

কেহ নাই তোমাদের সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ রাজ-অন্তঃপুরে !

সকলি দুরাশা !

তরু।—অধৈর্য্যের সময় এ নয়!
স্থির ভাবে ধৈর্য্যে বাঁধি মন, সদুপায় স্থির কর সখী,
দিন কিছু যাবে না এমন।
পুরন্দরবাসী যত ভক্তি-পাশে বাঁধা, চির দিন,
প্রাণ দিতে পারে তারা ইঙ্গিত পাইলে,
অবশ্য হইবে সদুপায়।

ইন্দি।—হায় সখী, মন যে মানে না।
কত চিন্তা—কত ভয়—বিপদ আপদ,
একে একে মনের ভিতরে দাবানল করিছে সৃজন!
সে বহ্নির শতশিখা কে করে গণনা?
কে করে সান্ত্বনা-বারি দান;
কে করে নির্ব্বাণ মোরা হৃদয়-আগুন?

তরু।—অবলার আশ্রয় ভরসা-যারা,
তারাই করিবে রক্ষা, তারা দিবে ভরসা-আশ্রয়।
প্রাণ মন সঁপিয়াছ যারে
তারে দাও রক্ষা ভার,
রক্ষা পাবে আপদে বিপদে।

ইন্দি।—তাতেও বিপদ!
আপন বিপদরাশি কেমনে স্থাপিব সখী

তাঁহার মাথায় ?

কেমনে ফেলিব তাঁরে বিপদের দাবানল মাঝে,

ঘুচাইতে আপনার বিপদ আপদ ?

অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম আমি ;

বারি বিন্দু তরে, কেন সেই মহাসিন্ধু করি আন্দোলিত ?

( সেনাপতিকে দূরে দেখিয়া )

তরু।—সেনাপতি আসছেন. আমি তবে এখন আসি ; লতাকুঞ্জে অপেক্ষা করিগে যাই।

( প্রস্থান )

সেনা।—(দ্রুতপদে প্রবেশ ও ইন্দিরার হস্তধারণ করিয়া )

হায় প্রিয়ে ! প্রাণের পুতলি !

কি দিয়ে ফিরাব এই অপার-বিপদ-সিন্ধু আসন্ন বিষাদে ?

কি দিয়ে নিবাব বল হৃদয়ের জ্বলন্ত-আগুণ ?

কি দিয়ে মুছাব তব নয়ন-আসার ?

তুমি মোর বল বুদ্ধি সাহস বিক্রম,

তুমি মোর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী,

কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে !

দুই দিন পরে, প্রিয়ে অপরে—

হা ধিক ! হা শতধিক ভবিতব্য, বিধাতৃ-লিখন ;
দুই দিন পরে
অপরের হবে তুমি ;—
হবে তুমি মন্দরের রাণী,
( রাজার কুমারী, রাজরাণী হয়ে রাজার ঐশ্বর্য্যভোগ,
প্রার্থনার উপযুক্ত ফল )
কিন্তু—

ইন্দি।—কেন প্রিয়তম, কেন এ কৌতুক !
রাজরাণী হব সুখে রব,
এ ভাবনা যদি স্বপ্নেও উঠিয়া থাকে হৃদয়ে আমার,
দগ্ধ হোক—সে ভাবনা,
ভস্ম হোক সুখৈশ্বর্য্য হৃদয়ের কামনা সহিতে !
দাসী আমি,
দাসী হতে বাসনা আমার।

সেনা।—হায় প্রিয়ে ! কি দিব সান্ত্বনা !
করাল-বিপদরাশি মূর্ত্তিমান হযে নাচিতেছে চক্ষের সম্মুখে !
বিপদের করবাল ঝুলিতেছে দুলিতেছে মাথার উপর,
কখন হানিবে শিরে, কেমনে—কে জানে ?
চারিদিকে শোকের ঝটিকা যেন স্তব্ধভাবে আছে দাঁড়াইয়া,

কখন বহিবে, কখন নিবাবে আয়ু দীপ, না পাই ভাবিয়া!
প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে!
কেন তুমি এ অধমে শান্তির পাদপ ভাবি
আশ্রয় লইলে তার জ্বালাময় উত্তপ্ত ছায়ায়,
অশান্তি আপদ যার ছায়া রূপে ফিরে সাথে সাথে?
কেন তুমি আঁকিলে বিনোদ-ছবি
অভাগার পাষাণ—পাষাণময় হৃদয় মাঝারে,
প্রেমের অক্ষরে, প্রিয়ে—আশার মসিতে?
কেন প্রিয়ে
প্রেমের সরসী মাঝে স্থাপিলে এ বিরহের মরুভূমি
নির্জ্জন নিরস?
হৃদয় তোমার প্রিয়ে শান্তি প্রীতি প্রেম দয়া করুণার ভূমি,
কেন বা রোপিলে তথা অশান্তির কণ্টক-তরুরে,
বৈরাগ্য হতাশ যার ফল ফুল, উদ্বেগ-মুকুল?
কাজ নাই মিছে ছার দুরাশারে পুষে ভাঙা হৃদয়-পিঞ্জরে;
ভেঙ্গে ফেল খাঁচা, ফেলে দাও যত্নচেষ্টা সুরসাল ফলে,
উড়ে যাক্ প্রাণপাখী নিরাশার শূন্যমাঝে—
অবাধে উল্লাসে!

ইন্দি।—পোড়া মন মানা নাহি মানে;

সদা চাই ভুলে যেতে যারে,
ফিরে ফিরে—ডেকে ডেকে আনে,
যতনে বসায় তারে হৃদয়-মাঝারে!
জগতের সুখ—জগতের মায়া,
সে সুখের তুলনায় নশ্বর—অসার!
হায় নাথ!
কেন এ আশার বাসা ভাঙিবে ইচ্ছায়,
বাস কর যথা তুমি প্রাণের বিহঙ্গ রূপে হৃদয় পাদপে?
অস্পষ্ট অশ্রুত ভাবে
নয়নের দৃষ্টিমাঝে লুকাইয়া রাখ যত কথা,
তারাই আমার অধৈর্য্যের ধৈর্য্য-সখা, বিপদে সান্ত্বনা!
সেনা।—হা সরলে!
সকলই আশার ছলনা!
কোথা রবে তুমি দুই দিন পরে,
কতদিন রব আমি, কতদিন বল
প্রাণান্তক নিরাশার দারুণ-দংশন সহি বিশ্ব-মরুমাঝে!
প্রাণের বিনোদ-বীণা তুমি,
দুই দিন পরে, কোথা পড়ে রবে না পাব সন্ধান,
ভেঙে যাবে আশা-দণ্ড,

অলাবু-সম্বল হয়ে পড়ে রবে অশান্তির আঁধার-আগারে।
বাজিবে না বীণা আর প্রাণের ভিতরে ;
অলাবু-সম্বল আর লুপ্তস্মৃতি লয়ে—
দিশাহারা উদাসীন হয়ে,
একাকী ফিরিব আমি
সংসারের লোকারণ্য মাঝে ছায়ারূপে,
কায়া তুমি, তোমার বিহনে।

ইন্দি।—কেন নাথ! কেন এত ভ্রম!
ছায়ায় কায়ায় কখনই ভিন্ন না নাথ।
যতক্ষণ ছায়া, কায়া ততক্ষণ ;
কায়ার বিহনে ছায়া হয় ছায়াময়।
প্রাণাধিক!
ধৈর্য্যগুণে বাঁধিয়া হৃদয়, যে কর্ত্তব্য হয় কর স্থির,
শেষে—
সকলেরই সাথে আছে জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে।

সেনা।—আর কি করিব প্রাণেশ্বরি!
সুদুস্তর চিন্তাস্রোতে ভাসায়ে হৃদয়,
ডুবে গেছি চিরতরে, উৎসাহ ভরসা বল বিক্রম সহিতে!
দুরাশার প্রাচীন পাদপ মাঝে,

কোথা লুকায়েছে মোর ক্ষুদ্র শীর্ণ আশার লতিকা!
বল নাই শক্তি নাই বিবেক নিশ্চল;
কিসে এ বিপদে পাব ত্রাণ?
দেবকল্প রাজর্ষি সমান রাজা,
তাঁরও মত!
তিনিও ইচ্ছায়, ভাসাইতে চান সুখে,
হৃদয়ের ফুলমালা অশান্তির অনন্ত সাগরে!
তবে, আরও কি আশার আশা পারে তিষ্ঠিবারে,
সংকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম অরণ্য মাঝে,
দুষ্টকীট হতাশার বিষম দংশনজ্বালা সহি অকাতরে?
হায় প্রিয়ে!
কেন তুমি—কেন তুমি———

ইন্দি।—না না প্রিয়তম!
না জেনে না শুনে—অজ্ঞানে অক্ষমে,
করি নাই হৃদয়ের সিংহাসন দান!
অন্ধপ্রেমে বাহ্য-প্রলোভনে,
প্রলোভিত নহি আমি, বেশ জানি,
গর্ব্ব বলে মানি—সে সুখ আমার অক্ষুণ্ণ অক্ষয় চিরদিন।

সেনা—আসি প্রিয়ে তবে?

সতর্ক দৃষ্টিতে—সভয় হৃদয়ে,
রক্ষিছে তোমায় প্রিয়ে থাকি দূরে দূরে
রাণীর আজ্ঞায় রক্ষা দল!
বিপদের বোঝা অসহ্য হয়েছে প্রিয়ে,
কেন আর সাধে সাধে বাড়াবে সে ভার ?

( দ্রুতপদে তরুবালার প্রবেশ )

তরু।—সর্ব্বনাশ সখী !
রাণী মা—
রাণী মা উদ্যানে এসে লইছেন তোমার সন্ধান !
যাই আমি,
পারি যদি ফিরাতে তাহারে,
কথার প্রসঙ্গ দিয়ে কৌশলের ছলে।

[ প্রস্থান।

সেনা।—(তটস্থ হইয়া)
আসি তবে প্রিয়ে জীবনের লতা,
আসি তবে !
হয় ত,
এই গভীর রজনী মাঝে তোমায় আমায়,
এই হলো জীবনের শেষ দেখা—শেষ আলিঙ্গন !

কিছু নাই প্রিয়ে শুষ্ক হৃদয় মাঝারে,
কিবা দিব নিদর্শন নিস্ফল প্রণয়ে ?
ধর প্রিয়ে জন্মশোধ শেষ অশ্রুরাশি,
রাখিয়া গেলাম হেতা, তোমার কারণে !

ইন্দি।—থাক নাথ, কি ভয় রাণীরে ?
নহি আমি ধর্ম্মভ্রষ্ঠা, পতিতা পামরী !

সেনা।—না, না প্রিয়ে !
কাজ নাই তাহে
আসি তবে।—

ইন্দি।—প্রাণেশ্বর !

( উঠিয়া )

সেনা।—আসি—আসি তবে জন্মশোধ !

( গমন )

ইন্দি। না না, থাক তুমি—

সেনা।—আসি তবে।

[ প্রস্থান।

ইন্দি।—হায় ! কেন হলো অকস্মাৎ অশনি-সম্পাত !
কেন এ——

( রাণীর প্রবেশ )

রাণী।—সারা রাত একাকিনী,
কি এ ?
কিসের ভাবনা—কিসের বা চিন্তা এত ?
কেন এত বাড়াবাড়ি ?
দেশময় কুৎসা, নিন্দা, ঘৃণার হাসি হাসিছে সকলে,
ছি ছি ! এত কেন ?
এস, ঘরে এস ?

( গমন )

ইন্দি।—(অস্ফুট স্বরে) কেন এত চিন্তা ?
কেন এ ভাবনা ?
হায় মাতা। কেমনে জানিবে – কেমনে বুঝিবে তুমি
তনয়ার হৃদয়-বেদনা !
সুখের কোমলশয্যা পরে নিদ্রিত যে জন,
কেমনে বা বুঝিবে সে,
অনাহারে দরিদ্রের কটীময় জীর্ণ চটে শুতে কত সুখ !

। প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

পুরন্দর—রাজ-অন্তঃপুর।

জয়াবতীর কক্ষ ( Drawing room, *shee* )

### রাজা সত্রাজীৎ ও রাণী জয়াবতী।

রাজা।—কেন রাণী,

কার অভিপ্রায়ে—কার যুক্তি শুনে

পাঠালে মন্দরে নিমন্ত্রণ ?

রাজ সিংহাসন, রাজসভা, রাজার সম্মান,

ডুবালে ইচ্ছায় রাণী অযুক্তির পঙ্কিল পয়লে ?

স্বকর্ণে শুনেছি আমি, নগরের হীনতম প্রজা,

সরোষে সক্ষেদে—সেও কহিছে

"এত দিন পরে হলো পুরন্দর-সিংহাসন

রমণীর বিলাস-শয়ন।

কর্ত্তব্যের বজ্রে গড়া রাজদণ্ড আজি
বালার কোমল করে হেরি সুশোভিত,
দুই দিন পরে, মন্দর হইবে রাজধানী,
পুরন্দর, পুরাতন কীর্ত্তিরাজি সহ
পরিণত হবে ক্ষুদ্র পল্লির আকারে।”
কেন এ কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে রাণী,
অভাগার চিরজীর্ণ মাথার উপরে?

রাণী।—মহারাজ!
হিত-কথা তিক্ত লাগে তাহাদের কাণে,
কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত যাহারা,
কু ধর্ম্ম, কু-সংস্কার, শুভজ্ঞানে করে যারা মাথার ভূষণ,
সুকর্ম্ম সুকথা, তারা কেন বা শুনিবে রাজা
স্থিরকর্ণে স্থিরমনে, আগ্রহে উৎসাহে?
কিন্তু জেনে শুনে, কোন্ প্রাণে,
প্রশ্রয়ে আশ্রয় দিয়ে রাখিব তাদের মন,
আপনার কর্ত্তব্যেরে রাখিয়া পশ্চাতে?
যাতে হয় আপন কল্যাণ, প্রজার মঙ্গল,
রাজধর্ম্ম তারই অনুগামী।
ভেবে দেখ রাজা, কি দোষ আমার?

কুকর্ম্ম কলঙ্ক নামে ভাবিতেছ যাহা,
সুকর্ম্ম সুযশঃ বলি হবে পরিণত, পরিণামে।

রাজা।—সম্মুখে বিপদ,
পরিণাম দেখা, হয় ত হবে না এ জীবনে!
যে আগুণ জ্বালিতেছ রাণী,
ভস্মিভূত হবে তব সুখরাজ্য, দীনপ্রজা, আত্মীয়স্বজন;
শেষে তুমি আমি, আহুতি স্বরূপে হব ভস্মরাশিময়!

রাণী।—ছি ছি রাজা, কেন এত ভয়?
রাজা তুমি, সেনাপতি তোমার অধীন কর্ম্মচারী;
দূর কোরে দাও,
চোলে যাক্ আপনার দেশে;
সব গোল চুকে যাক্ অবাধে সত্বরে।

রাজা।—জান না মহিষী,
সেনাগণ, প্রজা সাধারণ, দৃঢ় রূপে বাঁধা আছে,
সেনাপতির প্রেমভক্তিপাশে!
কার সাধ্য বিসম্বাদ করে তার সাথে, সাধে সাধে;
ইঙ্গিতে অযুত-যোধ যুঝে যার তরে?

রাণী।—আশ্চর্য্য!
অধীনের পদাগত হয়ে থাকা,

তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর !
সমাধী-শয়ন তার যোগ্য পুরস্কার।
তোমার অন্নেতে যার বর্দ্ধিত শরীর,
তোমার প্রসাদে যার সহায় সম্মান,
তারে ভয় ? ছি ছি !
ভাবিতেও ঘৃণা বিষে পুড়ে যায় অন্তর আমার.
ছিঁড়ে যায় মনের বন্ধন !
পুনঃ বলি রাজা হিত-কথা,
স্থিরভাবে কর অবধান।
যা করি, কোরো না অমত,
সকল আপদ যাবে দূরে।

রাজা।—তবে বুঝি আমি রাজা নাম নিয়ে
পড়ে রব অন্তঃপুরে নির্জ্জীব নিশ্চল হায় মাটির পুতুল সম
তোমার খেলার বস্তু হয়ে ?
রাণী।—( সক্রোধে )
তবে থাক তুমি সুখে রাজা,
বিপদ ভাবনা আর ভীরুতার আঁধার-আলয়ে।
চলে যাই আমি মোর পিতার ভবনে।
রাজরাণী আমি, রাজার কুমারী,

আমি কি রহিব নবকুলবধূসম,
লজ্জা ক্ষুধা ভক্তি ভয়, গুরুর তাড়না স্বধু সহিতে কাতরে ?
রাজা।—কেন যেতে চাও প্রিয়ে
ভাসায়ে আমারে ঘোর চিন্তার সাগরে ?
যাহা ইচ্ছা, কর প্রিয়তমে !
হৃদয়ে নাহিক বল, কি লয়ে যুঝিব,
কি লয়ে বোঝাব আমি প্রজা সাধারণে ?
কিন্তু দেখো প্রাণাধিকে,
বিপদ-রাহুতে যেন
সুখের শশাঙ্ক মোর গ্রাসে না অকালে ;
ডুবে না তিমিরে যেন চিরানন্দ-পুরন্দরপুরী
চির আলোকিত যাহা সুখের ভাতিতে !
রাণী।—এই-ই কথা ? দেখ।
সুখের শারদ-চাঁদ আনি কোন্ ছলে,
তোমার হৃদয় মাঝে তুষিতে তোমারে।
জটিলে !

( জটিলার প্রবেশ )

জটি।—কি মা ?
রাণী।—ইন্দিরারে বল,

মহারাজ চান্ তাঁরে দেখিতে হেতায়।

ভৃটী।—তা যাই মা।—

[ প্রস্থান।

রাণী।—বালিকার অবৈধ-প্রণয়, বিষময়!
ততোধিক বিষেভরা তিক্তফল তার;
মরে জীব তাহার পরশে।
কন্যাদানে অধিকারী জনকজননী শাস্ত্র মতে,
বালিকার কি কাজ তাহাতে বাধা দিয়ে?
বালিকার কি সাহস,
আপনি করিতে চায় আপনার স্বামী-নির্ব্বাচন?
কেন এত স্বাধীনতা?
বালিকা বয়সে,
কেন এত সুখের লালসা?

( রাজার প্রতি )

বলো তুমি, মন্দরের রাজা হবে জামাতা তোমার;
তা হলেই সর্ব্বরক্ষা হবে,
মুছে যাবে বালিকার প্রাণে লেখা অবৈধ-প্রণয়-গীত
যন্ত্রণা সুখের স্মৃতি সহ, চিরতরে।

( ইন্দিরার প্রবেশ ও প্রণাম )

রাজা। কেন এ যোগিণী বেশ ধরেছ জননী ?
কি অভাবে বদন-নলিনী তব বিমলিন হেরি
মা গো কিসের কারণে ?
হৃদয়-পুতলি তুই মোর,
কেন ব্যথা দিস্ তোর পিতার হৃদয়ে ?

রাণী। (ইঙ্গিত অভিনয় )

ইন্দি।—( নিরব। )

রাজা।—বল্, বল্ মা ত্বরায়,
বুক ফেটে যায়,
কিসে যায় হৃদয়-বেদনা তোর মরমের ভার ?

রাণী।—( ইঙ্গিত অভিনয় )

ইন্দি।—কি না জান পিতা !

রাণী।—( বাধা দিয়া )
বচন পসরা খুলে বেচা কেনা ঠাট
ভাঁড় আর ভাট মুখে শুনিতে কৌতুক ;
কিন্তু বচনের বাড়াবাড়ি রাজার সাজে না,
সময়ের মূল্য জানে তারা।

শোনো ইন্দিরা !

হৃদয়-আসন তুমি দিয়াছ যাহায়, ইচ্ছায় গোপনে সুখে,

শূন্য কর সেই সিংহাসন ;

বসাবেন মহারাজ মন্দরকুমারে তথা আদরে যতনে ।

গুপ্তপ্রেম অপ্রকাশ নহে কিছু হেতা ;

তুমি রাজকন্যা, সেনাপতি নফর রাজার ,

তার সনে প্রেম, ভালবাসা, হৃদয়ের বিনিময় ?

ছি ছি ! কেন এ কলঙ্ক ডালি

তুলে দিলি মোদের মাথায়, কালি দিলি কুলে,

ঘরে পরে মাথা যাতে হেঁট ?

যা ভুলে যা, ছিঁড়ে দূরে ফেল্ ছার প্রণয়-বন্ধন ।

ইন্দি ।—বিষম সময়, বিষম শঙ্কট,

লজ্জাবাধা ধৈর্য্যগুণ গেল রসাতলে !

শোনো মাতা ! কি কাজ গোপনে ;

করেছি ইচ্ছায় আমি বরমাল্যদান

তোমাদের সেনাপতি গলে

ধর্ম্মসাক্ষী করে ।

স্বামী তিনি, পত্নী আমি তাঁর ।

এ সম্বন্ধ আজীবন রবে অব্যাহত,

উপেক্ষিয়া শতবাধা, অবহেলি যন্ত্রণা লাঞ্ছনা।
ববে এ প্রণয় মাতা, জীবনের বিনিময়ে অক্ষয় অটুট!

রাণী।—কি বলিলি কালামুখী?
রবে এ প্রণয় জীবনের বিনিময়ে অক্ষয় অটুট?
এত স্পর্দ্ধা, এত গর্ব্ব, এত দম্ভ তোর?
জনকজননী ত্যজি,
নিজে নিজে আত্মদান করিলি অভাগী তুই আয়জা হইয়ে?
শোন্ ইন্দিরা,
পত্র গেছে মন্দরনগরে;
আগামী অষ্টমী তিথি শুদিনে শুক্ষণে,
বিবাহ হইবে তোর জীবাজাত সহ এইখানে।
কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, গোপনে সাক্ষাৎ তোর সেনাপতি সহ,
নিবারিবে বিশ্বাসী প্রহরী যত, রহিয়া গোপনে।
আরও শোন্ রাজার বিধানে।
সেনাপতি শত্রু এবে পুরন্দরপুরে।
কি আশ্চর্য্য বাসনার খেলা!
দিনহীন মুষ্টির ভিকারী নরাধম,
কপর্দ্দক বিনিময়ে চাহে কিনিবারে দুষ্ট,
ঐশ্বর্য্যরূপিণী পদ্মালয়া?

পঙ্কিল-কূপের জল মিশাইতে চায় মূর্খ,
গঙ্গার পবিত্র জলে, পবিত্র হইতে?
অচিরে বিচার তার হবে সভাতলে,
নির্ব্বাসন দণ্ড তার উচিত বিধান।
যা, চোলে যা,
স্বপ্নময় সুখনিশা করিতে যাপন
আপন প্রাসাদে।
এস রাজা,
সমাগত বিশ্রামের কাল,
বিশ্রাম লভিব সুখে ভাসিব আনন্দে।

(রাজার হস্ত ধারণ)

রাজা।—হায় বিধি!
কেন এ যন্ত্রণা, কেন এ বিষাদ, কেন এত মনস্তাপ,
নির্ব্বোধের প্রবোধ ত নাহি কিছু এ বিশ্বমাঝারে?
যা-মা,—পাষাণ-দুহিতে!
নিদ্রাহীন নিশিথিনী, শূন্যগৃহ মাঝে
বসিয়া কাটাবি বুঝি নিরবে কাতরে;
ভাসাবি মহিরে বুঝি দীন-অশ্রুজলে!
ভেবে ভেবে, দেহ হবে অস্থিচর্ম্ম সার,

কবে শেষে হারাইয়ে যাবে শেষ বিষাদ-নিশ্বাস্ তোর
পবন-প্রবাহ মাঝে চিরদিন তরে!
পড়ে রবে সুধু তোর অভাগা জনক,
তোর ঐ বিশীর্ণ-বদন আর শোক-স্মৃতি নিয়ে!

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

ইন্দি।—পিতা! কেন এ সঙ্কোচ?
কেন এত আত্মগ্লানী—সহিছ নিরবে?
মাতৃহীনা দুঃখিনী তনয়া আমি,
আছি যে গো তব মুখ চেয়ে;
পিতাগো! ভাসালে কেন বিপন্ন-সাগরে;
জান কি গো পিতা,
সে সাগরে নহি কুল, নাহি সীমা তল?
যাই, ভেসে যাই তবে পিতা জনমের তরে।

পুরন্দর-নিভৃত-কানন ।

বৃক্ষতলে সেনাপতি বিশ্বজীৎ ।

( Garden, *sheak.* )

বিশ্ব ।—হা নিয়তি !

কি কোরে জানাব মম মরমের ব্যথা !

নেমী তব—নিত্য বিঘূর্ণিত ;

বয়ে যায় বুকের উপর দিয়ে শুকায়ে শোণিত !

যাক্, বয়ে যাক্ অদৃষ্টের অদৃষ্ট পাথারে,

ডুবে যাই অবস্থায় ঘূর্ণাবর্ত্ত মাঝে ।

( ক্ষণপরে )

ইন্দিরা ! প্রাণাধিকে !

জন্মশোধ শেষ দেখা তোমায় আমায় সেই দিন,

জীবনের সেই দিন অমূল্য অতুল্য স্মরণীয়।

হয় ত জীবনে, সেই দেখা হবে শেষ দেখা !

প্রিয়তমে ! কেমনে ভুলিব তোমা ধনে ?

যত বার ভাবি ভুলে যাই ;

সংসার সংসারবাসী আত্মীয়স্বজন,

সংসারের মায়া মোহ প্রেম ভালবাসা,

শূন্য আসি দাঁড়ায় সম্মুখে।

সেই শূন্যমাঝে একাকার অন্ধকার, জড়াজড়শূন্য শূন্যমাঝে

দেখি যেন, শত শত জ্যোতির্ম্ময়ী তোমার মূরতী।

পড়ে সেই স্নিগ্ধজ্যোতিঃ হৃদয়ের ছায়াময় সৈকত প্রদেশে,

জোছনায় ভেসে যায় মন,

ডুবে যাই, শান্তির আবেশ মাঝে তন্ময় হইয়ে !

সাগর-সৈকতভুমি, যথা সমুজ্জ্বল চন্দ্রমার স্নিগ্ধরশ্মিজালে

পূরে যায় সীমাহারা হয়ে ;

পূরে যায় প্রাণ,

তার চেয়ে শতগুণ সনাথ-কিরণমালা বাসন্তী-সমীরে।

ভুলিবার কি আছে আমার ;
তন্ময় হয়েছি যার ধ্যানে,
তারে ভোলা, কে ভুলিতে পারে ?
যত বার ভাবি ভুলে যাই,
ততবার অনন্ত নীলিমা মাঝে কিরণের রেখার মতন,
সুষুপ্ত স্বপন কত মনেরে যাগায় !
ভুলে যাই ভুলিবার কথা ;
পড়ে থাকি স্বধু
ভোলা কথা, ভোলারূপ, ভোলা স্মৃতি নিয়ে।
ভুলিবার কথা মনে হলে,
প্রাণের ভিতরে যেন বিষাদের ঝড় বয়ে যায়।
নিবিড় অরণ্যমাঝে মারুত-নিস্বনে
কাঁপি কাঁপি ছাড়ে তরু আকুল নিশ্বাস,
গাঢ় কুহেলিকাজালে ছেয়ে দেয় কাননের পত্রছিদ্রপথ,
মিশে যেতে চায় প্রাণ প্রাণের নিশ্বাসসহ,
শব্দহীন বিশাল মাহান সেই বিরাটের সনে।
প্রাণের প্রতিমা যেন বিসর্জ্জন গেছে কাল দশমীর দিনে,
ডুবে গেছে আনন্দ-ভাস্কর
অপ্রার্থিত সূর্য্যাস্তের অন্ধকার গহ্বর মাঝারে।

প্রাণের আলোক মোর নিবে গেছে সেই দিন ;
গোধূলীর ক্ষণিক স্তিমিত আলো ডুবে যায় যথা
অমার তমিশ্রা সনে সারারাত মত।
এ নিশি প্রভাত আর, হয় ত হবে না,
জীবনের এ আঁধার হয় ত যাবে না ;
তবে কোথা যাই, কারে বা সুধাই,
কার কাছে করি কি প্রার্থনা ?
যাই চলে যাই,
নিয়তির চক্রমাঝে লুকাই বিরলে।

(প্রস্থান)

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

পুরন্দর—মন্ত্রপাল-ভবন।

( Private chamber, *Lucy* )

মন্ত্রপাল, বিশ্বজিৎ, রণবীর ও সিদ্ধিনাথ।

( আসীন )

মন্ত্র।—কি উপায় সেনাপতি!
রাজ্যময় হাহাকার;
ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মান প্রজাকুল,
হাসিনাই শান্তি নাই কাহারো হৃদয়ে।
আনন্দের মূর্ত্তি যারা নয়নপুতলী,

সবাই বিশীর্ণ বিমলিন, যেন বিষাদ আঁধারে।
এ সকল দেখে ইচ্ছা হয়,
রাজ্য ছেড়ে চলে যাই সুদূর প্রদেশে, জীবনের তরে।

সিদ্ধি।—মন্ত্রিবর!
নগরের ঘরে ঘরে, পথে পথে, নির্জ্জনে গোপনে;
একাকী ভ্রমিনু আমি তোমার আদেশে।
কোলাহলময়ী সমৃদ্ধনগর পুরন্দর,
নিরব নিস্তব্ধ যেন জনহীন প্রান্তর মতন
অতিকষ্টে পোড়ে আছে
অতীত-আনন্দ-স্মৃতি জড়ায়ে হৃদয়ে।
সন্ধ্যাকালে শত দেবালয়ে
ঢাক ঢোল বাজিত উল্লাসে আরতীর কালে,
বালকবালিকা যত নাচিত গাইত সুখে
করতালি দিয়া উদ্বোধন করিত নিশিরে,
আজি তারা মাতৃকোলে শুয়ে
চমকি চমকি উঠে কুস্বপ্নের কুৎসিৎ খেয়ালে।
যুবকযুবতী সবে প্রেম আলাপন ছাড়ি,
রাণীর চরিত্র কথা, চুপে চুপে কহে কাণে কাণে,
কি জানি, কখন্ কে শুনে!

বৃদ্ধের সম্বল হরিনাম, আহ্নিক বন্দনা,
সব গেছে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে ;
গালে হাত দিয়ে তারা ম্লানমুখে ভাবিছে শতত,
রাজ্যের রাজার পরিণাম !
হায় মন্ত্রি !
নগরের দশা দেখে বুক ফেটে যায়,
আতঙ্কে শিহরে দেহ মন,
হুহু করে প্রাণের ভিতর।

রণ।—নগরের তাবৎ ক্ষমতাশালী সম্পন্ন প্রধান,
সকলেই যেন, কি এক চিন্তায় ভোর।
চেয়ে চেয়ে মুখপানে দেখিনু সবার,
ঘোরতর বিদ্রোহিতা লেখা আছে যেন,
সকলের চিন্তাক্লিষ্ট ললাট উপরে হায় সুস্পষ্ট অক্ষরে।
ঘোরতর ঝটিকার আগে,
নিরবেতে ঢেকে যায় প্রকৃতির অন্তর বাহির ;
অবিকল সেই ভাবে ভীষণগাম্ভীর্য্য যেন
ফিরিতেছে নগরের প্রতি ঘরে ঘরে, নিঃশব্দে নিরবে।
নিশ্চয় বহিবে ঝড়,
সর্ব্বনাশ হবে, পুরন্দর যাবে রসাতলে,

রাজা, রাণী, পাত্র মিত্র, ধন জন, সম্পদ সহিতে।

মন্ত্রি।—বরিষার শতমুখী উন্মত্ত প্লাবনে
কে নিবারে বালিবাঁধে অক্লেশে অবাধে?

বিশ্বজিৎ।
ভেঙে যাবে বাঁধ, ভেসে যাবে কুলমান গৌরব-গরিমা,
কি দিয়ে ফিরাব মোরা অজেয়-স্রোতেরে?
কেমনে দেখিব বৎস, রাজ্যের বিনাশ মোরা,
অসন্তাপে কূলেতে দাঁড়ায়ে?
কি কোরে ফিরিব সবে,
কলঙ্কের কালিমাখা শিরোস্ত্রাণ শিরেতে পরিয়ে?

সিদ্ধি।—তার চেয়ে আত্মহত্যা
শতগুণে সুখের নিদান।
রাজা কে?
প্রজাসাধারণ যারে বলে রাজা,
প্রজাসাধারণ, আপন রক্ষার ভার দেয় যার হাতে;
সেই রাজা।
রক্ষাভার তুল্যরূপে রাজায় প্রজায়!
রাখিব আমরা সবে রাজ্য আর রাজ-খ্যাতি
গৌরব-বিভব, বিনিময়ে আপন জীবন;

রাজা ?
স্বকার্য্যের ফলভোগ করুন আপনি,
স্ত্রৈণতার জড়তার জড়-সিংহাসনে
শুয়ে আয়েসে বিলাসে !

মন্ত্রি।—শোন সিদ্ধিনাথ ! এ যুক্তি কুযুক্তি নয় ;
রাজ্যের কল্যাণ তরে প্রাণ দিতে সবাই প্রস্তুত মোরা,
অকাতরে—অবহেলে ;
কিন্তু, তাতে লাভ ?
রাজা আর রাজ্যরক্ষা তরে,
সঁপিব জীবন মোরা অনায়ত্ত সমর-সাগরে,
কিন্তু, পরিণামে হব মোরা রাজদ্রোহী নামে অভিহিত,
অযশঃ অখ্যাতি গ্লাণী ঘুষিবে জগতে !
কে বুঝিবে হৃদয়ের জ্বালা আর প্রাণের যাতনা,
অনুদিন জ্বালাতন যার তরে মোরা ?

বিশ্ব।—হায় তাতঃ !
কেমনে বাঁধিবে বল অজেয়-বারণে, জীর্ণ লুতাতন্তু দিয়ে ?
কি সাহসে নিবাবে বড়বানল, দুরাশার বারিবিন্দু দিয়ে ?
সম্মুখেতে বিপদ সাগর ;
উত্তাল-তরঙ্গ তুলি আছাড়ি পড়িবে যবে ক্ষীণ বেলাভূমে,

ভেঙ্গে যাবে তটভূমি,
ভেসে যাবে দেশ গ্রাম সে বারি প্রবাহে,
তুমি কি শুকাবে সেই অগাধ-তরঙ্গময়া-অসীম-সাগরে,
বারিশিক্ত-ধুলিমুষ্টি দিয়ে ?
কেন এ দুরাশা ? কেন হেন মতিভ্রম ?
কি না জান তুমি তাতঃ,
আমিই দিয়েছি এই বিঘ্নময় ভাবনার ভার
তোমাদের মাথাব উপরে !
কোথাকার অমি পাপগ্রহ,
কেন বা আইনু হায় তোমাদের সৌভাগ্য আকাশে ?
কেন এ শোকের ভরা আনিনু বহিয়া,
তোমাদের শান্তিময় হৃদয়-মাঝারে ?
পালিলে যতনে মোরে আপনার জ্ঞানে,
কেন আমি হানা দিই তোমাদের হৃদয়-শোণিতে ?
কোথাকার পুরন্দর, কোথাকার আমি ;
ছিঁড়ে দাও স্নেহের বাঁধান,
মুছে দাও নয়নের মোহ,
চোলে যাই তোমাদের সুখস্মৃতি লয়ে
আপনার স্নেহময়ী জননীর কোলে !

মন্ত্র।—জান না কুমার,
পুরন্দর দৃঢ়বাঁধা তোমার চরণে।
কি জানি, কি মায়াপাশে বেঁধেছ সবারে, তুমি
অক্ষয় অটুট সেই মমতার সুদৃঢ় বাঁধনে!
আর কি বলিব প্রিয়তম,
পুরন্দর-প্রাণ তুমি,
তুমি গেলে পুবন্দর হইবে শ্মশান;
ভেঙে যাবে আশা, সুখ, শান্তি, সুখস্থান;
পড়ে রবে রাজধানী,
অকাব্যের ভাবের মতন যেন কথার গাঁথুনী মাঝে,
অর্থহীন অবস্ত অসার।
বিশ্ব।—তবে আর
কাজ নাই প্রাক্তনের লিপি মুছে দুরাশার জলে।
হয়ে যাক্ যা হবার,
বয়ে যাক্ কালসিন্ধু বুকের উপর দিয়ে আপনার তেজে!
পোড়ে থাকি মোরা,
অসত্যেরে সত্য সাজে স[illegible] যতনে,
বুকে করে অতলের ত[illegible]
রণ।—কেন [illegible] এ কল্পনা?

কেন সখে এতই কাতর ?
সাধে সাধে কেনবা বাসাই এনে,
মঙ্গলচণ্ডীর পিঠে অলক্ষ্মীরে সাদরে যতনে ?
থাক তুমি দূরে,—
দূরে থেকে দেখ হে কৌতুক,
মন্দরের ক্ষুদ্র পদাতিকও
পারিবেনা পার হতে পুরন্দর-সীমা।
আরও যদি কর অনুমতি,
প্রতি লোকশিরে দিব অক্ষয় অক্ষরে লিখে,
সুকৃতির নিদর্শণ অস্ত্র লেখা দিয়ে,—"চোর।"
এসেছিল পুরন্দরে চৌর্য্যবৃত্তি সাধনের তরে,
এই তার যোগ্য পুরস্কার।
বিশ্ব।—কাজ নাই ভাই,
কেন আর অনর্থক সমরের আশা ?
মন্ত্র।—কি আর বলিব বৎস,
যথাইচ্ছা কর ব্যবহার,
কিন্তু হায়, হৃদয়ের এই দাগ
জীবনের মত বুঝি থাকিল অঙ্কিত
বৃদ্ধের এই শোকজীর্ণ হৃদয়ের গায়ে।

মা রাজলক্ষ্মী !
কে আর রাখিবে কুলমান,
কে তোরে মা পূজিবে আদরে ?
দানবে বসাবে তুমি দেব-সিংহাসনে,
যজ্ঞভাগ দিবে তুমি ঘৃণিত কুকুরে,
চাণ্ডালে বরিবে তুমি যাজ্ঞিকের পদে,
কে করে নিশেধ ?
কিন্তু ধিক্ তোরে, ধিক্ তোর নিয়তির লেখা !
জেনে রাখ বিশ্বজীৎ,
এই বৃদ্ধ সতত প্রস্তুত বৎস,
তোমারই মঙ্গলসাধনে।
এ বৃদ্ধের শীর্ণবাহু চির-প্রসারিত,
তোমারই আলিঙ্গন তরে।

বিশ্ব।—পিতা তুমি,
কৃতজ্ঞতা কি আর জানাব দেব ;
তোমারই স্নেহপাশে বাঁধা সদা আমি,
তাই পোড়ে আছি সুখে কলঙ্ক-কালিমা মেখে,
অন্তজের পদাঘাত সহি অকাতরে।

[ সকলের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুরন্দর—স্কান্দাবার।

( Si Camp—*Sheak.* )

### সিদ্ধিনাথের শিবির।

সিদ্ধি—( স্বগত ) রণবীর আমা চেয়ে কিসে ভাল ?
কোন্ গুণে গুণবান, কোন্ বলে বলী,
কোন্ অস্ত্রে সুনিপুণ, কিসের বড়াই ?
টুক্ টুকে রং, ফুট্ ফুটে চেহারা,
কট্ কোটে চাউনি, লট্ পোটে বচন ;
এই যদি হয় খাঁটি যোদ্ধার প্রমাণ,
ঘাট-মানি তার পায় দাঁতে তৃণ নিয়ে।
কচি ছেলে—কাঁচা মুখ, স্নেহ আসে দেখিলে বদন,
সেই কিনা সহকারী-সেনাপতি-পদ পায় আপন গৌরবে,
আর, আমি থাকি শূন্য-আশা বুকে লয়ে,

হতাশার দরিদ্র-নিবাসে, কেন ? কোন্ অপরাধে ?
সেনাপতি ভালবাসে তারে,
সখা বোলে করে সম্বোধন ;
কাজেই সে যুদ্ধবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, ভুঁইফোঁড় জয়ী !
দিব—দিব ;
উপযুক্ত ফল আমি দিব হাতে হাতে ;
কণ্টকে কণ্টকহীন করিব সত্বরে ভাগ্যভূমি,
ফলাব অভিষ্ট ফল, হব সেনাপতি।
ছার খারে দিব সেই দুষ্টরণবীরে চির-আততায়ী ;
সমনের হাতে হাতে সঁপে দিব শেষে
স্থূলদর্শী বিশ্বজীতে, এই মম পণ ।

( পরিক্রমণ )

কিসে বড় রণবীর ? কি তার সাহস ?
কতটুকু কূটনীতি ধরে তার মস্তিষ্ক-ভিতরে ?
থাক্—থাক্ !—দেখি,
কত দিনে হয় মোর আশার পূরণ !

( মকরন্দের প্রবেশ )

সিদ্ধি।—এস ভাই ! আছ ত কুশলে ?
এত দিন আস নাই কেন ভাই ?

সময়ে সাক্ষাৎ, বন্ধুসমাগম, হিতকথা,
এ সকল—মিত্রতার সত্য-নিদর্শন।
মক।—তা-ই ত ভা ই!
সে দিন সন্ধ্যার কালে এসেছিনু তোমার শিবিরে,
তাড়াইয়া দিলে—উত্তর না দিলে,
কাজেই ভাবিনু মনে মনে,
বন্ধু বুঝি ভুলেছেন অভাগার নাম!
গাই গেছে ম'রে, নাহি দুধসর,
অর্থের ঘনিষ্ঠ অনটনে
মিষ্টান্নের সনে এবে ভ্রাতৃবধু-সম্পর্কঘটন!
নিতান্ত উপায়হীন,
কাজেই দিয়েছি ক্ষান্ত বন্ধু-সম্ভাষণে।
সিদ্ধি।—আরে ছি ছি!
অর্থ অনটন, তোমার? কেন—কিসের কারণে?
জীবনের প্রাণবঁধু তুমি,
যথাসাধ্য করিব পূরণ তব শূন্য-অর্থাধার!
একি কথা!
আমার আছে, তোমার নাই:
কেন এ নাইয়ের কথা শুনিব নিরবে, থাকিতে আমার?

মক।—বিনামূলে কিনিলে আমারে ভাই,
বাঁধিলে—বচনপাশে জীবনের তরে!
বচনেই তুষ্ট প্রাণ,
কাজ নাই ইষ্টের সাধনে!
সময়ের বাতাস লাগিলে,
জঞ্জাল ঝঞ্ঝাট সব দূরে উড়ে যাবে।
অভাব—সমুদ্র মোর
অপর তটিনী সথে পারে কি পূরাতে তারে,
আপনার সীমাবদ্ধ শলিল-সিঞ্চনে?
সিদ্ধি।—সত্য, কিন্তু দেখ ভাই,
এ সংসারে সকলেই পরের প্রত্যাশী।
শতেরে মুখের গ্রাসে করিয়া বঞ্চিত,
একজন থাকে রাজভোগে;
সহস্র লোকেরে করি পথের ভিকারী,
একজন হয় ধনবান;
লক্ষ লক্ষ সৈন্যবলে হয়ে বলবান,
একজন হয় সেনাপতি;
তুমি চাও করিতে অন্যথা এই চিরন্তন বিধি।
আত্মীয়বান্ধব যদি আত্মীয়েরে পর ভাবি

না হয় সহায় তার বিপদে সম্পদে ;
বনবাস গৃহবাস, দুইই সমান তার কাছে।
মক।—সে সহায় ধন দিয়ে নয়,
বাক্যে, কার্য্যে, বলে, উপদেশে।
ধনের সহায়ে,
মিত্রতার বিনিময়ে শত্রুতা সঞ্চয় বৈ ত নয় ?
সিদ্ধি।—তবে ভাই কার্য্যেতে সহায় হয়ে কর উপকার।
তুমি মোর একমাত্র বিশ্বাসীবান্ধব এ নগরে,
এক উপকার চাই তোমার নিকটে।
মক।—কোন্ উপকার ?
সিদ্ধি।—যাবে তুমি মন্দরনগরে, গুপ্তলিপি লয়ে।
রাজারে গোপনে দিয়ে লিপি,
উত্তর আনিবে সংগোপনে।
মক।—এই উপকার ? স্বীকার আছি।
সিদ্ধি।—অতি গোপনে—
মক।—অতি গোপনের চেয়েও অতি গোপনে,—
তার জন্য চিন্তা নাই।
কল্য প্রাতে যাব আমি মন্দর উদ্দেশে।
সিদ্ধি।—এই লও লিপি ও পাথেয়।

জেনে রাখ ভাই,

জীবনমরণ মোর আজি তব হাতে।

মক।—জানি আমি,—কোনও চিন্তা নাই ;

নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর নির্ভয়-শিবিরে,

কার্য্যোদ্ধার করি আমি ফিরিব সত্বরে।

( প্রস্থান )

সিদ্ধি।—এক দিনও ডাকি নাই, ভাবি নাই মনে,

ডাকিতেছি তাই আজি

কাতরে মিনতি করি দীন দয়াময় !

পূরাও বাসনা মোর, ঘুচাও কণ্টক।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

পুরন্দর—রাজকক্ষ।

( Chamber. *Sheak.* )

রাজা ও রাণী।

রাজা।—শোন রাণী!

প্রবোধ না মানে পোড়া মন।

দিনহীন পথের কাঙাল যেই জন;

একমুষ্টি অন্নের অভাবে

নিত্যনিত্য করে যারা অনশন-ব্রত,

আত্মপ্রাণে তারাও স্বাধীন;

সুখের তুলনে তারা, আমা চেয়ে শতগুণে সুখী।

ধিক্ রাজ্যে, ধিক্ ধিক্ মানে,

শতধিক ঐশ্বর্য্য গৌরবে। ( ক্ষণ বিরামে )

সেই দিন!

হৃদয়-প্রতিমা যবে বিসর্জ্জন দিনু আমি জাহ্নবীর জলে;

পুরন্দর-রাজ-লক্ষ্মী যে দিন ছাড়িলা সিংহাসন;

সেই দিন হতে,

হৃদয়ভূষণ রূপে করিতেছি কাতরে বহন

এই ঘোর মনস্তাপ।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে দিয়ে,
শোকজীর্ণ হৃদে, রোগজীর্ণ দেহে,
কাতরে বিনয় করি বলিলেন, হৃদয়-প্রতিমা,
"রেখে মোর দুঃখিনী কন্যারে নাথ যতনে আদরে,
যোগ্যবরে কোরো সম্প্রদান।"
কিন্তু হায়! কোথা মোর সেই প্রতিশ্রুতি,
কোথা সেই প্রতিজ্ঞা পালন!
জানিনা কেন যে মোর হৃদয়পুতলী
ছায়াময়ী মূর্ত্তি হায় করেছে ধারণ,
সরম-লতিকা মোর মরম-ব্যথায়,
ভাঙামেঘে ছিন্নসৌদামিনী প্রায়
ভ্রমেন পুরির মাঝে বিষাদে মলিন!

রাণী।—স্নেহের হৃদয় যার,
সতত কাঁপিয়া উঠে অনাগত আশঙ্কা-বাতাসে,
সুরে বাঁধা বীণার মতন!

( দ্রুতপদে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

সিদ্ধি।—সর্ব্বনাশ মহারাজ!
মন্দর-রাজন্ এবে দক্ষিণ তোরণে;

নগরের প্রধান ক্ষমতাশীল যারা,
আগুলিছে দ্বার আরা
নিষ্কোষিত অসি লয়ে সবলে সদলে।

রাণী।—কেন? কিসের এ বাধা?
রাজার আদেশ কেন হয় নি প্রচার?

সিদ্ধি।—গতকল্য সন্ধ্যাকালে, ভেরীধ্বনি সহ,
স্বয়ং করেছি মাতা দ্বারেদ্বারে ঘোষণা প্রচার।

রাণী।—তবে বুঝি তারা,
অবহেলি রাজার আদেশ, রাজার শাসন;
প্রকাশ্য বিদ্রোহীভাব করেছে ধারণ?

সিদ্ধি।—কেমনে সে কুসংবাদ রটাবে রসনা মাতা,
তব গুণগাথা ভিন্ন জানে না যে কভু?

রাজা।—হায় রাণি! দেখ দেখ;
কি সুফল ফলিতেছে দুরাশা-পাদপে তব,
আপনার হাতে যাহা করেছ রোপণ।

রাণী।—হুঁ—দুষ্ট সেনাপতি এবে,
দুষ্টনাট দেখাইতে চায়!

সিদ্ধি।—কি আর বলিব মাতা,

রাণী।—ভাল, কারাগারে নাহি বুঝি স্থান?

নাহি বুঝি সেথা,
লৌহে গাড়া বজ্রসম কঠিন শৃঙ্খল, রাজ-বিদ্রোহীর তরে ?

সিদ্ধি।—কে তাদের করে অবরোধ ?
কার সাধ্য রোধে মাতা শ্রাবণ-প্লাবনে,
ক্ষুদ্র তৃণসম তব আশ্রিত সৈন্যের বাঁধ দিয়ে ?

রাণী।—আচ্ছা, যাও সিদ্ধিনাথ !
বরিণু তোমারে আজি সেনাপতি পদে ;
ধর এই রাজার মুকুট, লও রাজভেরী,
তূর্য্যনাদে জানাও সকলে,
রাজাদেশ যে জন করিবে অবহেলা
সিংহদ্বারে ছিন্নশির দুলিবে তাহার ;
কবন্ধ-আকৃতি ধরি করিবে ঘোষণা তারা,
রাজশক্তি রাজার শাসন।

( উষ্ণিষ ও তূর্য্যদান )

থাক তুমি প্রধান শিবিরে।
সম্মানসজনী হয়ে বণিতা তোমার,
ইন্দিরার সাথে থাক রাজ-অন্তঃপুরে।

[ সিদ্ধিনাথের প্রস্থান।

রাজা ।—রাণি!

আর কাজ নাই,

আমি যাই দক্ষিণ-তোরণে ;

আপনার শোণিত ঢালিয়ে প্রিয়ে,

নিবাই রোষের হুতাশন।

মিটে যাক্ প্রজাদের হৃদয়ের জ্বালা,

অতিথির থাকুক সম্মান।

[ রাণী নিরব—ও উভয়ের প্রস্থান )

## চতুর্থ দৃশ্য।
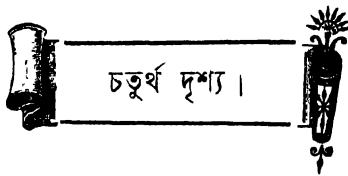
পুরন্দর—উপবেশন-গৃহ।

( Drawing Room—*Skeak.* )

### রাজা, রাণী ও ইন্দিরা।

ইন্দি।—কেন মা এখানে আমি
রাজ-সম্ভাষণ সভামাঝে? এখানে কি কাজ?
রাণী।—( বিদ্রূপভঙ্গিতে ) কাজ আমাদের;
সেচ্ছায় না থাক যদি তুমি,
আদেশ আমার, থাক তুমি হেথা।

( সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

সিদ্ধি।—তোমার কৃপায় দেবী বহুপরিশ্রমে,
শান্তিময় হয়েছে নগর।
নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে, যোগ্য ব্যবহারে, মন্দররাজেরে,
সমাদরে করেছি গ্রহণ।

সমাগত এবে তব চরণদর্শনে।

রাণী।—যাও, যাও,

সত্বরে মন্দররাজে আন সমাদরে।

( মন্দর-রাজের প্রবেশ )

সঙ্গে হাস্যার্ণব, দুইজন পারিষদ

ও সিদ্ধিনাথ।

জীত।—( প্রণামান্তে ) আশীর্ব্বাদ কর রাজা-রাণী,

জনকজননী সম করিনু প্রণাম।

রাজা।—চিরজীবি হও বৎস !

লাভ কর খ্যাতি যশঃ সম্ভ্রম সম্মান।

রাণী।—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হোক্‌রে বাছনি,

পুত্রবৎ করি আশীর্ব্বাদ ;

মনোসাধ হউক পূরণ।

জীত।—তব আশীর্ব্বাদে মাতা

অবশ্য পূরিবে মনস্কাম।

( ইন্দিরার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে )

ইনি বুঝি রাজার দুলালী,

মৌনভাবে বসিয়া নিরবে ;

বিষাদস-লিলে যেন সোনার কমল মরি,
বিমলিন হৃদয়ের তাপে ?

রাণী।—তা নয়, তা নয় বৎস ! দেহের জড়তা !

হাস্য।—দেহ মন এক সূত্রে গাঁথা ;
একের কারণে অন্যে ভেবে সারা,
মারা যায় এক, আরের কারণে !
এ সব উপসর্গের কথা, বল কি ?

সিদ্ধি।—যথার্থ কথা।

১ম পারি।—অতি যথার্থ কথা।

২য় পারি।—অতিমাত্র যথার্থ কথা।

রাণী।—মনে কিছু ক'রোনা কুমার !
নগরের জন কত মূর্খ হেয় নির্ব্বোধ প্রধান,
দুষ্টের অশিষ্টবাক্যে হয়ে প্রালোভিত,
কোলাহল তুলেছিল দক্ষিণ তোরণে ;
শাস্তি তারা পাইবে নিশ্চয়।

সিদ্ধি।—( করজোড়ে ) অনুমতি কর যদি মাতা,
আনি সেনাপতি দুষ্টে তোমার সম্মুখে ;
বন্দি আছে রাজ-কারাগারে ?

রাণী।—সেনাপতি ? রেখেছ তাহারে কারাগারে ?

এখনি বিচার তার করাই বিহিত।
কুফল ফলিতে পারে সভার বিচারে।
যাও সিদ্ধিনাথ, আন তারে

( সিদ্ধিনাথের প্রস্থান )

রাজা।—রাণি!
কেন আর সাধে সাধে বিপদেরে কর নিমন্ত্রণ?
জীত।—দুষ্টের দমনে অবহেলা,
তা ত রাজা রাজধর্ম্ম নয়!

( সেনাপতিকে লইয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

রাণী। বিশ্বজীৎ! এই বুঝি সাধুপনা?
এই বুঝি কর্ত্তব্যপালন?
রাজদ্রোহী তুমি!—রাজদণ্ডে পাবে যোগ্যফল।
বিশ্ব।—অসাধু-কল্পনা, আর অকর্ত্তব্য-সেবা,
জানি না কখনো।
রাজদণ্ডে আশঙ্কিত বিদ্রোহী যে জন—
আমি ভাবি রাজদণ্ড, পাগলের প্রলাপ মতন।
রাণী।—দক্ষিণ তোরণ কেন করি অবরোধ,
রাজাদেশ করিলে লঙ্ঘন?

বিশ্ব।—সে দোষের দোষী,
রাজার উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর-প্রকৃতি সিদ্ধিনাথ।

রাণী।—প্রমাণ কি তার ?

বিশ্ব।—প্রমাণ ? বিশ্বাস !

রাণী।—সে বিশ্বাস কে কবে তোমারে ?

বিশ্ব।—ক্ষতি নাই তাতে !

রাণী।—স্পর্দ্ধা রাখ ; রাজার সম্মুখে প্রগল্‌ভতা
বিপদ বাড়ায় পদে পদে।
রাজদণ্ডে করিব দণ্ডিত আমি
শাস্তি দিব রাজদ্রোহী ব'লে।

বিশ্ব।—( সহাস্যে ) তুমি কে ?
কাহার সাহসে তুমি ধরিয়াছ রাজদণ্ড, কতদিন হতে ?
কে জানে, কে চিনে, মানে কে তোমারে ?
নারী তুমি, অন্তঃপুর তোমার নিবাস ;
বিচারে প্রবৃত্তি কেন ?
ছি ছি রাণী,
হাসালে জগত তুমি, ডুবালে রাজার নাম,
কালি দিলে রাজ-সিংহাসনে !
কে করিবে শিরোধার্য্য বহুমান করি তোমার আদেশ,

রাজা আজও আছেন জীবিত।
যাঁর কাজ, তাঁর হাতে দিয়ে,
অন্তঃপুর করগে আশ্রয়।

রাণী।—কি বলিলি দুরাচার ?
রাজার আদেশ তুই করি অবহেলা,
করিলি বিদ্রোহ আচরণ,
নাহি কিরে জীবনের ভয় ?
রাণী আমি পুরন্দর রাজ-সিংহাসনে,
এখনি পাঠাতে পারি যমের দক্ষিণ দ্বারে ইঙ্গিতে পলকে !

বিশ্ব।—রাণি !
কেন এ অন্যায় শ্লেষ, কেন এ ভৎ র্সনা ?
বিদ্রোহীতা করি, হেন শক্তি কি আছে আমার ?
নগরের সম্ভ্রান্ত প্রধান, সৈন্যগণ, প্রজা সাধারণ,
ভালবাসে মোরে।
আমার সুখের পথ করিতে কণ্টকহীন,
প্রাণ দিতে চায় তারা স্বেচ্ছায় কৌতুকে।
নিশ্বাস বাতাসে তারা পারে উড়াইতে,
রাজপুরি, রাজসিংহাসন, রাজা, রাণী, ঐশ্বর্য্য বিভব,
খ্যাতি, যশঃ, সম্ভ্রম সম্মান,

শুষ্কপত্ররাশী যথা প্রভঞ্জন বলে।
এখনও কর রাণী আত্মসংযমন,
এখনও কর প্রতিকার।
শান্তির প্রতিমা নারী তুমি,
অশান্তিতে ডুবা'ওনা, নাম, ধর্ম্ম, রাজ-সিংহাসন।
সিদ্ধি।—এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার ?
বিশ্ব।—চুপ কর্ নরকের কীট।
তুই কি জানিবি মূঢ় কি আগুণ জ্বেলেছেন রাণী,
কি ভীষণ তার পরিণাম !
রাণী।—শোন বিশ্বজিৎ !
নির্ব্বাসন দণ্ড রাজা দিতেছেন তোমার উপরে।
সিদ্ধিনাথে বরিলেন সেনাপতি পদে, রাজা,
আপন ইচ্ছায়।
তিন দিন সময় তোমার ;
তিন দিন পরে যেন
কেহ নাহি পায় আর তোমার সন্ধান পুরন্দরে।
বিশ্ব।—এ আদেশ রাজমুখে শুনিতে বাসনা !
(রাজার প্রতি)
মহারাজ !

তব অন্নে ধরিয়া শরীর,
এত দিন সাধ্য মত কর্ত্তব্য পালনে দাস ছিল নিয়োজিত,
আজি তার, শেষ !
দাও রাজা অনুমতি,
চলে যাই আপনার দেশে।

রাজা।—কি বলিব বিশ্বজিৎ !
আমি আজ বাক্যহীন, নিরব নিস্পন্দ জড়,
মাটির পুঁতুল সম আছি পোড়ে পুরন্দরে,
শূন্যমনে শূন্য আশা নিয়ে !
ভগ্নমন, জীর্ণদেহ, অবসন্ন হৃদয় আমার,
একান্তই শক্তিহীন কর্ত্তব্য সাধনে।

বিশ্ব।—মহারাজ !
এত দিন পুরন্দর পিতৃরাজ্য জ্ঞানে,
প্রাণপণে রাজ্যহিত করেছি চিন্তন,
আজি তার শেষ ;—
এত দিন পিতৃসম সেবিয়া চরণ রাজা
অপার আনন্দরাশী পেয়েছি হৃদয়ে,
আজি তার শেষ ;—
এত দিন আশা ছিল এ জীবন পণে রাজা,

পুরন্দর-রাজলক্ষ্মী তুষিব যতনে, তার বাড়াব সম্মান,
আজি তার শেষ ;—
( রাণীর প্রতি )
রাণি !
এত দিন যে আগুণ পুষেছিলে হৃদয়ের মাঝে
স্বার্থের ঘৃত নিষেকে নিভৃতে গোপনে,
আজি তার পূর্ণ দীপ্তি, আজি তার শেষ ;—
এত দিন যে দুরাশা রাখিয়া অন্তরে রাণি,
যত্নবারি করেছ সিঞ্চন ;
আজি তথা দাবানল,
আজি তথা পূর্ণাহুতি, আজ তার শেষ ;—
( ইন্দিরার প্রতি )
ইন্দিরা ! জীবনাধিকে !
গোপনের সময় এ নয় ।
আর কি বলিব প্রিয়তমে ;
হৃদয়-কানন মাঝে যে ফুল ফুটাতে প্রিয়ে
করেছিলে যত্নবারি আশায় সিঞ্চন,
বিশুষ্ক মুকুল আজি, আজি তার শেষ ;—
এত দিন যে আশারে পুষেছিলে হৃদয় মাঝারে

হৃদয়-শোণিত দিয়ে যে পাদপে করেছ বর্দ্ধন,
আজ তরু ভস্মরাশি, আজি তার শেষ ;—
যার তরে জীর্ণজ্বরা হৃদয় তোমার প্রিয়ে,
যার তরে করেছ প্রার্থনা ;
আজি তার শেষসীমা, আজি তার শেষ ;—
জীবন-তরঙ্গে প্রিয়ে যারে লয়ে ভেসেছিলে
উৎসাহে আদরে,
আজি তরী ডুবু ডুবু, আজি তার শেষ ;—
জীবনের সার ভেবে যে ফুলমালায় প্রিয়ে
কোরেছিলে হৃদয়ে ধারণ,
দলিত কুসুম মালা, আজি তার শেষ,—
অতীত জীবন-গাথা শুনিতে শুনিতে প্রিয়ে
তন্ময় হইতে যায় শুণে,
সৌর্য্যবীর্য্য যার প্রিয়ে অসীম ভাবিয়ে
কতই না হইতে গর্ব্বিত,
আজি সেই গর্ব্ব চূর্ণ, আজি তার শেষ ;—
হৃদয়-মন্দির পরে পাষাণ দেবতা সম
গেঁথেছিলে হৃদয়ের সনে যারে জীবনের তরে,
আজি দেব গড়াগড়ি, আজি তার শেষ ;—

আসি তবে হৃদয়ের লতা,
বাসনার আশা, জীবনের উষা,
বিপদের ধৈর্য্য, প্রিয়ে বিপদে সান্ত্বনা ;
আজি এই গভীর নিশিতে
অশ্রুমাথা অধির নয়নে,
শেষ দেখা তোমায় আমায়।
অভাগার সুখের বাসনা, দরিদ্র-সম্বল,
সুষুপ্তির সুখস্বপ্ন, হৃদয়-প্রতিমা,
ভেঙে চূরে গেল, চির দিনের মতন!
তোমায় আমায় সেই অচ্ছেদ্যবন্ধন ;
আজি তার জন্মশোধ, আজি তার শেষ!

[ প্রস্থান।

ইন্দি।—কোথা যাও প্রাণেশ্বর!
কাজ নাই সম্ভ্রম-গৌরবে ছার সংসার-বন্ধনে,
কিঙ্করীরে করহে সঙ্গিনী।

( গমন ও আহত হইয়া পতন )

রাজা।—একি বিসম্বাদ! একি সর্ব্বনাশ!
একি রাণী ঘটালে আপনি!

( ইন্দিরাকে তুলিয়া )

উঠ মা ইন্দিরা, উঠ উঠ হৃদয়পুতলি ;
দূরে যাক রাজ্য সিংহাসন,
দূরে যাক সুখ্যাতি সম্ভ্রম,
তোরে লয়ে হব বনবাসী !

ইন্দি।—হায় পিতা!
কেন এ সুখ স্বপন ভাঙালে অকালে ?
ছিনু সুখে এতক্ষণ রাখি শির নাথের উরষে।

রাণী।—থাক্ থাক্, কাজ নাই কাব্য রসে
নাটক অভিনয়ে ;
সবই বড়াই।
( মন্দররাজের প্রতি )
যাও বৎস !
বিশ্রাম করগে যাও আপন প্রাসাদে,
সব গোল চুকে যাবে অবাধে অচিরে।

[ সকলের প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য।

পুরন্দর—রাণীর কক্ষ।

( Chamber, *Sheak* )

### রাণী ও জটীলা।

জটী।—ঐ কথাই কথা, ঐ যুক্তিই যুক্তি।
তা না হলে মেয়ে মারা যাবে,
সব কাজ সব আশা যাবে দূর হয়ে,
পড়ে রবে স্বধু মনস্তাপ, হাহাকার, যন্ত্রণা বেদনা।

রাণী।—তাই করি।
চৈতক পর্ব্বত দিব্যস্থান।
চারিদিকে সাগর বেষ্টিত ক্ষুদ্রদ্বীপ,
তার মাঝে, লতাগুল্মতরুঢাকা সুন্দর পর্ব্বত,
রাজহর্ম্ম সুশোভিত পর্ব্বত উপরে,

দাসদাসী আছে নিয়োজিত।
ইন্দিরারে পাঠাই তথায় স্বাস্থ্যলাভ ছলে।
অদর্শন বিসম্বাদে বিরহ সন্তাপ,
সয়ে সয়ে, সয়ে যাবে জীবনের মত ;
ভুলে যাবে বাল্যপ্রেম বাল্যস্মৃতি, দুরাশা সন্তাপ,
তার পর কন্যা দিব মন্দরকুমারে ;
ইষ্টলাভ হইবে তখন।
কি বল ?

জটী।—এতে আর বলা বলি কি ?
বরং বিলম্বেই ক্ষতি।
যত শীঘ্র হয় আয়োজন, ততই মঙ্গল।
কাজ নাই বারম্বার রাজারে সুধায়ে ;
আয়োজন স্থির ক'রে, এক কথা সুধা'ও সময়ে,
ফল পাবে তাতে।
যাই আমি তবে ;
যোগ্য আয়োজন করি গোপনে সত্বরে।

রাণী।—আচ্ছা, আমিও করিগে আয়োজন।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক।

সমুদ্রতট—সময় অপরাহ্ণ।

( Sea cott :—*Lucy.* )

( অস্তগমনোম্মুখ সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া )

বিশ্বজীৎ দণ্ডায়মান।

বিশ্ব। ( স্বগত ) দিনমনি!
পশ্চিমগগন হতে বরষিছ স্বর্ণধারা, হাসিছে তটিনী ;
মেঘদল সোণার কিরণে স্নাত হয়ে
আনন্দে করিছে ছুটাছুটী,
লুটিবারে চায় মেঘাঙ্কয়েথায়, আবেশে উল্লাসে ;

সোণার মুকুট ধরি শিরে,
সোণার তরঙ্গ তুলি লহরী সকল,
ধাইতেছে সাগর উদ্দেশে
কুলকুল রবে তরঙ্গিনী-প্রেমগাথা কহিতে সাগরে ;
দাঁড়াও লহরীমালা, দেখ এ প্রাণের জ্বালা,
আর এ দেববালা ; আমারি মতন
দাঁড়াইয়ে তব তটে, চিত্রিত গগনপটে ছায়ার মূরতী সম,
করিতেছে লহরী গণন ।
লয়ে যাও অশ্রুবিন্দু তরঙ্গে মিশায়ে,
চরণে সঁপিও তার অভাগার শেষ নিদর্শন !
সলিল-শীকর-শিক্ত-শীতল-সমীর !
বিরহীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে, দম্পতির মিশ্রিত নিশ্বাসে,
শতত নিবাস তব কুসুমের বুকে ;
যাও যাও সমীরণ সুদূর চৈতকে,
বোলো তারে,
অভাগার প্রাণ আছে আজও,
তারই আশা, তারই স্মৃতি লয়ে ;
নিদ্রাহীন সুদীর্ঘযামিনী যত, যাপি সুধু সেইরূপ ধ্যানে ।
দিননাথ !

সারাদিন জগতেরে হাসায়ে কাঁদায়ে
অস্তাচলে করিছ শয়ন,
দেখেছ কি অভাগিনী ইন্দিরায় ;
পোড়ে আছে চৈতকের বিষাদ-কুটিরে,
বিরহ-কুঠারে ছিন্নলতার মতন ?
ছিঁড়ে গেছে বুঝি তার, হৃদয়বীণার তার,
ঝঙ্কার ফুরায়ে গেছে জনম মতন ;
জীবন হয়েছে তার সাহারা-কান্তার,
প্রেমের সরসী বুঝি বিরহের প্রভঞ্জনে
বেলাভূমি করি অতিক্রম,
শুকায়ে গিয়াছে ঘোর মরু-বালুকায়।
দাঁড়াও দাঁড়াও দিনমনি !
দাঁড়াও দাঁড়াও ওহে কালের কিঙ্কর ;
দাঁড়ালেনা, শুনিলেনা অভাগার হৃদয়ের কথা ?
যাও চলে যাও,
সুখে অস্ত যাও চির দিনের মতন,
আর তুমি হওনা উদিত।

( ক্ষণ পরে )

প্রেমময় ! প্রাণারাম ! পরমেশ ! প্রভু !

এই কি প্রণয়-পরিণাম ?
তুমি নাকি প্রেমময়, তুমি নাকি প্রেমের নিদান ?
কেন তবে প্রেমে এত তাপ,
কেন পাপ প্রেম-সম্ভাষণে ?
যার তরে জীবন ধারণ,
যার তরে সংসার বন্ধন ;
তার তরে কেন এ লাঞ্ছনা ?
বল প্রভু, সম্মীলন পথে
সংসার দাঁড়ায় কেন প্রস্তর-প্রাচীর সম উন্নত মস্তকে ?
সে কি স্বধু সমাজের অসত্য জঘন্য হেয় দুর্নীতিবিধান ?
জাতি ধর্ম্ম ধন যশঃ,
প্রেমের তুলনে ভাবি অতি হেয়তম,
আপনি করিতে চায় আত্ম-বিসর্জ্জন ;
কেন তাতে বিঘ্নবাধা, কেন এত বিপত্তি বিষাদ ?
শোন দয়াময় !
আজি চাই পরীক্ষা তোমার !
বেত্রে গাঁথা বহিত্র আমার
ভাসাইনু অকূল সাগরে ;
যদি এই প্রেম হয় তোমার বাঞ্ছিত

যদি প্রেমময় হয় ভালবাসা বাসি,
লয়ে যাও মোরে প্রভু চৈতক-পর্ব্বতে।
যদি থাকে লালসার ছায়া,
যদি থাকে ইন্দ্রিয় বিচার,
ডুবে যাক্ ছার তরি, ডুবে যাই চিরদিন তরে,
পাপীপাপিণীর পাপ প্রেমস্মৃতি লয়ে।

(নৌকায় আরোহণ)

ইন্দিরা!
বিষমপরীক্ষা আজি তোমায় আমায়!
অকুলে ভাসানু তরি তোমার লাগিয়া।
আর ত পারিনা প্রাণেশ্বরি!
যা হবার হয়ে যাক্, নিবে যাক্ হৃদয়ের আলো,
উড়ে যাক্ প্রাণপাখী চিরদিন তরে।

(স্রোতোবেগে গমন করিতে করিতে)

দয়াময়! এই শেষ জীবনের লীলা।

[ প্রস্থান।

# দ্বিতীয় দৃশ্য।

চৈতক-পর্ব্বত।

পর্ব্বতশিরে ইন্দিরা।

( Col-mount.—*Lucy*. )

( সম্মুখে বনকাষ্ঠ-বহ্নি প্রজ্বলিত )

রামকিরি—সুথ ত্রিতালী।

দেখা দিয়ে লুকাল কোথায়।
সুষুপ্তি-সুখ-স্বপন যেন স্বপনে মিশায়।
ছিন্নমেঘে সৌদামিনী এই আসে এই যায়,
বিধবার হাসি মত অধরে মিশায়ে যায়;—
হেসে হেসে প্রাণ শেষে করে কেন হায় হায়;
এল যদি, তবে কেন হাসায়ে পুনঃ কাঁদায়।

---

পাষাণ !

কি বুঝিবে মরমবেদনা মোর প্রাণের যাতনা !

কঠিন তোমার দেহ মন,

কঠিনের আদর্শ হইয়ে তুমি দর্পভরে আছ দাঁড়াইয়ে ;

তুমি কি বুঝিতে পার ব্যথিতের দারুণ বেদন !

জগতের কঠিনকঠোর বুকে ধ'রে,

দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি ত্রিকালের সাক্ষীরূপে উন্নতমস্তকে,

তুমি কি বুঝিবে বল পতিতের দারুণ পতন !

দিবানিশি নেত্রজলে সিঞ্চিয়া তোমায়,

অশ্রুনদী করিনু সৃজন ;

তবু নাহি দয়া, তবু নাহি মায়া,

মুছালে না আঁখি জল,

ঘুচালে না প্রাণের বেদন ?

( ক্ষণপরে )

কতদূর—কতদূর—সেই পুরন্দর—!

হায় আশা !

কেন আর কাণে কাণে গাইছ বিনোদগান,

মিলনমোহন সুরে—কাঁদাতে আমারে ?

কোথা নাথ, কোথা তুমি,

মধ্যে এই বিশাল সাগর অপার অতল সীমাহীন ;
কেমনে আসিবে হেথা তুষিতে দাসীরে,
রাখিতে দাসীর প্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে !
জ্বেলেছি তোমার তরে নিদর্শন-দীপ,
এস নাথ, নিদর্শন ধোরে।

( অগ্নিতে কাষ্ঠদান )

কাতরে চাহিয়া শূন্য নীলসিন্ধু পানে,
কাতরে চাহিয়া স্বধু সীমাহীন নীল নভঃ পানে,
আর প্রাণ থাকে কত দিন !

( দূরে তীরলগ্ন-বেত্রতরি )

( বিশ্বজীৎ গাত্রোত্থান করিয়া )

বিশ্ব।—এ কোন্ দেশ ?
কতদূরে লোকালয়, কে দিবে উত্তর ?
শীতের তাড়নে মোর অবসন্ন দেহ মন
ততোধিক অবসন্ন ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
কোথায় আশ্রয় পাই, কে দেয় আশ্রয় ?
প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে উর্ম্মিমালা তেজে,
কোথায় এসেছি ভেসে ? কত দিনে ? কিছুই জানি না।
একি জনপদ, না রাক্ষস-আলয় ?

জানা আছে,
পৃথিবীর দক্ষিণসাগর মাঝে নির্জ্জন দ্বীপেতে
বাস করে সুখে কত নরভূক রাক্ষস দানব,
একি সেই দেশ ?
'ওকি ও !
গভীর ত্রিযামা স্তব্ধ গভীর আঁধারে,
নাহি ঝিল্লিরব,
নাহি পেচকের সেই কর্কশ শ্রবণত্রাস নিরানন্দ ধ্বনি,
এ আলোক-রেখা তবে আসে কোথা হতে ?
পিশাচ রাক্ষস দৈত্য দানবদানবী,
নিশাকালে করে কেলী প্রান্তর মাঝারে,
নরমেদশিক্তবাতি জ্বলিয়া কৌতুকে ;
একি সেই আলো ?
আঁধার প্রান্তরে হেরি আলোকের রেখা
পুলকে পূরিত হয় পথিকের প্রাণ,
দ্রুতপদে ধায় সেই দিকে, উৎসাহে আশায় !
যাই দেখি,
পাই কি না বিপদে আশ্রয় !

( অগ্রসর )

হায় আশা,

কোথা আমি অসীম সংসার-পথে দূরগামী বিভ্রান্তপথিক,

কোথা সেই চৈতক-পর্ব্বত

আর কোথায় ইন্দিরা মোর জীবনরূপিণী!

কেন আর মিছে আশা প্রাণের ভিতরে ?

কিন্তু এ বিশ্বাসে আছে

অপার অনন্ত সুখ—শান্তির আবেশ।

ডুবে থাকি এ সুখ-সম্ভোগে

নিদ্রাতুর বালক যেমন ডুবে যায়,

নিদ্রার আবেশ লয়ে, জননীর শান্তিময় কোলে।

( অগ্রসর )

( ইন্দিরা )

সিঁয়া—সিন্ধুড়া।

কোথা রহিল সে আমার,

ছার প্রাণে প্রাণ গাঁথা যার।

আর কি সে ধনে পুনঃ, হেরিবে পাপ-নয়ন,

বিশুষ্ক সুখ-পাদপে [ হবে ] মুকুল সঞ্চার।

বিশ্ব।—কোথা হতে পশিছে শ্রবণে মরি
এ দেবসঙ্গীত,
মোহিত, আকুল-প্রাণ বিষাদে উল্লাসে ?

( অগ্রসর )

## গীত।

ইন্দি।—

কোথা নাথ দেখা দাও,
দুঃখিনীর প্রাণ জুড়াও,
দুঃখ পারাবার হতে করহে নিস্তার।

বিশ্ব।—বুঝি কোন্ দেববালা বসিয়া বিরলে,
বীণাকরে গান করে আপনার মনে !

( অগ্রসর )

## গীত।

ইন্দিরা।—

হে বিধি সদয় হও,
তারে একবার এনে দাও,
দুখের সাগর মোর অকুল অপার।

বিশ্ব।—এ কি এ!

হৃদয়-মরুতে কেন আশার কুসুম ফুটে, সৌরভের সার?

কেন প্রাণে বয়ে যায় আনন্দলহরী মরি, সুতানে সুস্বনে,

কাণে কাণে গেয়ে প্রেম-গান?

ভগবান!

থাক যদি তুমি, হও যদি তুমি দয়াময়,

ভেঙোনা আশার নেশা মিনতি শ্রীপদে।

(অগ্রসর)

পর্ব্বতবাসিনি!

হও তুমি দেবী কি দানবী, রাক্ষসী কিন্নরী,

কথা কও, একবাব দাও গো উত্তর;

একবার দাঁড়াও ইন্দিরারূপে নয়নের পটে,

দেখা যাই জন্মের মতন।

(পতন)

ইন্দিরা।—(নীরবে-কতক্ষণ)

একি হায় জাগ্রত স্বপন!

মায়ার এ প্রহেলিকা—মরু-মরীচিকা!

না না, তা ত নয়, বিধাতার কৃপা।

(গমন ও উরুতে বিশ্বজীতের মস্তক রাখিয়া)

প্রাণেশ্বর!
একবারে কর নিরীক্ষণ,
একবার কর সম্ভাষণ,
জুড়াই হৃদয়জ্বালা, ঘুচাই যাতনা।

বিশ্ব।—(উঠিয়া)—ঈশ্বর!
সত্যপ্রেমে প্রেমময় তুমি,
অক্ষয় অটুট তব প্রেমের ভাণ্ডার;
আর্ত্তের রোদনে প্রভু কত যে কাতর,
কত যে যাতনা পাও দরিদ্রের নেত্রজলে—
মর্ম্মাহতজনের নিশ্বাসে,
এই তার সত্য পরিচয়।
প্রাণেশ্বরি!
লিখে রাখ হৃদয়ের পটে,—
তোমায় আমায় এ মিলন,—
স্বর্গীয় পবিত্র আশীর্ব্বাদে।
কার মনে ছিল হায় মরুভূমে ফুটিবে কুসুম,
বহিবে সুবাসধন সুখদ-পবন,
পুলকিত হব মোরা সুগন্ধে ছায়ায়?

ইন্দি।—প্রাণ ভরি ডাক নাথ দীন দয়াময়ে,

তিনি ছাড়া কে আছে সহায়,
কে করে সান্ত্বনা নাথ,
বিপন্নের বিপদে বিষাদে!

বিশ্ব।—আত্মরূপে ভগবান প্রাণরূপি তিনি,
জীবের হৃদয়ে বাস করেন নিয়ত,
তাঁর নাম কে ভুলিতে পারে?
সংসারের পাপ তাপ সন্তাপ বিষাদ,
সকলের কর্ত্তা তিনি, সকলের স্বামী,
তাঁরই এ দেহমন, তাঁরই সকল,
তুমি আমি দাস মাত্র তাঁর।

ইন্দি।—চল নাথ অদূরে কুটীর মোর,
দরিদ্র-নিবাস হবে রাজার ভবন
তোমার পবিত্র সমাগমে।
পিতার সুখদ হর্ম্ম ছাড়ি,
স্বহস্তে নির্ম্মাণ আমি করেছি যতনে
বনকাষ্ঠ বনতৃণ দিয়ে;
চল যাই, শান্তিলাভ করিবে সেখানে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পুরন্দর—রাজার উপবেশন গৃহ।

( Front Court—‘*heak*. )

রাজা রাণী রণবীর সিদ্ধিনাথ ও মন্ত্রপাল

রাজা !—দেখ রাণী, কোন্ বৃক্ষে ধরে কোন্ ফল !
বল দেখি রাণী, কোন্ ইন্দ্রজাল বলে,
ভুলালে আমার সেই কণকপ্রতিমা-বালা,
কৃষ্ণকায় কদাকার সেই সেনাপতি ?
কোন্ শক্তি বলে,
আশ্রয় করিল সেই হেয়তম জঘন্য পাদপে মোর
স্বর্ণলতা লাবণ্যকুমারী ?
একি রাণী অলৌকিক নয় ?

কোন্ দৈবীশক্তি বলে,
সাগর হইল পার অপার অকুল, অবহেলে ?
চিরদিন রাজভক্ত চৈতকের প্রজা ;
কি কৌশলে সেনাপতি করিল তাদের উজ্জীবিত,
সঞ্জীবনীশক্তি দানে বিদ্রোহীর ছলে ?
অবোধ পর্ব্বতবাসী তারা,
অনায়াসে রাজ-শক্তি করিয়া দলিত
সগর্ব্বে ঘোষণা করে আত্মস্বাধীনতা,
এ কি এ !
চৈতকের বিচারক নাকি,
কারাবদ্ধ হয়ে হায় ভুঞ্জিছে অশেষক্লেশ অসীম-যাতনা !
কেন ? কার শক্তি বলে ?
ছি ছি রাণি !
তুচ্ছ গর্ব্বে হারাইলে কুলমান, হারালে সম্মান ?

মন্ত্র।—নরনাথ !

কি আর কহিবে দাস শুনিবে বা তুমি ?
রাজদ্রোহী মোরা, তোমারই হিতের কারণে,
তোমারই রাজদণ্ড তলে।
এখনও চেয়ে দেখ প্রভু,

এখনও কর প্রতিকার,
বিপদ যাইবে দূরে আপদের ভয়ঙ্করীমূর্ত্তির সহিতে।
বিশ্বজীতে পুনরায় দান কর সেনাপতি পদ,
চৈতকে হইবে শান্তি বিনা-রক্তপাতে।
রাজার জামাতা বিশ্বজীৎ,
কৌতুকে যৌতুকদান করিয়া চৈতক,
বিঘ্নহীন কর প্রভু আপনার সিংহাসন আপন সম্মান।
রাণী।—তাও কি হয়?
দুষ্ট শঠ পাষণ্ড পামর সেনাপতি
রাজাদেশ করি অবহেলা,
গোপনে গ্রহণ করে রাজার কুমারী;
ছলে বলে যঘন্য কৌশলে
ভুলায়ে মজায় পাপী রাজ-খ্যাতি রাজার সম্মান,
তারে পুনঃ যৌতুক-সম্মান দান?
এ কোন্ নীতি?
রাজা।—না রাণী,
আর কাজ নাই রাজ-নীতি রাজার সম্মানে!
যাও রণবীর, যাও সিদ্ধিনাথ,
লিপি লয়ে যাও ত্বরা চৈতক-পর্ব্বতে;

বলো বিশ্বজীতে,
অর্পিনু চৈতকরাজ্য
জামাতৃ-যৌতুকরূপে আনন্দে কৌতুকে।
চৈতকে করিয়ে ত্বরা শান্তি সংস্থাপন,
আসিতে বলিও ফিরে পুরন্দরে ইন্দিরারে লয়ে,
বিহিত বিধানে আমি কন্যা দিব তারে।

সিদ্ধি।—রাজাদেশ-শিরোধার্য্য করি,
পালিবে আদেশ দাস,
যথা আজ্ঞা, যথা অভিপ্রায়ে।

( সখিগণের প্রবেশ )

তরু।—মহারাজ!
প্রাণহীন-প্রাণ এবে ইন্দিরা বিহনে;
কর অনুমতি পিতা,
যাইব সকলে মোরা ভেটিতে সখীরে।

রাজা।—তোমাদের এ বাসনা হউক পূরণ।
চল সবে, কর আয়োজন।

( গাত্রোত্থান )

( সভাভঙ্গ )

## চতুর্থ দৃশ্য।

চৈতক রাজ-প্রাসাদ।

( Cyprus—*Sheak.* )

নগবালা, ইন্দিরা।

নগ।—কি আর কহিব সখী, প্রাণ নহে বশ!
কেন করে হায় হায়, কেন, কে বা জানে?

ইন্দি।—মুছে ফেল পাপ আশা হৃদয় হইতে।

( রণবীরের প্রবেশ )

এস রণবীর!
চৈতক হয়েছে শান্তিময়,
এখনও কি হয় নাই তোমাদের বিশ্রাম সময়?

রণ।—সখা মোর দিনরাত শান্তি·শান্তি করি,
ভ্রমেণ শতত তিনি চৈতকের দুয়ারে দুয়ারে ;
কি কোরে বিশ্রাম করি বল
তাঁরে দিয়ে পরিশ্রম-মুখে !
নগ।—তাও কি হয় ?
এক প্রাণ এক মন একতা যথায়।

( নেপথ্যে পদশব্দ )

নগ।—সেনাপতি মহাশয় আস্‌ছেন।
রণ।—আমি তবে আজ আসি ?
ইন্দি।—কেন ? বোসো না।
রণ।—না, আসি তবে।

[ রণবীরের প্রস্থান।

## সেনাপতি ও সিদ্ধিনাথ

( প্রবেশ করিতে করিতে )

বিশ্ব।—তাও কি হয় ?
সিদ্ধি।—নিশ্চয়।

( প্রবেশ করিয়া )

বিশ্ব।—রণবীর ছিল কি এখানে ?
ইন্দি।—এস প্রাণেশ্বর !

পরিশ্রমে বিশীর্ণ শরীর তব বিশুষ্কবদন,
কেন এত অশান্তি কল্পনা নাথ শান্তির ছায়ায় ?

বিশ্ব।—ছিল কি এখানে রণবীর ?

ইন্দি।—হাঁ।

বিশ্ব।—এখানে গোপনে কেন ?
কি কথা ?—কিসের প্রসঙ্গ ?

ইন্দি।—বলিব গোপনে।

বিশ্ব।—গোপনের কথা কি ?
তার সঙ্গে গোপনীয় কথা,
কেন ?—কিসের কারণে ?

ইন্দি।—কেন এত রোষ নাথ,
কেন এত সন্দেহ কল্পনা ?
এখনি শুনিবে সব, জানিবে সকলি ;
এস যাই নির্জ্জন-উদ্যানে।

বিশ্ব।—যাও তুমি,
এখনি পাইবে মোরে দেখিতে সেখানে।

( নগবালা ও ইন্দিরার প্রস্থান।

বিশ্ব।—ঠিক তাই !
সত্যভাষী প্রিয়দর্শী তুমি সিদ্ধিনাথ,

ক্ষমা কর মোরে ভাই, অজ্ঞানে করেছি হতাদর!

সিদ্ধি।—এ অধীন আপনার চিরপদাশ্রিত।

বিশ্ব।—ধিক্, শত ধিক্ রমণীর জ্বালাময় প্রেমে!
দেখি, কোন ছলে এবে মোরে ভুলায় রাক্ষসী।

সিদ্ধি।—( স্বগত ) পূর্ণপ্রায় মনস্কাম মম।
( প্রকাশ্যে ) আসি তবে প্রভু?

বিশ্ব।—( ইঙ্গিতে সম্মতি )

[ সিদ্ধিনাথের প্রস্থান।

ধিক্ থাক্ রমণীর প্রেমে,
ধিক্ ধিক্ ভালবাসা নামে;
শত ধিক্ প্রণয়ের বিনিময়ে আত্মবিসর্জ্জনে!
হৃদয়ের দেবীরূপে হৃদয়-মন্দিরে যারে রাখি নিশিদিন,
অপার আনন্দ পাই বিশ্বমরু-মাঝে;
হৃদয়ের শোণিত-শোষিণী সেই দুষ্টা পিশাচিনী!
ভেবেছিনু যারে আমি শান্তির সরসী,
এবে দেখি জ্বালাময় মরুভূমি তারে!

( পূতনা ও ইন্দিরার প্রবেশ )

ইন্দি।—কেন নাথ বিলম্ব করিছ হেতা
একাকী বসিয়ে?

বিশ্ব।—ঘোর শিরঃপীড়া, প্রাণ যায়।

ইন্দি।--বাঁধ শির দৃঢ়রূপে।

( রুমাল দান )

বিশ্ব।—(হস্তে লইয়া ) এতে কাজ নাই,

চল যাই শয়ন-মন্দিরে।

দ্বীপবাসী নিমন্ত্রিতগণে অভ্যর্থনা তরে,

পূতনা, যাও তুমি বল সিদ্ধিনাথে।

[ রুমাল ফেলিয়া উভয়ের প্রস্থান।

পূতনা।—পেইছি—পেইছি।

স্বামী মোর যার তরে শতবার করি অনুরোধ

হতাশে ছিলেন এত দিন,

এই সেই ; ( রুমাল দর্শণ )

কতবার করেছি কামনা ইহা গোপনে লইতে,

পারি নাই।

প্রণয়ের এই নিদর্শন

যতনে রাখিত ইহা বুকের মাঝারে,

প্রাণ চেয়ে প্রিয়জ্ঞানে ইন্দিরা সুন্দরী !

এত দিনে—হুঁ—পেয়েছি।

( সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

পূতনা।—আজ তোমারে যা দিব,
তুমি তা কখন আশাও কর নাই।

সিদ্ধি।—ঘনাবর্ত্তিতদুগ্ধসম্পৃক্ত
সকদলী আমান্নচিপিটক নাকি ?

পূতনা।—রহস্য নয়—সত্য! এই দেখ।—( রুমাল দান )

সিদ্ধি।—বাস্তবিকই আশাতীত বস্ত্র,
কার্য্যোদ্ধার হবে সুনিশ্চয়।
যাও তুমি,
অনুরোধ করি, যাও তুমি আপনার গৃহে।
সত্বর পাইবে মোরে দেখিতে তথায়।

( পূতনার প্রস্থান )

চমৎকার!

( রুমাল আন্দোলন করিতে করিতে )

বাতাসের ন্যায় হাল্কা, সামান্য দাম,
কিন্তু, এতেই জ্বলিবে অগ্নি,
পুড়ে যাবে রণবীর, সেনাপতি,
পুড়ে যাবে রূপসী ইন্দিরা,
ছাই হয়ে যাবে ছারপ্রেম, ছার ভালবাসা।

( বেগে বিশ্বজীতের প্রবেশ )

বিশ্ব।—পাষণ্ড ! দুরাচার ! এই কি তোর হিতৈষিতা,
এই তোর সত্য কথা ?
মিথ্যারে সাজায়ে দুষ্ট সত্য আভরণে
প্রতারণা করিস্ নির্ব্বোধ ?

সিদ্ধি।—ক্ষম অপরাধ প্রভু,
রাখ রাখ দাসের মিনতি।
মিথ্যা যদি ব'লে থাকি, প্রাণ লও তুমি,
দাও প্রভু সত্য প্রতিফল।
বলিবনা ছিল এ ধারণা,
কিন্তু প্রভু সহেনা যাতনা,
শুন প্রভু ! সত্য কথা অকপটে বলি।
যাহা তুমি প্রণয়ের নিদর্শন রূপে
করেছিলে ইন্দিরারে দান ;
পড়ে কি স্মরণে ?
রণবীর-শয্যাতলে কাল তুমি পাইবে দেখিতে,
স্বচক্ষে দেখেছি যাহা বলিনু তোমারে।
যার তরে হইয়ে পাগল প্রভু সাগর ডিঙালে অবহেলে,

পরের প্রণয়ে হায় হয়ে পাগলিনী,
সেই জন রণবীরে স্মৃতি-চিহ্ন করিল অর্পণ!
আর কি কহিব!

বিশ্ব।—কি বলিলে,
প্রণয়ের নিদর্শন দিয়া রণবীরে,
নূতন পীরিতি ফাঁদ পেতেছে পামরী?
আচ্ছা—আচ্ছা দেখি—
যাও তুমি আপন নিবাসে,
কাল হবে পরীক্ষা ইহার।

( সেনাপতির প্রস্থান )

সিদ্ধি।—( নেপথ্যে চাহিয়া ) সেনাপতি!
কতটুকু কূটবুদ্ধি আছে তব ঘটে?

[ সিদ্ধিনাথের প্রস্থান ]
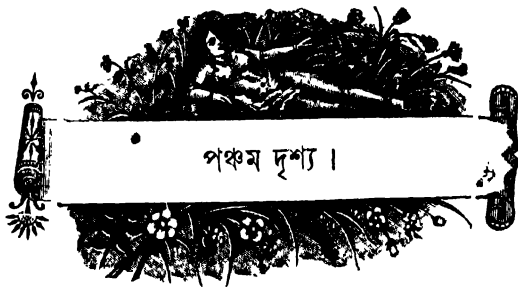
## পঞ্চম দৃশ্য।

চৈতক—রাজ-প্রাসাদ।

( Cyprus—Cham—*Sheak.* )

বিশ্বজীৎ আসীন

বিশ্ব।—ভ্রান্তি, মানবের নিত্য সহচর!
প্রণয়ে বিভ্রম, পদে পদে পলে পলে পলকে পলকে!
অকুল-বারিধি-বক্ষে বেতের তরণী—তৃণ চেয়ে হেয়তম;
তৃণ ধরে সাগরের পারে আসা অসম্ভব, কিন্তু সত্য।
সত্যপ্রেমে কেন এত ভ্রম, কেন এ সন্দেহ,
কেন এ হৃদয় জ্বালা!

প্রকৃতি-সুন্দরী-বক্ষে শিশুর মতন
আনন্দে ঘুমায়ে ছিনু সুখের শয্যায়,
কেন এ জাগ্রতস্বপ্ন, কেন যাপি নিদ্রাহীন নিশা
ভ্রমের আবর্ত্তে পোড়ে আবেশে বিহ্বলে ?
মুদে আসে দিবসের আঁখি, সাঁঝের বিষাদময় ছায়,
হিমমাখা বিরামের কোলে কোলাহল নিঝুমে মিশায় ;
শ্রান্ত ক্লান্ত জীবদল আবেশের মাঝে
চুপ্‌চাপ্ নীরবে ঘুমায়,
কেন জাগি, কেন কাঁদি, প্রাণ কেন করে হায় হায় !
উড়ে যায় গগণের পাখি, বয়ে যায় সন্ধ্যা সমীরণ,
প্রাণ মোর উড়ে যেতে চায়, যেথা সেই বাল্য-উপবন !
প্রণয়ের জ্বালাময় পাগলের খেলা ভুলি,
ঘুমন্ত সুখেরে লয়ে
লুকাইতে চায় প্রাণ
বাল্যস্মৃতি বাল্যপ্রেম বালকের ধুলাখেলা মাঝে !
কুড়াইয়ে জীবনের ফুল যার তরে গেঁথেছিনু মালা,
পরাইতে প্রতিমার গলে
হয়ে গেল, দশমীর ভরা সন্ধ্যা বেলা !
মুদে গেল ফুলের পাঁপড়ি, ফুল সব হলো অশ্রুময় ;

সুখের বিনোদছবি মিশে গেল দেখিতে দেখিতে,
সীমাহীন অশান্তির ছায়াহীন আকাশের গায়।

( সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

কাজ নাই আর, যাও চলে আপনার কাজে।
লুকাইয়ে ফেল দুষ্টা স্মৃতি
বিস্মৃতির আবর্জ্জনা মাঝে।

সিদ্ধি।—প্রভু! কেন এত ভাবান্তর,
শত যোধরণে যারে দেখিনি কাতর?

বিশ্ব।—ভুলে যাও পূর্ব্বকথা যত।

সিদ্ধি।—প্রভু তুমি, সখা তুমি,
কেমনে সহিব বল তোমার কলঙ্ক-কথা
বজ্রসম বাজে যাহা দাসের মরমে?

বিশ্ব।—সুখ দুঃখ সুনাম কুনাম,
অদৃষ্টের লেখা, কে নিবারে তারে?

সিদ্ধি।—ভ্রম ত্যাগ করি দেখ চাহি,
পাপাধম রণবীর কপট মিত্রতা-ছলে
কেমন জঘন্য পথ করেছে আশ্রয়!

বিশ্ব।—কাজ নাই সে কথা স্মরণে।

সিদ্ধি।—প্রণয়ের ছার নিদর্শন স্বচক্ষে দেখেছি আমি,

বিশ্ব।—কুড়ায়ে পেয়েছে রণবীর।

সিদ্ধি।—একত্রে শয়ন—চুম্বন—আলিঙ্গন ;

দাস আমি, অকপটে বলিনু তোমারে।

বিশ্ব।—আর কাজ নাই।

সিদ্ধি।—কত ভালবাসা বাসি,

গোপনে শুনাতে পারি রণবীর মুখে সন্ধ্যাকালে,

গোপনে আনিয়া তারে আপন শিবিরে ;

গোপনে শুনিবে প্রভু পাপাত্মার আত্মমুখ হতে,

ইচ্ছা হয় যদি ; যাই তবে।

( প্রস্থান )

বিশ্ব।—দগ্ধ হোক্ প্রণয়ের নাম,

দগ্ধ হোক্ প্রণয়ের আশা,

ছার খার হয়ে যাক্

বিভ্রান্ত পিপাসাময় প্রণয়ীর জঘন্য হৃদয়।

( প্রস্থান )

---

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

চৈতক—সিদ্ধিনাথের শিবির।

( Cyprus—camp. *Sheak* )

সিদ্ধিনাথ ও রণবীর।

( মদ্যপাত্রাদি সজ্জিত )

সিদ্ধি।—অদ্য সুখের দিন,

এস রণবীর, সুখের বাসর আজি আনন্দে কাটাই।

পুরন্দর-রাজ দিয়াছেন জামাতারে সাধের চৈতক,

আজি অভিষেক।

রণ।—সুখের সংবাদে সখে

আনন্দিত-পুলকিত হৃদয় আমার; কিন্তু—

সিদ্ধি।—কিন্তু কি? এস না?

আহা হা—অল্পবিস্তর চলুক না কেন?

রণ।—শরীর তত ভাল নয়।

সিদ্ধি।—আর ভাই শরীর!

তোমাদের সব প্রেমেজ্বরা দেহ, নিত্যই অসুখ,—

নিত্যই মনঃপীড়া, হা হুতাশ—হাহাকার!

ছেড়ে দাও ভাই, এখন এস।

(উভয়ে মদ্যপান)

শোন ভাই,—সে দিন এক গানে থ! শুন্‌বে?

গাণের ভণিতেটা দেখ্‌বে?

এটা আমার নিজের পয়্‌দা।

## ভৈরবী।

কি করি কি করি, বল উপায় এখন।

আহা তাহার বিহনে সখে পুড়ে যায় জীবন॥

আহা এমন পীরিতি কোরে,

আহা ডুবে মরি আঁখির নীরে,

আহা তবু সে ত চায় না ফিরে

দাসী অতি অভাজন।

রণ।—তোমার কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট!

সিদ্ধি।—আর কণ্ঠস্বর, কিছু না।

প্রাণটা নাকি হারাবার নয়, তাই এক রকমে রাখা।

প্রেমশূন্য প্রাণ, আর দাল শূন্য রুটী, একই কথা।

## ( বাতায়ানে বিশ্বজিৎ )

( ইঙ্গিতে প্রবেশ নিষেধ )

আচ্ছা ভাই, সে না জানি তোমাকে কতই ভালবাসে!

রণ।—সে ভালবাসার তুলনা নাই,

কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ—সে ভালবাসা প্রকাশে অক্ষম।

সিদ্ধি।—কেন?

রণ।—ভয়!

সেনাপতি আমাকে জানেন এক ভাবে,

সে ভাবের অভাব সাধনে, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা।

সিদ্ধি।—প্রণয় যে অপার্থিব ধন,

লোকলজ্জা তার কাছে কিছুই ত নয়!

জীবনের বিনিময়ে জীবন, তাতে ভয়?

রণ।—করি কি?

সেনাপতি তিনি—

আমরা অধীন তাঁর ;

তাঁকে গোপন,—কেমন কেমন যেন বোধ হয়।

বিশ্বজীতের প্রবেশ উদ্যোগ

( ইঙ্গিতে পুনঃ নিষেধ )

সিদ্ধি।—তবে তুমি তারে চাও না ?

রণ।—চাই না ?

দ্বিতীয়-জীবন সে আমার,

তারে ত্যাগ ?—অসম্ভব।

জীবন দিয়াছে মোরে প্রণয়ের দক্ষিণা স্বরূপে,

নিশিদিন সারা হয় আমার চিন্তায়,

তারে ত্যাগ ? অসম্ভব।

যাই ভাই,

সেনাপতি সদাই সন্দেহ ভরে চেয়ে দেখে বদন আমার;

কাজ নাই আর,—আসি তবে।

( প্রস্থান )

( নেপথ্যে ) নরকের কীট—দুরাচার !

( বিশ্বজিতের প্রবেশ )

খণ্ড খণ্ড করি কুক্কুরে খাওয়াব দেহ তোর !

কোথায় লুকাল সে পামর ?

(ধাবমান ও সিদ্ধিনাথ কর্ত্তৃক নিবারণ)

সিদ্ধি।—ক্ষমা কর প্রভু,

কাজ নাই কলঙ্কিয়া পবিত্র কৃপাণ তব পাপীর শোণিতে।

ধৈর্য্য ধরি, কর্ত্তব্য চিন্তিয়া কর যে হয় উচিত।

বিশ্ব।—কি কাজ কর্ত্তব্য ভাবি বৃথা ?

কর্ত্তব্য চিন্তায়

ভিরুতা রুগ্নতা আসে হৃদয়ের মাঝে।

সিদ্ধি।—অনুরোধ করি ধরি পায়, (তথাকরণ)

ক্ষমা কর অপরাধ প্রভু !

চল যাই দোঁহে,

কর্ত্তব্য চিন্তার তরে নির্জ্জনে গোপনে।

(উভয়ের প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

চৈত্তক—প্রাসাদস্থ কক্ষ।

( Cyprus—Sila-Cham—*Sheak.* )

বিশ্বজীতৎ ও পূতনা।

বিশ্ব।—জান না? সত্য বল, জান না?

পূত।—না সেনাপতি! কিছু না;
কেন হেন অন্যায় সন্দেহ,
কেন এ ভ্রমের পরিচয়?

বিশ্ব। ভ্রম? ভ্রম আমার?

রমণী-হৃদয়, নরকের সত্য ছায়াছবি, জান না ?

পূত।—কেন হেন অন্যায় সন্দেহ ?
দেবতার নামে প্রভু দিব্য কোরে বলি,
সখী মোর তোমারই অধিনী।

( ভদ্রশীল ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

ভদ্র।—সেনাপতি !
রাজার আদেশ-লিপি সহ,
এসেছি ভেটিতে হেতা, এই ধর লিপি।

( পত্র দান ও পাঠ )

( ইন্দিরার প্রবেশ )

ইন্দি !—কাকা, কতক্ষণ এসেছ এখানে ?
পিতা মোর আছেন কুশলে ?
আর আর পুরবাসী যত,
আছে সবে আনন্দে কৌতুকে ?

ভদ্র। হাঁ মা, রাজ্যের কুশল।
পিতা তব, হেরিতে তোমার মুখ,
দিন রাত-পথ পানে আছেন চাহিয়া ;
তোদের লইতে আমি এসেছি হেতায়।

চৈতক-শাসন ভার রণবীরে দিয়ে,
গমনের আয়োজন কর ত্বরা করি।

ইন্দি।—বড়ই সুখের কথা।

বিশ্ব।—তুমি থাক চৈতকের কর্ত্রীরূপে মনের উল্লাসে।

ভদ্র।—একি কথা বিশ্বজীৎ?
পত্রে মন, শুন নাই বুঝি স্থিরকর্ণে,
আমাদের কথোপকথন?

ইন্দি।—হায় তাতঃ! বিধি মোরে বড় প্রতিকূল,
স্বামী মোরে বাম।

বিশ্ব।—কুলটার মুখে এই স্বামী সম্বোধন,
লজ্জা আসে শুনিতে শ্রবণে।

ইন্দি।—প্রাণাধিক্! কেন আর অপমান,
কেন এ লাঞ্ছনা, কেন দাও মনস্তাপ অন্যায় বিচারে?

বিশ্ব।—হুঁ।—

ভদ্র।—একি কথা বিশ্বজিৎ! কেন এ সন্দেহ?
কে সাজালে সন্দেহের চিতা বৎস,
প্রেমময় তোমার হৃদয়ে?
প্রণয়-কানন মাঝে ছিলে দোঁহে সুখে,
কে জ্বালিল দাবানল পুড়াতে সুখ-কানন

সুখময় প্রণয়ের ছায়াময় পাদপ সহিতে ?

বিশ্ব।—ভদ্রশীল !

তুমি কি জানিবে বল, বিষমাখা রমণীর পাষাণ-হৃদয় ?

সিদ্ধি।—রমণী-চরিত্র-কথা দেবতার অজ্ঞের অজ্ঞাত।

ইন্দি।—প্রাণেশ্বর !

যদি কভু স্বপ্নেও ভাবিয়া থাকি অন্য কথা অন্য ভাব,

অন্য রূপ গুণ ;

অন্তর্যামী করুণ বঞ্চিত মোরে তোমার প্রণয়ে।

( রোদন )

বিশ্ব।—থাক্, কাজ নাই বিলাপে রোদনে ;

ভাল জানি রমণীর মায়া।

যাও, দূরে যাও,

বিপদ ঘটাও কেন আপন ইচ্ছায়, সাধে সাধে ?

যাও কাকা, ত্বরা লয়ে যাও,

সতীর প্রতিমা এই, রমণী-রতনে !

হেরিলে উহার মুখ,

পুড়ে যায় হিয়া মোর সন্তাপ-আগুনে ?

ইন্দি।—ঈশ্বর ! তুমি সাক্ষী !

[ প্রস্থান

বিশ্ব।—যাও ভদ্রশীল,

বিশ্রাম করগে যাও প্রাসাদ ভিতরে।

[ উভয় দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধি।—এ আগুণ কে জ্বালিল ?

আমি—আমি—আমি!—(করতালী দান )

( প্রস্থানোদ্যোগ, সম্মুখে জীতাজীৎ )

জীত।—অনেক অনুসন্ধান, গোপনে অবস্থান,

তার পর তোমার দর্শনলাভ।

আর কতদিন ভাই এ দুরাশা করিব বহন ?

সিদ্ধি।—তাড়াতাড়ি নয়, তাড়াতাড়ি নয়,

আর বড় বিলম্ব নাই।

চল যাই আমার শিবিরে,

সব কথা বলিব সেথানে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

চৈতক—অরণ্যপথ।

( Astreet—*Sheak* )

তরবারী হস্তে সিদ্ধিনাথ।

সিদ্ধি।—প্রতিহিংসা, —স্বার্থসিদ্ধি, শত্রুর নিপাত ;
এক দিনে—এক ক্ষেত্রে—এক যোগে করিব সাধন।
রণবীর ! উন্নতি-পথের তুমি কণ্টক আমার,
সে কণ্টক করিব নির্মূল আজি ;
আজি তব জীবনের শেষ।
জীতাজীৎ ! বুঝেছ কৌশল, জেনেছ সকল ;
জানি আমি, প্রতিফল দিবে সুনিশ্চয় ;
কিন্তু জেনে রাখ, আজ তব জীবনের শেষ।
বিশ্বজীৎ ! ভালবাস যারে,
যার তরে উচ্চপদে করেছ বঞ্চিত মোরে,

হৃদয় করেছ মোর ঘোর মরুভূমি ;
জেনে রাখ, আজ তার প্রতিশোধ দিন।
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে তুমি,
শতগুণে করেছি তোমারে জ্বালাতন ;
আজ তার পূর্ণাহুতি, আজ তব জীবনের শেষ।
বল, বুদ্ধি, কৌশল বিক্রম,
বিষম পরীক্ষা আজি তোমায় আমায়।

( জীতাজীতের প্রবেশ )

সিদ্ধি।—এস ভাই, ক্ষত্রকুলে জন্ম তব ;
বীরের সন্তান তুমি, বীর অবতার ;
ধর, লও অসি, কর নিজে আপনার পথ পরিষ্কার।
এখনি আসিবে দুষ্ট প্রেমের পাগল বিশ্বজীৎ,
শাস্তি দিতে প্রেমচোর-রণবীরে গোপনে কাননে ;
অলক্ষ্যে নাশিবে তারে।
দৃঢ় করি মন, থাক সাবধানে।

[ দূরে প্রস্থান।

সিদ্ধি।—( সানন্দে ) যে প্রকারে হোক,
কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চয়।

রণবীর মারুক ইহারে,
নাহি পারে যদি, রণবীর মরিবে ইহার হাতে ;
দুদিকেই তুল্য লাভ মোর।
বহুরত্ন ইন্দিরারে দিতে, জীতাজীৎ দিয়াছে আমায়,
সে সব কার ?—আমার—আমার।
লুকাইয়া থাকি, দেখি, কি বা হয় শেষে।

[ প্রস্থান।

( রণবীরের প্রবেশ )

রণ।—কোথা মোর প্রাণের পুতলি নগবালা,
কোথা সিদ্ধিনাথ ?

( জীতাজীতের প্রবেশ )

জীত।—পামর !
যার তরে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত মনস্তাপ ;
ধর্ তার যোগ্য প্রতিফল। ( আঘাতোদ্যম )

রণ।—কে তুই পামর, গুপ্তশত্রু, এই ধর্—(আঘাত)

জীত।—আঃ—পাপা—( পতন )

( গোপনে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ ও রণবীরের পদে আঘাত ও পলায়ন )

রণ।—ওঃ—কে তুই পামর,

গোপনে করিলি দুষ্ট শত্রুতা সাধন ?
কে কোথায় আছ, রক্ষা কর অভাগার প্রাণ !

( বিশ্বজীতের দূরে প্রবেশ )

বিশ্ব।—হুঁ—পাপাত্মা রণবীরের স্বর ;
সিদ্ধিনাথ যথার্থই আমার বান্ধব।
পাপিয়সি ! দেখে যা দেখে যা,
সাধের প্রণয়ী তোর ধুলায় লুটায় !
দেখে যারে পিশাচিনি,
এই তার সুখ-শয্যা—এই তার সত্য-পরিণাম।

[ প্রস্থান।

রণ।—কে কোথায় আছ, প্রাণ যায় ;
কোথা পথ, কোথা পাই পরিত্রাণ !

জীত।—পামর !
গোপনে করিলি দুষ্ট কেন অত্যাচার !

রণ।—আঃ—প্রাণ যায় ! তৃষ্ণা—জল !

( রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ )

১ম রক্ষী।—কোথায় এ ক্রন্দনের রোল ?

২য় রক্ষী।—তাই ত ! ঐ যে, কে আলো নিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে না ?

( আলোক লইয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

সিদ্ধি।—কোথায় কে আর্ত্তনাদ কোচ্চে না ?

১ম রক্ষী।—তা ত বুঝতে পাচ্চি না মশায়, ঐ দিকেই হবে বোধ হয়।

রণ।—এদিকে, এদিকে এস,—ঈশ্বরের দোহাই, রক্ষা কর।

( রক্ষীদ্বয় ও সিদ্ধিনাথের সেই দিকে গমন )

১ম রক্ষী।—কে এ? আমাদের দ্বিতীয় সেনাপতি না?

রণ।—কে, সিদ্ধিনাথ? দেখ সিদ্ধিনাথ, কোন্ পাপাত্মা গোপনে—আমাকে আঘাত কোরেছে।
রক্ষা কর, বড় তৃষ্ণা—প্রাণ যায়!

সিদ্ধি।—রণবীর, কোন্ পাপাত্মার এ কাজ ?
তোমাকে আঘাত? উঃ—অসহ্য যাতনা!

জানেনা সে পাপাত্মা পামর, কে তুমি? ( রক্ষীদ্বয়ের প্রতি ) এস, সিবিরে নিয়ে যাই !

( অদূরে )

জীতা। ওঃ—কে তোমরা? রক্ষা কর—
এদিকে এস।

রণ।—ঐ সেই পাপাত্মা।

সিদ্ধি।—দুরাচার! নরকের কীট!

(জীতাজীৎকে আঘাত)

জীত।—কি দুরাচার,—পশু, আমাকে আঘাত?

সিদ্ধি।—রক্ষিগণ। কি দেখ্‌ছো তোমরা?

সেনাধ্যক্ষকে হত্যাচেষ্টা,

এখনো তোমরা নীরব?

বাঁধ—কাট—হত্যা কর।

(রক্ষিগণ কর্ত্তৃক আঘাত)

সিদ্ধি।—থাক্, দুরাচার উচিত ফল পেয়েছে।

অরণ্য জন্তুর উদরে পাপীর পাপজীবন বিশ্রাম করুক।

চল নিয়ে যাই, শুশ্রূষা করি, প্রাণে বাঁচাই!

(সকলে ধরাধরি করিয়া রণবীরকে লইয়া প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য।

চৈতক—সমুদ্র-তীর।

বালসূর্য্য সমুদিত প্রায়।

যোগিনীবেশে নগবালা।

কানাড়া—ঠেকা।

কি জানি কেন এমন মন প্রাণ উচাটন।
হৃদয়-কানন কেন হেরি শ্মশান সমান॥
কোকিলা প্রভাতি গায়, শিশু-ভানু দেখা যায়,
প্রাণ করে হায় হায়, কেন কিসেরি কারণ॥
অনন্ত নিরাশা মাঝে, আশার মূরতি রাজে,
পুনঃ নিরাশার সাজে, শূন্যেতে মিশায় ;—
প্রাণের বিনোদ-বীণা, রাজেনা আর তারে বিনা,
সুষুপ্তি চেতনাহীনা, অঘোরে ঘুমায় ;—
বিরামে ঘুমন্ত সুখ, শান্থিত নমিত মুখ,
পাষাণে পাষাণ বুক, কাঁদে কেন নিশিদিন।

## পঞ্চম দৃশ্য।

### চৈতক-প্রাসাদ।

( ইন্দিরার শয়নকক্ষ )

( A Bed-chamber. *Sheak.* )

( ইন্দিরা নিদ্রিত--বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত )

( বিশ্বজীতের প্রবেশ )

বিশ্ব। ( স্বগত ) এই তার কারণ !

মোহ-মায়া-ভালবাসা,

কর্ত্তব্যের পথে যেন কণ্টক-প্রাচীর !

এখনিই যার প্রাণ উড়ে যাবে হৃদয়-পিঞ্জর ছাড়ি

চির দিন-তরে,

তার প্রতি মায়া ?—তার প্রতি ভালবাসা ?

প্রণয়ের মোহ ?

কেন ? কিসের কারণে ?

( তরবারি নিষ্কাষণ ও ক্ষণপরে )

ছিল, এক দিন ছিল ;

এই দেহে, শোণিতের প্রতি বিন্দুমাঝে,

প্রতিবিম্বে ছিল ঐরূপ ;

কিন্তু এখন ? উঃ—স্মরণেও অসহ্য যাতনা।

কাজ নাই আর,

সুপ্ত-মায়া মোহ-তন্দ্রা প্রণয়ের আবেশে জাগায়ে !

( ক্ষণপরে )

প্রাণেশ্বরি ! হৃদয়ের দেবী তুমি,

কেন দিলে তাপ, কেন এ সন্তাপে দগ্ধ হৃদয় আমার ?

( চুম্বন )

কেন এ কলঙ্ক-কালি মাখিলে বদনে।

কেন এ প্রাণের জ্বালা, কেন এ যন্ত্রণা ?

( ক্ষণ বিরামে )

ইচ্ছাময় ! টলাও বিশ্বাস,

একবার কর দৈববাণী "ইন্দিরা-কুলটা নয়,"

সে বিশ্বাসে ধরিয়া হৃদয়ে,

পাসরি এ দুর্ণিবার প্রাণের যাতনা।

উঠিতেছ? উঠ।

ইন্দি। কে, প্রাণেশ্বর!

ওকি ও! কেন তব বদন-মলিন?

এস নাথ, করি পদসেবা,

সুখে নিদ্রা যাও প্রাণনাথ।

বিশ্ব।—ইন্দিরা,

শয়ন সময়ে তুমি নিত্য ডাক অনাথ-তারণে?

ইন্দি।—যাঁর কৃপা বলে নাথ সম্মীলন তোমায় আমার,

তাঁর নাম বিস্মৃতির নয়।

বিশ্ব।—এ জীবনে ক'রে থাক যদি কভু,

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাপ;

মুক্তিলাভ তরে কর আত্ম-নিবেদন তাঁহার চরণে।

ইন্দি।—একি কথা! কেন নাথ ভাবান্তর তব?

বিশ্ব।—আমার কথা রাখ, প্রার্থনা কর।

ইন্দি।—তবে কি নাথ তুমি আমাকে হত্যা

কোর্বে?

কেন প্রাণেশ্বর, আমার কি অপরাধ?

বিশ্ব।—অপরাধের বিচারকর্ত্তা ভগবান।

কুলটার প্রতি, ঈশ্বর যে কেমন সদয়,
অল্পক্ষণ পরেই তার প্রমাণ দেখ্‌বে।

ইন্দি।—কেন প্রাণেশ্বর! নারাবধে কেন তুমি
পাপ সঞ্চয় কোর্ব্বে? কেন নাথ তোমার এ প্রবৃত্তি!
চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস, ক্ষমা কর নাথ,
আমি নির্দ্দোষী।

বিশ্ব।—তুমি রাক্ষসী! হৃদয়ের দিকে চাও, আত্মপাপ
স্মরণ কর, অনুতাপ কর।

ইন্দি।—হৃদয়ে কেবল তুমি,
স্মৃতিতে তোমারই ভালবাসা।

বিশ্ব।—সে বিশ্বাসে বিশ্বাস যে করে, বাতুল সে জন।

ইন্দি।—জীবন আমার তুচ্ছ!
তুমি আমাকে যখন সন্দেহ করেছ,
সে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমি জীবন দিতে কাতর নই,
কিন্তু বল প্রিয়তম, এ সন্দেহের কারণ কি?

বিশ্ব।—আমার ভালবাসার নিদর্শন কোথায়?

ইন্দি।—ঈশ্বরের দিব্য,আমি তার কিছুই ত জানি না!

বিশ্ব।—জান না? জানার আবশ্যকই বা কি?
শোন্ ইন্দিরা,

আর অধিক সময় নাই, এখনো স্বীকার কর।
ছি ছি, পাপিণি! এ হৃদয় তোরই জন্য পাষাণ হয়ে গেছে,
সেই আত্মদানের প্রমাণস্বরূপ
আমি আজ নারীহত্যায় উদ্যত।

ইন্দি।—জীবনসর্ব্বস্ব!
এক দিন আমাকে ইহসংসারে থাকতে দাও।
আমি কালই তার প্রমাণ দিয়ে তোমার এ বিষম সন্দেহের কুয়াশা দূর কর্ব্বো।

বিশ্ব।—না, এখনি তার প্রতিফল দিব।

ইন্দি।—একটু অপেক্ষা,

বিশ্ব।—না, তাও না। যে পাপিনী আমার হৃদয়ে তুষাণলের সৃষ্টি কোরেছে, এক দণ্ডও তার জীবন থাকার নয়।
এই জীবনের প্রতিদান—প্রণয়ের পরিণাম,
ভালবাসার প্রমাণ, এই—এই গ্রহণ কর্।

(অসির আঘাত)

(নেপথ্যে পূতনা)

এ কি! দরজা খোল্! হত্যা—হত্যা! সেনাপতি! প্রভু!

বিশ্ব।—(স্বগত) কে ? কার শব্দ ? পূতনা ? রণবীরের মৃত্যুসংবাদ দিতে এসেছে বুঝি !

( ইন্দিরার প্রতি ) রাক্ষসি ! সয়তানি !
যাও, চলে যাও অনন্তের সীমাহীন পথে !

( নেপথ্যে )

পূত।—সেনাপতি ! দরজা খোল, হত্যা—হত্যা—

বিশ্ব।—বোল্‌তে এসেছে। আমার স্ত্রীকে সংবাদ—স্ত্রী ?—আমার স্ত্রী ?—কার স্ত্রী ? আমার স্ত্রী নাই ! জগৎ মহাপ্রলয়ে ডুবে যাক্, আমার কি ? চন্দ্রসূর্য্য গ্রহগণ পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হোক, আমার কি ?

( দরজা উন্মুক্ত করিয়া পূতনার প্রবেশ )

পূতা।—সেনাপতি !
মহাবিপদ ! রণবীর জীতাজীতকে হত্যা কোরেছে !

বিশ্ব।—রণবীর হত্যা হয় নাই ?

পূত।—না, রণবীর আহত, জীতাজীৎ হত হয়েছে।

বিশ্ব। হয় নাই ; পাপীর পাপপ্রাণ এখন ও তবে বাতাসে মিশে যায় নাই ?

( ইন্দিরার যন্ত্রণাজনক চীৎকার )

পূত।—এ কিসের শব্দ? একি এ! রক্তে যে শয্যা প্লাবিত? সখী নাই! ইন্দিরা নাই! সেনাপতি, হত্যা কোরেছ তুমি? নৃশংস! পাষাণ! ধন্যকীর্ত্তি কীর্ত্তিমান তুমি!

বিশ্ব।—( বিকটহাস্যে ) প্রেমের এ পরিণাম।
পীরিতের জ্বলন্ত নিশান।

পূত।—সখি! ইন্দিরা! আমরাই কি তোমার এ মৃত্যুর কারণ? কথা কও সখী, পাপিনীর প্রাণ যাতনায় যায় যে!

ইন্দি।—নির্দ্দোষে—আজ আমি—দোষী নই—আঃ—প্রাণ যায়!

পূত।—বল,বল সখী, কে তোমাকে হত্যা কোরেছে? কে তোমার এ দুর্গতির—এ নির্দ্দোষ মৃত্যুর কারণ?

ইন্দি।—কেহ নয়, কেহ নয়—আমি স্বয়ং। সখি:—পূতনা! আমার স্বামীকে বোলো, আমি নির্দ্দোষী! আর ত সময় নাই! শরীর অবসন্ন—আসি তবে। প্রাণেশ্বর! জন্মশোধ—তোমায় আমায় আজ জন্মশোধ বিদায়—চির—বিদায়!

( মৃত্যু )

বিশ্ব।—কে এ হত্যাকারী? ইন্দিরা স্বয়ং।

পূত।—ইন্দিরার কথা তাই, কিন্তু আমি সত্য কথা গোপন রাখবো না।

বিশ্ব।—যাও পাপিনি; অধঃপাতে যাও, আমিই এ হত্যা স্বয়ং করেছি।

পূত।—তা ত কর্ব্বেই। ইন্দিরা স্বর্গের দেবী, তুমি অন্ধকার-নরকের হেয় পিশাচ।

বিশ্ব।—ইন্দিরা কুলটা, তোমার স্বামী তার সাক্ষী। রণবীরের গুপ্তপ্রণয়ের প্রতিকার, এই হত্যা!

পূতা!—আমার স্বামী এর সাক্ষী!
পাপী সে; তার সংসর্গে আমিও পাপিনী!
ইন্দিরা সাধ্বী।
জগতের সম্মুখে—চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষি করে বলি,
ইন্দিরা সাধ্বী—ইন্দিরা সতী।

( সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

পূত।—তুমি সাক্ষী? ইন্দিরা কুলটা, ইন্দিরা রণবীরের সহিত ভ্রষ্টা, তুমি তার সাক্ষী?

সিদ্ধি।—আমার বিশ্বাস ত তাই।

পূত।—তুমিই তবে এ হত্যার কারণ। পাপী তুমি, মিথ্যাবাদী তুমি, প্রবঞ্চক তুমি। চেয়ে দেখ, সখী আমার মৃত্যু শয্যায়, রক্তাক্ত কলেবরে সখী আমার মৃত্যু শয্যায়!

সিদ্ধি।—তোমার এ সব কি কাণ্ড? নীরব হও।

পূত।—না, আমার আবার নীরব কি? আমি জগতের সম্মুখে বলি, ইন্দিরা নির্দ্দোষী! জগতের সম্মুখে বলি, ইন্দিরার হত্যার কারণই তুমি।

( ভদ্রশীলের প্রবেশ )

ভদ্র।—এ কি! হত্যা! ইন্দিরা নাই! একি মা, কেন তোর এ দশা? এ সংসারে কে এমন নৃশংস, কে এমন পাষাণ, কে এমন নির্দ্দয় আছে যে, তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেছে?

পূত।—এই তুই রাক্ষস—এই তুই নরপশু।

সিদ্ধি।—পূতনা! যাও, গৃহে যাও; আমার আজ্ঞা পালন কর।

পূত।—তোমার আজ্ঞা? তোমার আবার আজ্ঞা কি? যতদিন্ করেছি, সেই বিস্তর; আর না।

সিদ্ধি।—( ধাক্কা দিয়া ) যাও, দূর হও।

ভদ্র।—এই তার পরিচয়! বিশ্বজীৎ, নারীহত্যা করেছে তুমি? ধিক্, মনুষ্য নামে ধিক্!

পূত।—শোন বিশ্বজীৎ! শোন সেনাপতি! অতি মূর্খ তুমি! যে রুমাল তোমার সন্দেহের কারণ, আমিই তা পাই। এই দুরাচার সিদ্ধিনাথ কতদিন আমাকে চুরী ক'রে আন্‌তে অনুরোধ কোরেছিল। আমি কুড়িয়ে পেয়ে ওকেই দিই। রণবীর আপন ঘরে ঐ রুমাল কুড়িয়ে পান। এই নির্দ্দয়ই—এই পাষাণই—এই হৃদয়হীনই—তাঁর ঘরে গোপনে ঐ রুমাল ফেলে দেয়। তখন যদি জান্‌তে পেতেম, নৃশংসের মনে এমন নারীহত্যার ফাঁদ পাতা আছে; তা হলে কি এ অনর্থ ঘটে! সেনাপতি! একি কোরেছ, একি কোল্লে?

সিদ্ধি।—পাপিনি, দূর হ—

[ পূতনাকে ধাক্কা দিতে দিতে স্বয়ংও অন্তর্দ্ধান ]

বিশ্ব।—( দীর্ঘ নিশ্বাস ) মেঘ! তুমি বজ্রহীন! হা ধিক্!—

( উপবেশন )

( পূতনার পুনঃ প্রবেশ )

পূত।—কোথা যাব! কোথা স্থান! কিসে পরিত্রাণ!

পাপিনী আমি ; যে আগুণ জ্বেলেছি, সেই আগুণে দগ্ধ হই। ইন্দিরা! সখি! চিরদিন আমি তোমার সহসঙ্গিনী. তুমি একা যাবে কেন? সে যে অনেক পথ!—চল, চল সখী ; আমি তোমার সঙ্গে যাই। শোন বিশ্বজিৎ। ইন্দিরা নির্দ্দোষী। তোমার প্রেম—তোমার ভালবাসা—তোমার প্রণয় ভিন্ন ইন্দিরা আর কিছুই জান্‌তো না। সখি, চল চল—

(পার্শ্বস্থ ছুরিকা লইয়া ইন্দিরার পার্শ্বে পতন)

ভদ্র।—হত্যাকারী তুমি সেনাপতি,
রাজার শাসনে বন্দী তুমি ;
বন্দিভাবে থাক এই গৃহে।

(প্রস্থান)

বিশ্ব।—(একাকী) এই ঘরে আরও আছে। অজয়-নগর জয়ে এই তীক্ষ্ণধার—সুন্দর কৃপাণ পেয়েছি! এই যে ; এই যোগ্য অস্ত্র।

**শান্তিরক্ষক ও কারারক্ষক লইয়া**

**ভদ্রশীলের প্রবেশ।**

ভদ্র।—সেনাপতি! আত্মহত্যা কোরো না। আর কেন পাপ বৃদ্ধি কর?

বিশ্ব।—যে আপনার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন কোত্তে পারে, তার আবার পাপ? আপনার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তমা যে স্ত্রী, যে সেই স্ত্রীকে হত্যা কত্তে পারে, তার আবার পাপ?

( রণবীর ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

রণ।—সখা! প্রভু! কেন এ বিষম ভ্রম, কেন এ সন্দেহ? কেন তুচ্ছ সন্দেহের মোহে, অকালে ঘটালে প্রভু হেন বিড়ম্বনা?

বিশ্ব।—রণবীর! ক্ষমা কর—কৃপা কর—দয়া কর মোরে। পাপী আমি, আর কেন ভাই? আর কেন জ্বাল ভাই সন্তাপ-আগুণ?

রণ।—প্রভু! এতদিন ছায়ারূপে ভ্রমিনু সতত
সখা তোমাকেই রাখিয়া সম্মুখে,
এই তার দিলে যোগ্য ফল!
প্রণয়ের বিষময় ঘোর পরিণাম দেখালে জগতে,
রচিলে কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে শেষে সযতনে,
পরাইতে অভাগার শীরে;
ঘৃণার মুকুট নিজে পরিলে আপনি।
কি লজ্জা, কি ঘৃণা, ঘোর পরিতাপ!

মাতৃসম ভাবি যারে ভক্তিভাবে পূজিনু চরণ,
এই তার হলো পরিণাম ?
সিদ্ধিনাথ !
কেন এ ভীষণবহ্নি জ্বালিলে হৃদয়ে,
পুড়াইলে সবান্ধবে সন্দেহের ঘোর দাবানলে ?
কোন্ অপরাধে বল, করিলে এ শাস্তির বিধান ?

বিশ্ব।—এই সেই পাষণ্ড পামর।
এরই কথা দেববাক্য বলি করিয়ে বিশ্বাস,
আত্মনাশ—মনস্তাপ—জীবনে বহানু ঘোর বৈতরণি-ধারা।
পাতকি।— ( অসির আঘাত )

সিদ্ধি।—নির্দ্দোষে এ শাস্তি কেন দাও সেনাপতি—
(পতন)

শান্তি।-সেনাপতি! রাজার আদেশ, রাজার বিধান,
অবিদিত নহে কিছু তোমার নিকটে;
হত্যাকারী তুমি,
চৈতক শাসন ভার দিনু রণবীরে।
বন্দি তুমি, বিচারে যে শাস্তি হয় পাইবে অচিরে।
রক্ষি! [illegible], লও কারাগারে,
বাঁধ সিদ্ধিনাথে ত্বরা নরক-পিশাচে।

বিশ্ব।—রাজার শাসন-নীতি জানি সবিশেষ
কিন্তু মোর শেষ অনুরোধ, মন দিয়ে কর অবধান।
ইন্দিরার ঘোর পরিণাম,
অভাগার মন্দভাগ্য, নির্ব্বুদ্ধিতা, নৃশংসতা যত,
ঘোষণা করিও সবে পুরন্দরপুরে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে প্রমাণ সহিতে।

( ইন্দিরার প্রতি )

প্রিয়তমে !
যাও, চলে যাও অনন্তের সুখ শান্তিধামে ;
আদরে পূজিবে তোমা দেববালা দলে।
কিন্তু প্রিয়ে
ভ্রমেও প্রেমের ছবি এঁকো না হৃদয়ে !
আমি তুমি কিছু কিছু নয়,
সব ছায়াময়,
ঘোরে লোক ছায়ামূর্ত্তি রূপে !
ত্বদিনেই মায়া যায়,
ছায়া যায়,
ঢেকে যায় অন্তর বাহির,
ঘোর ঘন আঁধারের কোলে।

পাপী আমি, কাজ কি বিচারে,

কাজ কি রহিয়া হৃদে মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া ভীষণ-যাতনা ?

যাই চলে নরক-নিবাসে,

ভুঞ্জিতে পাপের ফল অনন্ত জীবন ধরি, নিরয় নগরে।

রণবীর ! ক্ষম অপরাধ !—

বসুন্ধরে !

নিষ্পাপ হউক তব স্নিগ্ধ শান্ত বক্ষঃস্থল,

আজ হতে—বিদায় বিদায়।

( তরবারীর আঘাতে আত্মনাশ )

---

সম্পূর্ণ।